স্বপ্নময়ী নাটক।

শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রণীত।

“অধর্ম্মেণৈধতে তাবৎ ততোভদ্রাণি পশ্যতি।

ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি॥”

মনুসংহিতা।

কলিকাতা।

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৮৮।

উৎসর্গ-পত্র।

কবি-কুল-রত্ন শ্রীযুক্ত বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী

সুহৃদ্বরের হস্তে আমার স্বপ্নময়ীকে

সমর্পণ করিলাম।

নাটকীয় পাত্রগণ।

কৃষ্ণরাম রায়	বর্দ্ধমানের ভূপতি।
আনন্দরাম তত্ত্ববাগীশ ...	বর্দ্ধমান রাজের সভাপণ্ডিত।
বর্দ্ধমান রাজার মন্ত্রী। ...	... ...
শুভসিংহ	চিতোয়া ও বর্দ্দার তালুকদার।
সুরজ মল্	শুভসিংহের অনুচর।
জগৎ রায়	কৃষ্ণরামের পুত্র।
স্বপ্নময়ী	কৃষ্ণরামের দুহিতা।
রহিম খাঁ	আফ্গান সর্দ্দার।
জেহেনা	রহিম খাঁর স্ত্রী।
সুমতি	জগৎ রায়ের স্ত্রী।

বান্দিগণ—রক্ষকগণ—ইতর লোক—নর্ত্তকী প্রভৃতি।

ঔরঙ্গজীবের রাজত্ব-কাল। ঐতিহাসিক মূল-ঘটনা—

শুভসিংহের বিদ্রোহ।

স্বপ্নময়ী।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(শুভসিংহের বাটী।)

শুভসিংহ ও সূরজ মল্।

শুভসিংহ। দেখ সূরজ, প্রতারণা করা আমার স্বভাবের নিতান্ত বিরুদ্ধ। কি ক'রে বল দেখি আমি এখন ছদ্মবেশ ধারণ ক'রে লোকের নিকট আপনাকে দেবতা ব'লে পরিচয় দি ?

সূরজ। মহাশয়, আপনি তো অন্য উপায়ও দেখেছেন, তাতে কি কিছু করতে পারলেন ?

শুভ। তা সত্য—শীত নাই—গ্রীষ্ম নাই—দিন নাই—রাত্রি

নাই—আমি লোকের বাড়ি বাড়ি বেড়িয়েছি, আরংজীবের অত্যাচারের কথা জ্বলন্ত ভাষায় তাদের কাছে বর্ণনা ক'রেছি; কিন্তু কিছুতেই তাদের উত্তেজিত কর্‌তে পারলেম না, কিছুতেই তাদের পাষাণ-হৃদয় বিগলিত হ'ল না, সেই সকল হীন জড় পদার্থের কিছুতেই চেতনা হ'ল না।

সূরজ। সেই জন্যই তো আপনাকে বল্‌চি অন্য উপায় পরিত্যাগ ক'রে এখন এই উপায় অবলম্বন করুন। দেখ্‌বেন এতে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হবেন।

শুভ। কিন্তু প্রতারণা কি ক'রে কর্‌ব?—আমি প্রতারণা কর্‌ব? চির জীবন যা আমি ঘৃণা ক'রে এসেছি, যা আমার দুই চক্ষের বিষ, যার একটু গন্ধও আমার সহ্য হয় না, সেই জঘন্য প্রতারণাকে কিনা আমি এখন আমার অঙ্গের ভূষণ কর্‌ব—আমার চির জীবনের সঙ্গী কর্‌ব?—তা কি ক'রে হবে সূরজ?—আমি দেশের জন্য—মাতৃভূমির জন্য—ধর্ম্মের জন্য—আর সকল ক্লেশ সকল যন্ত্রণাকেই আলিঙ্গন কচ্চি, কিন্তু—কিন্তু—দেবতার ভাণ ক'রে লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করা—ছদ্মবেশ ক'রে লোকদের প্রতারণা করা—ওঃ কি জঘন্য—কি জঘন্য——

সূরজ। সে কথা সত্যি—প্রতারণাটা যে বড় ভাল কাজ তা আমি বল্‌চি নে—কিন্তু এ ভিন্ন যখন আর কোন উপায় নেই, তখন কি কর্‌বেন বলুন—মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কখন কখন হীন উপায়ও অবলম্বন কর্‌তে হয়—তা না কর্‌লে চলে কৈ?—তীর্থস্থানে

পৌঁছতে গেলে কখন কখন পঙ্কিল পথ দিয়েও চল্‌তে হয়—তা বলে এখন কি কর্‌বেন—এ যদি না কর্‌তে পারেন তবে আর কেন—সে সঙ্কল্প ত্যাগ করুন—যেমন অন্য দশ জনে জড়পিণ্ড পাষাণের ন্যায় সকল অত্যাচারই সহ্য ক'রে আছে—তেমনি আসুন আমরাও সহ্য ক'রে থাকি। তাদেরই বা অপরাধ কি?—তারা দেশের চেয়ে প্রাণকে বেশি ভাল বাসে—তাই তারা দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন কর্‌তে পার্‌চে না—আপনি অত্যাচারের চেয়ে প্রতারণাকে বেশি ঘৃণা করেন—আপনিও দেশের জন্যে এই ঘৃণাকে অতিক্রম কর্‌তে পার্‌চেন না। শুধু তাদের দোষ কি?—সকলেই এই রকম ক'রে থাকে। যার যাতে বেশি কষ্ট—সে সে-কষ্ট দেশের জন্য স্বীকার কর্‌তে চায় না। আসল কথাই এই। না হ'লে, মুখে জারিজুরি কর্‌তে তো সকলেই পারে।

শুভ। (কিয়ৎকাল চিন্তার পর)—আচ্ছা সুরজ, আমি দেশের ন্য তাও কর্‌ব।

সুরজ। এখন তবে আমার মৎলবটা শুনুন—প্রথমত দেবতার াণ ক'রে কতকগুল লোককে হস্তগত কর্‌তে হবে, তার পর সেই াকদের নিয়ে বর্দ্ধমান-রাজের কোষাগার লুঠ কর্‌তে হবে—সম্রাট ারংজীবের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ কর্‌তে গেলে বিলক্ষণ অর্থের াবশ্যক, এই উপায়ে অর্থ সংগ্রহ হ'লে যুদ্ধের আয়োজন অনায়াসেই তে পার্‌বে।

শুভ। বর্দ্ধমান রাজের কোষাগার লুঠ?—দস্যুবৃত্তি? তার

চেয়ে তাঁর নিকটে গিয়ে আমাদের মহৎ উদ্দেশ্য ব্যক্ত ক'রে বলি না কেন, তিনি একজন হিন্দুরাজা, তিনি কি আমাদের এই মহৎ কার্য্যে সাহায্য কর্‌বেন না?—যদি না করেন তখন আমরা প্রকাশ্য-রূপে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌ব।

সুরজ। মহাশয় বলেন কি—ও কথা মনেও আন্‌বেন না। তা হ'লে সমস্ত কার্য্যই বিফল হয়ে যাবে। বর্দ্ধমান-রাজ যদি এর বিন্দুবিসর্গও জান্‌তে পারেন তা হ'লে তিনি এখনি সম্রাটের প্রতিনিধিকে সংবাদ দেবেন। বর্দ্ধমান-রাজ সম্রাটের অত্যন্ত বিনীত অনুগত দাস তাকি আপনি জানেন না?—এখন আমাদের সঙ্কল্পের কেবল মাত্র অঙ্কুর দেখা গিয়েছে, এখন একটু গোপন ভাবে কাজ না কর্‌লে সে অঙ্কুর কখনই ফলে পরিণত হবে না।

শুভ। হাঁ তা সত্য কিন্তু প্রতারণা ছদ্মবেশ—

সুরজ। মহাশয় আবার সেই কথা? আপনার দ্বারা এ কাজ তবে হ'বে না—এত অল্পতেই আপনার সঙ্কোচ—এত অল্পতেই আত্ম-গ্লানি—স্ত্রীলোকের ন্যায় অমন কোমল-প্রকৃতির দ্বারা অমন কঠোর কাজ কখনই সাধন হ'তে পারে না। অন্য লোক থাক্‌তে দেবতারা বেচে বেচে কেন যে আপনার উপরেই এই কঠিন কার্য্যের ভার দিয়েছেন তা বুঝ্‌তে পাচ্চিনে। আজ জান্‌লেম দেবতাদেরও কখন কখন ভ্রম হয়। আপনার দ্বারা কোন কাজ হবে না—মাঝ থেকে আমরা হাস্যাস্পদ হব। হাঁ যদি কোন নীচ কাজের জন্য, নিজের স্বার্থের জন্য এসব কর্‌তে হত—হাঁ তা হ'লে সঙ্কোচ হতে

পার্‌ত—আত্মগ্লানি হতে পার্‌ত—কিন্তু এমন মহৎ কাজ—দেশের জন্য—মাতৃভূমির জন্য—ধর্ম্মের জন্য—এতেও আবার সঙ্কোচ?—এতেও আবার আত্মগ্লানি? না—আমি আর এতে নেই—আমি মশায় বিদায় হলেম। (গমনোদ্যত।)

শুভ। না না না স্বরজ যেও না, তাই হ'বে। এখন কি কর্‌তে হবে বলো।

স্বরজ। আর কিছুই কর্‌তে হবে না—আপনাকে দেবতার মত সাজ্‌তে হবে—কপালে একটা কৃত্রিম চোক বসাতে হবে—সেটা খুব জল্‌তে থাক্‌বে—আমি ওলন্দাজদের কারখানায় কাজ কর্‌তুম—অনেক রকম দ্রব্যের গুণাগুণ জানি—সে সব আমি সাজিয়ে দেব, তার জন্য কোন চিন্তা নাই—আর আমি অপনার ভক্ত সাজ্‌ব।

শুভ। তার চেয়ে তুমি দেবতা সাজো না কেন—আমি তোমার ভক্ত সাজ্‌ব।

স্বরজ। তা হ'লে মনে ক'চ্চেন বুঝি প্রতারণার বোঝা আপনার কাঁধ থেকে অনেকটা নেবে যাবে- কিন্তু তা নয় বরং উল্টো। আপনি তো মৌন হয়ে বসে থাক্‌বেন, লোক ভোলাবার জন্য আমারি নানা কথা কইতে হবে। তা ছাড়া আপনার ন্যায় দিব্যশ্রী পুরুষেরই দেবতা সাজা প্রয়োজন। না হ'লে ভক্তির উদয় হবে কেন?

শুভ। আচ্ছা তবে তাই। তার পর কি কর্‌তে হবে বল।

স্বরজ। আমি কতকগুল ভাল ভাল অষুধ জানি—তাতে অনেক দুরারোগ্য রোগ আরাম হয়—সেই সকল ঔষধে কারও কারও

রোগ আরাম হ'লেই আপনার নাম খুব রাষ্ট্র হবে—দেশ বিদেশ থেকে লোক এসে আপনার পূজা কর্‌বে, আপনার আজ্ঞাবহ সেবক হবে, তখন তাদের যা বল্‌বেন তারা তাই কর্‌বে। সেই সব লোকজন নিয়ে বর্দ্ধমান-রাজার কোষাগার লুঠ কর্‌তে হবে।—কোষাগার লুঠ ক'রে ধন সঞ্চয় হ'লে তার পর সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন। আপাততঃ বর্দ্ধমান রাজার কোষাগার লুঠ করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

শুভ। বুঝ্‌লেম। কিন্তু রাজকোষ লুঠ করা তো সহজ নয়; রাজবাটীর ধনরত্ন খুব প্রচ্ছন্ন স্থানে প্রোথিত থাকে, প্রাসাদ মধ্যে প্রবেশ কর্‌লেই তো তার সন্ধান পাওয়া যায় না।

স্বরজ। সে কথা সত্যি—বিশেষতঃ বর্দ্ধমানের রাজার ধনরত্ন যেখানে থাকে শুনেছি সে অতি গুপ্ত স্থান—একটা সুরুঙ্গ পথে পাতালপুরীর ন্যায় এক স্থানে যেতে হয়—তার পথ গোলোকধাঁধার মত অতি জটিল—শুনেছি সে পথ আর কেউ জানে না, কেবল বর্দ্ধমান-রাজার দুহিতা সেই পথের সন্ধান জানে। তাকে হস্তগত করা দরকার।

শুভ। বর্দ্ধমানের রাজকুমারীকে হস্তগত কর্‌তে হবে! তাও কি কখন সম্ভব?—এ তোমার অত্যন্ত অসম্ভব কল্পনা।

স্বরজ। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—তার উপায় ক্রমে হবে। রহিম খাঁ নামে একজন আফগান সর্দ্দারের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব আছে, সে বর্দ্ধমান-রাজকুমার জগৎরায়ের মোসাহেব—তার কাছ

থেকে রাজবাটীর অনেক সংবাদ আমি পাই—শুনেছি রাজকুমারী বাতিকগ্রস্তা—রাজবাটী থেকে বেরিয়ে পথে ঘাটে বনে বাদাড়ে যেখানে সেখানে বেড়িয়ে বেড়ায়—তাকে হস্তগত করা তাই মনে হ'চ্চে নিতান্ত অসম্ভব নয়। রহিম খাঁ আমাদের দলভূক্ত হতে চায়—সে আমাদের সহায় থাক্‌লে অনেক বিষয়ে সুবিধা হ'তে পারে।

শুভ। রহিম খাঁ ?—একজন মুসলমান ?—সে আমাদের দলভুক্ত হবে ?—তুমি বল কি সুরজ ?

সুরজ। সে বিষয়ে কোন ভয় নেই। মুসলমান বটে—কিন্তু তার স্বার্থ আছে—তার স্বার্থ হ'চ্চে মোগল রাজত্ব ধ্বংশ ক'রে তার স্থানে পাঠান সাম্রাজ্য পুনঃস্থাপন করে—আর সে অবশেষে সমস্ত ভারতবর্ষের সম্রাট হয়।

শুভ। তুমি কি বল্‌তে চাও তার দ্বারা কাজ সিদ্ধ ক'রে নিয়ে তার পর তাকে তাড়িয়ে দিতে হবে—কাজের সময় তাকে বন্ধু বলে স্বীকার ক'রে তার পর কাজ সমাধা করে তাকে বিদায় করে দেওয়া ?

সুরজ। আবার আপনার সেই সব সঙ্কোচ ? এই মাত্র আপনি বল্লেন এই মহৎ কার্য্য সিদ্ধ করবার জন্য সদসৎ কোন উপায় অবলম্বন করতে আপনি সঙ্কুচিত হবেন না—আবার সেই কথা ?—রহিমের কাছ থেকে আর কোন প্রত্যাশা নেই, তার কাছ থেকে রাজবাটীর অনেক সন্ধান পাওয়া যাবে।

শুভ। আচ্ছা—আচ্ছা। তবে তাই।

সূরজ। এই সময় রহিম খাঁর আস্‌বার কথা ছিল, এখনও যে আস্‌চে না?—

শুভ। রহিম খাঁ?—

সূরজ। হাঁ আপনার সঙ্গে দেখা কর্‌তে আস্‌বে বলেছিল।—এই যে সে আস্‌চে।

(রহিম খাঁর প্রবেশ।)

সূরজ। বন্দেগি খাঁ সাহেব।

রহিম। বন্দেগি, বন্দেগি। মেজাজ সরিফ্?—

সূরজ। আপনার আশীর্ব্বাদে একরকম ভাল আছি। (শুভ সিংহের প্রতি) ইনি আমাদের খাঁ সাহেব, বড় ভাল লোক, উনি পরচর্চ্চায় থাকেন না—কারও নিন্দাবাদ করেন না—কেবল আপনার ধর্ম্ম নিয়েই আছেন—

রহিম। আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ আলাপ ছিল না বটে কিন্তু আপনার আমি সমস্তই জানি। আপনার প্রপিতামহ রঘুনাথ সিং প্রথমে বাঙ্গালা দেশে এসে বাস স্থাপন করেন, তার পর তাঁর পুত্র আপনার পিতামহ কানাই সিং চিতোরার তালুক ক্রয় করেন—তাঁর দেনায় চিতোরা তালুক বিক্রি হয়ে যায়—বর্দ্দার ফতে সিং ক্রয় করে—তার পর সে ম'রে গেলে তার ছেলে বীর সিংহের কাছ থেকে আপনার পিতা দুর্লভ সিং আবার ঐ মহল ক্রয় ক'রে পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধার করেন।

সুর। আঃ! এ যে চোদ্দ পুরুষের শ্রাদ্ধ কর্‌তে বস্‌ল!

শুভ। মহাশয়, আমার পিতার নাম তো দুর্লভ সিং নয়, তাঁর নাম দুর্জ্জয় সিং।

রহিম। আপনি তবে জানেন না, তাঁর আসল নাম দুর্জ্জয় সিং ছিল বটে কিন্তু লোকে তাঁকে দুর্লভ সিং বলে ডাক্‌ত।

শুভ। তা হবে।

সুর। আপনার দেখ্‌ছি কিছুই অজ্ঞাত নেই—এত খবর আপনি কোথা থেকে পান আমি ভেবে পাচ্চিনে, একি সাধারণ ক্ষমতার কর্ম্ম?

রহিম। (সন্তুষ্ট হইয়া ঈষৎ হাস্য সহকারে) এমন কি জানি, তবে কি না বেঁচে থাক্‌লেই কিছু কিছু জান্‌তে পারা যায়।

সুর। রাজবাটীর সংবাদ কি মশায়?

রহিম। রাজবাটী?—কোন্ রাজবাটী?—ওঃ! আমাদের বর্দ্ধমানের জমিদারের বাড়ি? আপনারা বুঝি রাজবাটী বলেন?—ও! আঃ সে কথা বোলো না—জমিদার কৃষ্ণরাম আমাকে অনেক ক'রে বোলে পাঠায় যে জগতের কিছু সহবৎ শিক্ষা হচ্চে না—সে যদি তোমার সঙ্গে কিছু কাল থাকে তো সে আদব কায়দা অনেক শিখ্‌তে পারে—তা ভদ্রলোকের ছেলে বোয়ে যায়—মনে কর্‌লুম যদি কিছু কাল তার সঙ্গে থাকি তো তার অনেক উপকার হয়। পরোপকারের চেয়ে কি আর ধর্ম্ম আছে?—পরের উপকার করাই আমার জীবনের একমাত্র ব্রত। না হ'লে, আমার পাঠান রাজবংশে জন্ম, জমিদারের সঙ্গে কি আমি একত্র বসতে পারি?

২

সুর। (শুভসিংহের প্রতি) আমি তো আপনাকে বলেছিলুম উনি কেবল পরোপকার নিয়েই আছেন। এমন সৎ লোক মশায় আর দেখা যায় না।

রহিম। আপনি জমিদারের বাড়ির খবর জিজ্ঞাসা কচ্ছিলেন?—জগৎ কিছু লোক মন্দ নয়—তবে কি না একেবারে বোয়ে যাচ্ছিল ভাগ্যিস্ আমি ছিলুম তাই চরিত্রটা শুধ্‌রে এসেছে—জমিদার কৃষ্ণরামের কথা আর বোলো না—সেটা নিতান্ত নির্ব্বোধ, পাগল বল্লেও হয়—আর তার একটা মেয়ে আছে—সেটা পাগ্‌লির মত কোথায় যে বেড়িয়ে বেড়ায় তার ঠিক্ নেই—লোকে বলে পাগ্‌লি—কিন্তু আমি জানি সে কি উদ্দেশে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়—

সুর। তার চরিত্র সম্বন্ধে কি কিছু গোল আছে না কি?

রহিম। সে কথায় কাজ কি?—আমি পরচর্চ্চা কর্‌তে ভাল বাসিনে। তবে তোমরা নিতান্তই খবর শুন্‌তে চাইলে তাই দুই একটা কথা বল্লুম।—বর্দ্ধমান জমিদারের আরম্ভ কোথা থেকে হ'ল জান?—

সুর। না খাঁ সাহেব। (স্বগত) এইবার বুঝি আবার কুলচি আওড়ায়।

রহিম। আবু রায় জাতিতে কর্পূর ক্ষত্রিয়, বর্দ্ধমান জমিদার বংশের আদি। পঞ্জাব থেকে বাঙ্গালা দেশে এসে বর্দ্ধমানে সে বসবাস করে—১০৬৮ আমাদের মুসলমান অব্দে, চাকলা-বর্দ্ধমানের ফৌজদারের অধীনে বর্দ্ধমান সহরের অন্তর্ভূত পেকাবি বাগানের চৌধুরী

ও কোতোয়াল পদে সে নিযুক্ত হয়—তার ছেলে বাবু রায়; সে বর্দ্ধমান পরগণা ও আর তিনটে পরগণার মালিক—তার ছেলে ঘনে-শ্যাম রায়, তার ছেলে কৃষ্ণরাম রায়।

সুর। (স্বগত) আর তো পারা যায় না—আসল কাথায় আসা যাক—(প্রকাশ্যে) আপনার সঙ্গে যে কথা হয়েছিল তা তো ঠিক্ আছে?——

রহিম। তোমাকে যখন একবার কথা দিয়েছি তখন কি আর নড়চড় হ'তে পারে?—"মরদ্ কি বাৎ হাঁতিকা দাঁত"—আমার ওতে কিছুই স্বার্থ নেই—তবে আওরংজীব হিন্দুদের উপর যে রকম অত্যা-চার ক'চ্চে তা দেখে আমার বড়ই কষ্ট বোধ হয়েছে—তোমাদের উপকারের জন্যই আমি এই কার্য্যে ব্রতী হ'য়েছি।

সুর। বাস্তবিক খাঁ সাহেবের মত এমন নিস্বার্থ পরোপকারী লোক আমি কোথাও দেখি নি। বাঃ বাঃ! খাঁ সাহেব—আপনার তলোয়ারটি তো অতি চমৎকার দেখ্‌ছি—অনেক অনেক তলোয়ার দেখিছি বটে কিন্তু এমন তলোয়ার অমি কখন দেখি নি। বাঃ চমৎকার!—

রহিম। (একটু মুচ্‌কি হাসিয়া) কত মূল্য আন্দাজ কর্ দিকি।

সুর। আমার তো বোধ হয় দশ হাজার টাকার কম নয়।

রহিম। (হাস্য করিয়া) দশ টাকায় আমি কিনিচি।

সুর। বল কি খাঁ সাহেব—এত স্বস্তা?—এযে মাটির দর!

রহিম। আমার বাড়িতে যে তলোয়ার আছে তার দাম দশ

হাজার কি—ত্রিশ হাজার টাকার কম নয়।—তবে এটা খুব সস্তায় পেলুম বলে কিন্‌লুম।—এই তলোয়ারে আমি ৫০০, লোক এক রোখে কেটেছি!

সুর। সেও বোধ হয় পরোপকারের জন্য?

রহিম। পরোপকারের জন্য বৈ কি—একজন লোকের বাড়িতে—৫০০, ডাকাৎ পড়েছিল—আমি একলা ৫০০, লোককে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে কেটে সেই ভদ্রলোকের উপকার করি।

সুর। (স্বগত) যেখানে মুসলমান থাকে সেখানকার বাতাসও যেন আমার বিষতুল্য বোধ হয়। (প্রকাশ্যে) ওঃ! খাঁ সাহেবের কি সাহস!

রহিম। আমাকে তোমাদের সেনাপতি কর না—দেখ্‌বে আওরংজীবকে সপ্তাহের মধ্যে সিংহাসন-চ্যুত কর্‌ব। "কেয়া বড়ি বাৎ হ্যায়" (গুম্ফ মোচড়ায়ন)

সুর। আগে খাঁ সাহেব এই লুঠের কাজটা তো উদ্ধার হোক তার পর——

রহিম। আচ্ছা আর একদিন এসে তবে তা স্থির কর্‌ব। আজ চল্লেম, বন্দেগি!

শুভ। } বন্দেগি।
সুর। }

সূরজ। রাম বাঁচ্‌লেম!

রহিম। বেশ এদের বুঝিয়ে দিয়েছি—হিন্দুদের বোঝাতে

কতক ক্ষণ ?—এই বিদ্রোহে যদি মোগল রাজত্ব যায়, তখন এই তৃণভোজী হিন্দুদের জয় কর্‌তে কতক ক্ষণ ?

(রহিম খাঁর প্রস্থান।)

শুভ। স্বরজ—আমি তবে সমস্ত উদ্যোগ করি গে।

স্থর। হাঁ আপনি অগ্রসর হোন। (স্বগত) রহিম খাঁ মনে কর্‌চে সে বড় খেলা খেল্‌চে—জানেনা তার চেয়েও একজন বড় খেলোয়াড় আছে !

(স্থরজের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজসভা।

রাজা কৃষ্ণরাম, আনন্দরাম ও

কতিপয় পণ্ডিত।

রাজা। নারদ যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন—

"সন্তুষ্টস্য নিরীহস্য স্বাত্মারামস্য যৎ সুখং

কুতস্তৎ কামলোভেন ধাবতোঽর্থেস্পয়া দিশঃ"

যিনি সন্তুষ্টচিত্ত, চেষ্টাহীন, এবং আত্মানন্দ সম্ভোগে রত তাঁহার যে সুখ, যাহারা অভীষ্ট লোভে ধনোপার্জ্জনের নিমিত্ত দিকে দিকে ধাবিত হয় তাদের সে সুখ কোথায় ?

আনন্দ। মহারাজ শুধু অর্থের উপার্জ্জনে কেন, রক্ষণেও ক্লেশ। পঞ্চদশীকর্ত্তা লিখেছেন——

"অর্থানামর্জ্জনে ক্লেশস্তথৈব পরিরক্ষণে—

নাশে দুঃখং ব্যয়ে দুঃখং ধিগর্থান্ ক্লেশকারিণঃ"—

বল্‌চেম:—অর্থের অর্জ্জনে ক্লেশ, পরিরক্ষণে ক্লেশ, নাশে দুঃখ, ব্যয়ে দুঃখ—এমন যে ক্লেশকারী অর্থ তাকে ধিক্।

একজন পণ্ডিত। তত্ত্ববাগীশ মহাশয়—ওর মধ্যে একটা কথা আছে—অর্থের ব্যয় মাত্রেই যে দুঃখ শাস্ত্রের এরূপ অভিপ্রায় নহে—ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সৎপাত্রে দান কর্‌লে সুখও আছে—দানাৎ পরতরং নহি—

আনন্দ। সে কথা সত্য। তবে কি না, বশিষ্ঠ দেব বলেছেন—

"নচ ত্রিভুবনৈশ্বর্য্যান্ন কোষাদ্রত্নধারিণঃ
ফলমাসাদ্যতে চিত্তাৎ যন্মহত্ত্বোপবৃংহিতং"

মহা চিত্তসম্পন্ন ব্যক্তির নিজ চিত্ত হইতে যে ফল লাভ হয়, অপর ব্যক্তির রত্নপূর্ণ ভাণ্ডার এবং ত্রিভুবনের ঐশ্বর্য্য লাভেও তাদৃশ ফল লাভ হয় না।

একজন পণ্ডিত। তবে কি আপনি বলেন—মহারাজ এই সমস্ত সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হয়ে সমস্ত ঐশ্বর্য্য-বাসনা পরিত্যাগ করে নিশ্চেষ্ট হয়ে থাক্‌বেন। গৃহী ব্যক্তির পক্ষে কার্য্য পরিত্যাগ কখন সম্ভবপর নয়। নারদ ঋষি যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন—

গৃহস্থস্য ক্রিয়াত্যাগো ব্রতত্যাগো বটোরপি
তপস্বিনো গ্রামসেবা ভিক্ষোরিন্দ্রিয়লোলতা
আশ্রমাপসদাহ্যেতে খল্বাশ্রমবিড়ম্বকাঃ।

গৃহস্থের ক্রিয়াত্যাগ, ব্রহ্মচারীর ব্রতপরিত্যাগ তপস্বীর গ্রামে বাস এবং সন্ন্যাসীর ইন্দ্রিয়চাপল্য এই সকল আশ্রমের বিড়ম্বনা।

আনন্দ। তর্কালঙ্কার খুড়ো থামো, সে সব জানা আছে। ভগবান শিব বলেছেন—

সমাপ্যাহ্নিককর্ম্মাণি স্বাধ্যায়ং গৃহকর্ম্ম বা
গৃহস্থোনিয়তং কুর্য্যান্নৈব তিষ্ঠেন্নিরুদ্যমঃ।

কোন্ শাস্ত্র আমার জানা নেই যে তুমি আমার সঙ্গে তর্ক করতে এসো। তুমি তো হরিনাথ ভট্টাচার্য্যের সন্তান—তোমার বিদ্যা বুদ্ধি আমি কি না জানি।

তর্ক। তত্ত্ববাগীশ মহাশয় রাগবেন না—শাস্ত্র বিষয়ে বাক্যালাপ হচ্চে, এতে ক্রোধের কোন কারণ নেই!

আনন্দ। ক্রোধের কোন কারণ নেই? আমার কথাটা শেষ না কর্‌তে কর্‌তেই তুমি কি না আর একটা কথা নিয়ে এলে! ক্রোধের কোন কারণ নেই?

রাজা। তোমরা থাম, মিথ্যা কলহে কোন ফল নেই—আমি মীমাংসা করে দিচ্চি। ঋষিবর অগস্ত্য বলেছেন—

সকল পণ্ডিত। থামুন থামুন, মহারাজ বল্‌চেন—আহা মহারাজের কথা অমৃত-সমান—আহা অমন পণ্ডিত কি আর ভূভারতে আছে—শাস্ত্র-জ্ঞানে স্বয়ং রাজর্ষি জনক।

রাজা। উভাভ্যামেব পক্ষাভ্যাং যথা খে পক্ষিণাং গতিঃ।
তথৈব জ্ঞান কর্ম্মাভ্যাং জায়তে পরমং পদং॥

কেবলাৎ কর্ম্মণো জ্ঞানান্নহি মোক্ষোঽভিজায়তে
কিন্তু তাভ্যাং ভবেন্মোক্ষঃ সাধনন্তূভয়ং বিদুঃ।

হে সুতীক্ষ্ণ! যেরূপ পক্ষিগণ উভয় পক্ষ দ্বারা আকাশ-পথে বিচরণ করে সেইরূপ জীবগণ জ্ঞান ও কর্ম্ম এই উভয়কে অবলম্বন ক'রে ক্রমে ভগবানের পরম পদ লাভ কর্‌তে সমর্থ হয়, অতএব—

মন্ত্রীর প্রবেশ।

মন্ত্রী। মহারাজ! সমূহ বিপদ উপস্থিত!

রাজা। স—মূ—হ—বিপদ—আচ্ছা বেশ—কি কথা বল্‌ছিলেম? হ্যাঁ—অতএব—অতএব কেবল মাত্র জ্ঞান সাধন কিম্বা——

মন্ত্রী। মহারাজ রাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত।

রাজা। আঃ থামনা মন্ত্রি, বিদ্রোহ পরে হ'বে—কেবল মাত্র জ্ঞান সাধন কিম্বা কর্ম্ম সাধন——

মন্ত্রী। মহারাজ বিদ্রোহ হ'বে কি—হয়েছে—

রাজা। কেবল মাত্র জ্ঞান সাধন কিম্বা কর্ম্ম সাধন দ্বারা বিদ্রোহ, ওঁ বিষ্ণু—মুক্তি—হয় না—জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ই মুক্তির সাধন—কিন্তু যাই হোক্ গোড়ায় যে কথা উত্থাপিত হয়েছিল তার এতে মীমাংসা হ'ল না—সেটা হচ্চে এই—(চিন্তা)——

মন্ত্রী। এই পণ্ডিতগুল মিলে মহারাজের বিষয়-বুদ্ধি একেবারে নষ্ট করে দিয়েছে—রাতদিনই শাস্ত্রালোচনা—এদিকে যে রাজ্য

ছারখার হ'য়ে যায় সে দিকে দৃষ্টি নাই—যে রকম অন্যমনস্ক—এখন রাজকার্য্যে মনোযোগ করান তো আমার কর্ম্ম নয়—যাই রাজকুমার জগৎরায়কে ডেকে দি।

(মন্ত্রীর প্রস্থান।)

রাজা। কথা হচ্ছিল—ধন ঐশ্বর্য্যে মনুষ্য সুখী না তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনায় মনুষ্য সুখী হয়— পঞ্চদশীকর্ত্তা শ্রীমদ্ভারতী তীর্থ মুনি পরিতৃপ্ত ভূপতির সুখের সহিত আত্মজ্ঞ ব্যক্তির সুখের তুলনা ক'রে এইরূপ বলেছেন,

যুবা রূপী চ বিদ্যাবান্নীরোগো দৃঢ়চিত্তবান।
সৈন্যোপেতঃ সর্ব্বপৃথ্বীং বিত্তপূর্ণাং প্রপালয়ন্॥
সর্ব্বৈর্মানুষ্যকৈর্ভোগৈঃ সম্পন্ন স্তৃপ্ত ভূমিপঃ
যমানন্দমবাপ্নোতি ব্রহ্মবিচ্চ তমশ্নুতে।

ভূপতি যুবা রূপবান, বিদ্বান্, নীরোগ, বুদ্ধিমান ও বহু সৈন্য বিশিষ্ট হয়ে, বিত্তপূর্ণ সসাগরা পৃথিবী শাসন পূর্ব্বক যে আনন্দ উপভোগ করে তত্ত্বজ্ঞানী সতত—

জগতরায়ের প্রবেশ।

জগৎ। মহারাজ সর্ব্বনাশ হয়েছে।

মহারাজ। তত্ত্বজ্ঞানী সতত তা উপভোগ করেন।

জগৎ। তত্ত্ববাগীশ মহাশয় আপনার দলবল নিয়ে এথনি প্রস্থান করুন—নচেৎ (তরবারিতে হস্ত প্রদান) এখন শাস্ত্রালোচনার সময় নয়, এখন কার্য্যের সময় উপস্থিত—

(পণ্ডিতগণের দ্রুত প্রস্থান।)

মহারাজ। কি হয়েছে? কি হয়েছে? ব্যাপার টা কি?—তত্ত্ববাগীশ তুমি যাও কোথায়?—আরে তর্কালঙ্কার তুমি কোথায়—সবাই গেলে?—একটু শাস্ত্রালোচনা করা যাচ্ছিল—

জগৎ। মহারাজ বেয়াদবি মাপ করবেন এই কি শাস্ত্রালোচনার সময়? এমন বিপদ উপস্থিত—

রাজা। (চমকিত হইয়া)—কি বল্লে? বিপদ উপস্থিত? কি বিপদ?

জগৎ। আজ্ঞা বিদ্রোহ।

রাজা। বিদ্রোহ! (উঠিয়া ব্যস্তসমস্ত ভাবে) কি সর্ব্বনাশ! বিদ্রোহ! আগে আমাকে কেউ বলেনি কেন?—কেন বলে নি? (উচ্চৈঃস্বরে) মন্ত্রি!—মন্ত্রি!—রক্ষকগণ! কে আছিস্ ওখানে—কি আশ্চর্য্য—মন্ত্রী সময়ে আমাকে কোন কথা বলে না—আমি কি রাজ্যের কেউ নই?—মন্ত্রি! রক্ষকগণ!

রক্ষক। আজ্ঞা মহারাজ।

জগৎ। মহারাজ আমি মন্ত্রীকে ডেকে আন্‌চি—

(জগতের প্রস্থান।)

মন্ত্রীর প্রবেশ।

রাজা। মন্ত্রি।

মন্ত্রী। মহারাজ।

রাজা। রাজ্যে একটা বিদ্রোহ উপস্থিত—আমি কোন সংবাদ পেলুম না? এ কি রকম তোমার কার্য্যের রীতি?

মন্ত্রী। মহারাজ! সে কি কথা? এই কিছু ক্ষণ পূর্ব্বে আমি মহারাজকে এসে সংবাদ দিলেম—মহারাজ শাস্ত্রে এত দূর মগ্ন ছিলেন যে আমার কথা বোধ হয় একেবারেই অবধান হয় নি—তখন জ্ঞান ও কর্ম্ম নিয়ে কি আলোচনা হচ্ছিল—

রাজা। হাঁ বটে বটে, তুমি এসেছিলে বটে, কিন্তু বিদ্রোহের কথা কি কিছু হয়েছিল? আচ্ছা আচ্ছা তোমার কোন দোষ নেই—আচ্ছা বেশ বেশ—ভাল, কি হ'য়েছে বল দেখি?—কি সর্ব্বনাশ! (মন্ত্রীর হস্ত ধরিয়া) দেখ মন্ত্রি যদি কখন তোমাদের উপর কঠোর হই, তো কিছু মনে করো না। আমার মতির স্থির নাই। মহিষীর পরলোক প্রাপ্তির পর সংসারে আর আমার আস্থা নেই—এখন শাস্ত্রালোচনা করেই আমি বেঁচে আছি। আমার তো এই দশা, আমি মনে করেছিলুম জগৎ আমার মুখ উজ্জ্বল কর্‌বে, আমার বংশের নাম রাখ্‌বে—কিন্তু সে আশাতেও নিরাশ হয়েছি—তত্ত্ববাগীশের কাছে নীতিশাস্ত্র শিক্ষা কর্‌বার জন্য এত করে তাকে বল্লুম—কিন্তু সে তাতে কিছুমাত্র মনোযোগী হয় না—কেবল শীকার—কেবল কুস্তি—কেমন একরকম

গোঁয়ার হ'য়ে পড়েছে—তারপর আমার মেয়েটি—তাকে যে আমি কি ভাল বাসি তা তুমি জান না—সংসারে যদি কিছু আমার মমতা থাকে তো সে স্বপ্নময়ীর উপর—ইচ্ছে করে তাকে আমি অষ্টপ্রহর বুকে ক'রে রেখে দি—তাকে দেখ্‌তে পেলে আমার শাস্ত্র পর্য্যন্ত ভুলে যাই—কিন্তু তাকে আমি প্রায় দেখ্‌তে পাই নে—যদি বা দেখা হয়—দশবার একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌লে তার একটা উত্তর দেয়—রাত দিন অন্য-মনস্ক হ'য়ে থাকে, আপনা আপনি কি হাত নাড়ে—শূন্যের সঙ্গে কি কথা কয়—কি ভাবে—কি দেখে কিছুই বুঝ্‌তে পারি নে—আবার এক এক সময়ে দেলকোষা বনে একলা চলে যায়—প্রায়ই সেই খানে থাকে—কি করে বল্‌তে পারি নে—কেউ তাকে ধরে রাখ্‌তে পারে না—কেমন এক রকম বুনো হয়ে গেছে। বিবাহের বয়স হ'য়েছে—কতবার বিবাহের দিন স্থির হয়েছে—সমস্ত উদ্যোগ হয়েছে—বিবা-হের দিন সে যে কোথায় পালায় কেউ তার সন্ধান পায় না—তুমি তো সব জান মন্ত্রি—এই সব নানা কারণে সংসারের উপর আমার অত্যন্ত ধিক্কার হ'য়েছে।

মন্ত্রী। মহারাজ আমি সব জানি—আপনি আমার প্রতি যতই কঠোর হোন্ না কেন আমি তাতে কিছুই মনে করি নে—মহারাজের ও রাজ্যের মঙ্গলই আমার একমাত্র কামনা। যুবরাজের সম্বন্ধে আপনি নিরাশ হবেন না। তাঁর যুবা বয়স—এই সময়—শারীরিক স্ফূর্ত্তি ও উদ্যমের সময়—শীকার ও ব্যায়াম চর্চ্চায় উপকার বই অপকার নাই—রাজ্যের ভার স্কন্ধে পড়্‌লেই আপনা হতেই ক্রমে

ক্রমে নীতিজ্ঞান জন্মাবে, নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন না কর্‌লেও বিশেষ ক্ষতি—

রাজা। শাস্ত্র অধ্যয়ন না কর্‌লেও ক্ষতি নাই—তুমি বল্‌চ মন্ত্রি?

মন্ত্রী। না মহারাজ তা নয়—আপাতত ক্ষতি হ'লেও ক্রমে তা সংশোধন হ'তে পারে—ক্রমে শাস্ত্রে মতি হ'তে পারে—এখনও তো বেশি বয়স হয় নাই। কিন্তু মহারাজ রাজকুমারী স্বপ্নময়ীকে একটু শাসন করা চাই—এত বড় মেয়ে হ'ল, কোন আব্রু নেই—অন্তঃপুর হ'তে স্বচ্ছন্দে কোথায় চলে যায়—রাজবংশে এরূপ ঘটনা তো কখন শুনিনি।

রাজা। থাক্ থাক্ মন্ত্রি ও সব কথা থাক্—ও সব কথা থাক্—বিদ্রোহের ব্যাপারটা কি বল দিকি?—তুমি যখন রয়েছ তখন আমার আর কিছুই ভয় নেই, ও রকম কত বিদ্রোহ হ'য়ে গেছে, আবার তোমার কৌশলে সমস্ত নিবৃত্তি হয়েছে।

মন্ত্রী। মহারাজ, এ ক্ষুদ্র প্রজা-বিদ্রোহ নহে।—চিতোয়া ও বর্দ্দার তালুকদার শুভসিংহ সম্রাট্ আরঙ্গজীবের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছে।

মহা। সম্রাটের বিরুদ্ধে? ক্ষুদ্র একজন তালুকদার দুর্দ্দান্ত-প্রতাপ সম্রাট্ আরঙ্গজীবের বিরুদ্ধে?—কি হাস্যকর ব্যাপার! তা হ'লে নিশ্চিন্ত হ'য়ে এখন আমি শাস্ত্রালোচনা কর্‌তে পারি।

মন্ত্রী। না মহারাজ বড় লিশ্চিন্ত হবার বিষয় নয়। শুভসিংহ শুন্‌চি সমস্ত প্রজাদিগকে সম্রাটের বিরুদ্ধে উত্তেজিত ক'রে দিচ্চে—কিন্তু সে যে কোথায় আছে তার কোন সন্ধান পাচ্চিনে—সম্রাটের

বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হ'লে অনেক অর্থের আবশ্যক, সেই জন্য মহারাজের কোষাগার লুঠ ক'রে সেই অর্থে সমস্ত যুদ্ধের আয়োজন তারা করবে এইরূপ জনরব।

মহা। কি মন্ত্রি! আমার কোষাগার লুঠ হবে? সহর কোতোয়ালকে এখনি ডাক—আমার সেনাপতিকে ডাক—সবাইকে সতর্ক ক'রে দাও—সৈন্য সামন্ত সজ্জিত রাখো। দেখ যেন আয়োজনের কোন ত্রুটি না হয়।

মন্ত্রী। মহারাজ এ সব আয়োজনে অনেক অর্থের আবশ্যক—কোষাগার প্রায় শূন্য—মহারাজ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে যেরূপ অকাতরে মুক্ত হস্তে দান করেন তাতে———

রাজা। মন্ত্রি, তুমি যে অবধি কোষাগারের অপ্রতুলতা জানিয়েছ সেই অবধি তো আমি আর কাউকে দান করি নি।

মন্ত্রী। মহারাজ বোধ হয় বিস্মৃত হয়েছেন, তার পরেও মহেশ তর্কালঙ্কারকে দান করেছেন।

রাজা। আঃ সে দশহাজার টাকা বৈতো নয়। আর তাঁর পিতার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে। পিতার শ্রাদ্ধ, বল কি!—না দিলে ব্রাহ্মণের যে মান রক্ষা হয় না।

মন্ত্রী। তার পর মহারাজ গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য্যকে—

রাজা। আঃ সে কিছুই না—সে তো পাঁচ হাজার টাকা, আর তার যে রকম দায় উপস্থিত হয়েছিল, তুমি শুন্‌লে তুমিও কখন না দিয়ে থাক্‌তে পার্‌তে না।

মন্ত্রী। আর হরিনাথ ন্যায়রত্নকে—

রাজা। থাক্ থাক্ সে সব কথায় আর কাজ নেই—আচ্ছা মন্ত্রি এতো তোমারই দোষ, তোমাকে বারবার আমি বলিছি যে হাজার আমি হুকুম দি, আমার হুকুম তামিল কর্‌বে না—কোষাগারের অবস্থা বুঝে তোমরা টাকা দেবে। তা তোমরা তো কিছুতেই কর্‌বে না। এখন কি ক'রে এই সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ হয় বল দেখি?

মন্ত্রী। মহারাজ আর কি বল্‌ব সে আমারই দোষ বটে। মহারাজ সে সময় যে রকম তম্বি করেন তাতে ক্ষুদ্র দাসেরা কি না দিয়ে বাঁচ্‌তে পারে?

রাজা। যাক্ যাক্ সে কথা যাক্, এখন সমস্ত আয়োজন কর গে যাও।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা মহারাজ।

(মন্ত্রীর প্রস্থান।)

রাজা। আঃ সংসারের কি অত্যাচার! একটু কাকে কি দান করেছি তা নিয়েও এত কথা। আর পারা যায় না। যাই একটু শাস্ত্রালোচনা করি গে।

(রাজার প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

গ্রাম্যপথ।

কতকগুলি ইতর লোক।

১। তুমি কোথায় যাচ্চ ভাই?

২। ঠাকুরের কাছে।

১। আমিও ভাই সেই খানে যাচ্চি।

৩।৪। আমরাও সেই খানে যাচ্চি।

১। আহা ভাই সাক্ষাৎ ভগবান্। কি চেহারা, দেখ্‌লে মোহিত হয়ে যেতে হয়।

২। আর দেখেচ ভাই, দুটো চোক্ যেন আগুনের মত জ্বলে। আর কপালের একটা চোখ থেকে যেন আগুনের শিষ বেরোয়। এ নিশ্চয় কল্কী অবতার।

অন্য। সত্যি না কি?—সত্যি না কি?

২। সত্যি না তো কি! সে দিনকার একটা তামাসা তবে বলি শোনো।

সকলে। (আগ্রহ সহকারে তাকে ঘিরিয়া) কি ভাই হয়েছিল? কি ভাই হয়েছিল?

একজন। অত ভীড় কচ্চ কেন? কথাটাই শুন্‌তে দেও না হে—

আর একজন। তুমি একটু সর না।

আর একজন। তোমার কি কেনা জায়গা না কি?—আমি সর্‌ব কেন? বল না দাদা কি তামাসাটা হয়েছিল।

২। একটা ভাই ফিরিঙ্গি এসে ঠাকুরকে কি একটা ঠাট্টা কর্‌লে, ওরা তো ভাই ঠাকুর দেবতা মানে না, মনে করেছে বুঝি ও যে-সে ঠাকুর কিন্তু ঠাকুর না রাম না গঙ্গা কিছু না বোলে কেবল একবার তার মুখের পানে কট্ কট্ করে তাকালে, তা তোমায় বল্‌ব কি ভাই, অমনি তার মুখটা দাও দাও ক'রে জ্বলে উঠ্‌ল—ফিরিঙ্গিটা বাপ বাপ করে দে ছুট্—(সকলের হাস্য)—

১। ব্যাটা তো বড় জব্দ হয়েছে।

২। বড় চালাকি কর্‌তে এসেছিলেন।

১। তোমরা যে-কজন ছিলে, ধরে খুব ঠুকে দিলে না কেন?

২। ঠাকুরই যখন তাকে মার্‌লেন তখন আর আমরা মেরে কি কর্‌ব।

১। তা বটেই তো। কথায় বলে "মুখে আগুন," যখন মুখই পুড়ে গেল তখন আর বাকি রইল কি? মুখে আগুন। (সকলের হাস্য)

৩। তুমি ভাই দেখ্‌লে, দপ্ দপ্ করে মুখটা জ্বলে গেল?

২। দপ্ দপ্ করে বৈ কি—আমার পিসি সেখানে ছিল, একটু পরেই আমাকে বল্লে।

আর একজন। তা ওর পিসি কি আর মিথ্যা কথা কইবে? তার দরকার কি?

২। না ভাই আমি বড় কারও কথায় বিশ্বাস করি নে—পিসি কি, আমার বাপের কথাতেও বিশ্বাস হয় না—তবে ভাই মিথ্যা কথা বল্‌তে নেই, আমার পিসি আমাকে দূর থেকে দেখালে, দেখ্‌লুম বটে মুখের চার দিক্ থেকে ধোঁ বেরোচ্চে—আর এক-এক বার আগুন দপ্ দপ্ ক'রে জ্বলে উঠ্‌ছে।

১। তা তো হবেই, পিসি কি আর মিথ্যা কথা কবার লোক, কথায় বলে "বাপের বোন্ পিসি, ভাত কাপড় দে পুষি"।

৩। হ্যাঁরে, রেধো কেমন আছে?

৪। রেধোর গোদ ভাল হয়ে গেছে, দিব্যি ভাল হয়ে গেছে, যে দিন ভাল হ'ল, তার মা তাকে কোলে করে ধেই ধেই ক'রে নেত্তো, আঃ সে দেখেকে, মাগির যে আনন্দ—বুঝ্‌লে?

৫। তা কেন রাখালের মার চোখে ছানি পড়ে ছিল, কিছু দেখ্‌তে পেতো না—এখন বেশ দেখ্‌তে পায়——

১। আহা! ঠাকুরের কি মাহাত্তি!

২। আমি দেখেই চিনেছিলেম, লোকে বলে মোহন্ত মোহন্ত, আমি বল্লুম—মোহন্তের বাবাও এ-সকল কাজ কর্‌তে পারে না—এ স্বয়ং ভগবান।

১। আমিও ভাই চিনিছিলুম—

২। হাঁ এখন তো সবাই চিনেছে—গোড়ায় চিনেছিল কে? তোমরা তো সবাই বলিছিলি মোহন্ত।

২। এসো ভাই আর দেরি না—একটু পা চালিয়ে নেওয়া যাক্—ঠাকুরের ভোগের সময় হ'য়ে এল।

২। হ্যাঁ ভাই চল—কিন্তু ঠাকুরকে একজায়গা তো পাওয়া যায় না—আজ এখানে—কাল ওখানে—আবার খুঁজে নিতে হবে।

(সকলের প্রস্থান।)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

প্রান্তরবর্ত্তী বৃক্ষাচ্ছাদিত দীর্ঘিকার ঘাট—
ঘাটের চাতালে ব্যাঘ্র-চর্ম্ম—সম্মুখে
ধূপ ধূনা, পুরোহিত বেশে
সূরজ মল।

একজন ইতর লোকের প্রবেশ।

১ জন। আয় ইদিকে আয়—ইদিকে আয়—এই খানে ঠাকুরের আজ আসন পড়েছে রে—ঝপ্ ক'রে আয়— ঝপ্ ক'রে আয়।

অন্য ৫। ৭ জন ইতর লোকের প্রবেশ।

একজন স্ত্রী। (সুরজকে দেখিয়া)—আহা বাবার কি রূপ—

আর একজন। আরে মর মাগি—উনি তো পুরুত ঠাকুর—বাবা এখনও আসেন নি।

স্ত্রী। পুরুত ঠাকুর—আঃ তা বেশ, পুরুত ঠাকুরটিও দিব্যি—

একজন। উনি কি কম লোক—উনি একজন সিদ্ধ পুরুষ—

আর একজন। উনি দয়ার সাগর।

আর একজন। উনি আমাদের হ'য়ে বাবার কাছে কত বলেন।

একজন। বাবা কখন আস্‌বেন ঠাকুর?

সুর। কখন আস্‌বেন আমি কি ক'রে বল্‌ব—সকলই প্রভুর ইচ্ছা—আজ নাও আস্‌তে পারেন।

সকলে। আজ আস্‌বেন না?—আজ আস্‌বেন না?—আমরা যে ঠাকুর অনেক দূর থেকে এসেছি—

সুর। তোমাদের যদি ভক্তি অটল থাকে, তা হ'লে দেখা দিতেও পারেন।

সকলে। আমাদের ভক্তি নেই? আমরা দিবেরাত্তির তাঁকে ডাক্‌চি (উচ্চৈঃস্বরে) প্রভুগো আমাদের একবার দেখা দাও বাবা—

একজন। অনেক কষ্ট ক'রে আমরা এসেছি বাবা।

আর একজন। আমরা বড় কষ্ট পাচ্চি, আমাদের উদ্ধার কর বাবা।

একজন। মহাপ্রভুর জয়—বল্‌ বাবার জয়——

সকলে মিলিয়া। (অঙ্গুলি ঘুরাইয়া) মহাপ্রভুর জয়!—বাবার জয়।— 21637

একজন। ঠাকুর তুমি না বোল্লে হবে না—তুমি একবার বাবাকে ডাকো।

স্বর। আচ্ছা (দণ্ডায়মান হইয়া)

সকলে। এইবার ঠাকুর ডাক্‌চেন্—বেঁচে থাক ঠাকুর—বেঁচে থাক ঠাকুর—তুমি কাঙ্গালের মা বাপ, তুমি দয়ায় সাগর।

স্বর। (যোড় হস্তে গম্ভীর স্বরে) প্রভো! পতিতপাবন ভক্ত-বৎসল—তোমার ভক্তদের কাছে একবার প্রকাশ হও—ওরা তোমার দর্শন লাভের জন্য অনেক দূর থেকে এসেছে—ওদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর—প্রভো তোমার জয় হোক্!

সকলে মিলিয়া। প্রভুর জয় হোক্! মহাপ্রভুর জয় হোক্!

লতাপাতা ঝোপঝাঁপের মধ্য হইতে ছদ্মবেশী শুভসিংহের প্রবেশ ও আসনে ধ্যানের ভাবে উপবেশন।

সকলে। (ঐ এসেছেন ঐ এসেছেন। (স্বরজ ও সকলের সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাৎ)

স্ত্রীলোকদ্বয়। (সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করত) প্রভো—বাবা—(ক্রন্দন) আমি যে বড় দুঃখী।

শুভ। (স্বগত) কি কষ্ট! কি যন্ত্রণা!—কি প্রতারণা!—আমি দেবতা?—ওদের বলি—ওদের স্পষ্টাক্ষরে বলি আমি দেবতা নই—একজন অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রতম সামান্য মনুষ্য, একজন নীচ অতি জঘন্য প্রবঞ্চক প্রতারক!—কিন্তু আমার সঙ্কল্প—আমার সঙ্কল্প—না না না—এখনও না—হাঁ আমি দেবতা।

সুর। (উঠিয়া) তোমাদের কার কি প্রার্থনা আছে এই ব্যালা বল।

একজন। বাবা মোর্ প্যাট্ ফাঁপে, কিছু খাতি পারি না, অন্ন প্যাটে পাক পায় না—

আর একজন। মোর পেট্ট্যার বড় জ্বালা ধর‍্যা, এই খাঞ তো এই খাঞ, পেট্যায় মোর কি পোক্কা ঢুক্যাছে।

আর একজন। ও ঠিক্ কথা কঁইচে, বাপ্পের বেটা ঠাস্‌তে ঠ'স্‌তে খুম—দশসের ময়দা খাওঁয়াইলেও হেলেক্ না—বাপ্পের বেটা হেলেক না।

আর একজন। মুঁ তো জগড়নাথ দড়শন পাঞ আসিঁছি—আওর কোন আশ নাই।

একজন। বাবা আমি বড় দুক্ষে আছি—আমার দুক্ষের কথা কারে কব—আমি সে দিন পরমা উপসী একটি মেয়াকে বেয়া ক'রে ঘরকে আনেছিলাম, সে কাল থেকে কোয়ানে চলি গেছে তার তল্লাস পাচ্চি না।

একজন স্ত্রী। (ঘোমটার ভিতর হইতে সলজ্জ ভাবে এক পাশে মুখ ফিরাইয়া অতি মৃদু স্বরে) বাবা—বাবা—

একজন। বাছা একটু চেঁচিয়ে বল না।

স্ত্রীলোক। আমার—আমার—(আর একজনকে) আমার হয়ে দুটো কথা বল না গা—

একজন। আরে মর্ মাগি—তোর মনের কথা আমি কি করে বল্‌ব!

স্ত্রী। (ঘোমটার মধ্যে থেকে) মধুর বাপ আমাকে দেখ্‌তে পারে না—আমাকে ছুর ছাই করে—কে তাকে গুণ করেছে বাবা (ক্রন্দন)

শুভ। (স্বগত) আর পারা যায় না, এই ব্যালা ওঠা যাক্—না আর একটু থাকি—যদি এখনও আসে, রোজই তো আসে, আজ কি আস্‌বে না? ঐ যে মনে কর্‌বা মাত্রই—আঃ!

আলুলায়িত কেশা স্বপ্নময়ী মালা হস্তে গম্ভীর ভাবে
কোন দিকে দৃষ্টি না করিয়া ধীর পদক্ষেপে
শুভসিংহের নিকট গমন ও প্রণাম।

একজন। আ মরি মরি! একে? কি রূপ!

সকলে। আহা আহা যেন ভগবতী—

আর একজন স্ত্রীলোক। আ মর্ ছুঁড়ি এত বড় আস্পর্দ্ধা বাবার কোল ঘেঁসে যাচ্চে দেখো না——

সুর। না না ও কথা বল্‌তে নেই, খুব ভক্ত বলেই অত সাহস।

আর একজন। মাগীর যেমন কথার শ্রী, প্রভুর কাছে যাবে না তো কার কাছে যাবে।

শুভ। (স্বগত) একবার জিজ্ঞাসা করি—(প্রকাশ্যে) ভদ্রে!—(স্বগত) না না না না—(পুনর্ব্বার ধ্যানের ভাব ধারণ)

(স্বপ্নময়ী মালাটি শুভসিংহের পদতলে রাখিয়া কোন কথা না কহিয়া যেরূপ ভাবে আসিয়াছিল সেই রূপ ভাবে কোন দিকে দৃক্‌পাৎ না করিয়া ধীর পদক্ষেপে প্রস্থান।)

এক জন। বাবা কি কথা কইতে যাচ্ছিলেন—বাবা কি কথা কচ্ছিলেন——

অনেকে। সত্যি না কি, সত্যি না কি—আমরা শুন্‌ব—আমরা শুন্‌ব—বাবার মুখে কখন কথা শুনিনি।

সুর। তোরা পাগল হয়েছিস্ না কি—প্রভু কি কথা কন্?

এক জন। ওর যেমন কথার শ্রী—ও আবার কথা শুন্‌তে পেলে।

সেই লোক। হ্যাঁগা একটা কথা কি কইলেন যে—

১। দূর পাগল।

২। দূর মূর্খ।

৩। তুমি যাওতো বাপু এখান থেকে, বাবা কথা কইলেন, ও শুন্‌তে পেলে, আমরা কেউ শুন্‌তে পেলেম না।

৪। ঘা-কতক ওকে দিয়ে দেও না হে।

৫। আরে তোমরা অত সোর কচ্চ ক্যান্? বাবার শ্রীমূর্ত্তি খান্ দু দণ্ড ধরি নয়ন ভরি দ্যাহ্ না, সশরীরে স্বর্গে যাবা—(সকলে চুপ্ করিয়া যোড়হস্তে নিরীক্ষণ) আহা আহা!

শুভ। আঃ কি যন্ত্রণা—কত দেশ দেশান্তর হতে কত কষ্ট করে এই সকল নিরীহ বিশ্বস্ত গ্রাম্য লোকেরা এসেছে—আমি কি না স্বচ্ছন্দে এদের প্রতারণা কচ্চি, আমার চেয়ে নরাধম আর কে আছে? আর সহ্য হয় না—আমি ওদের প্রকাশ করে বলি—কিন্তু না, না, না—মাতঃ জন্মভূমি, আমি যা' যথার্থ ছিলেম, তা' তোমার কাছে আমি বলিদান দিয়েছি, আমি এখন আর সে শুভ-সিংহ নই, আমি আর এক জন। মা, তোমার শত কোটি সন্তানের মধ্যে আমি কে? আমি আপনার অবমাননা ক'রে তোমাকে অবমাননার হাত হ'তে যদি মুক্ত করতে পারি, আমি আপ-নাকে হীন ক'রে তোমাকে যদি হীনতা হতে উদ্ধার কর্‌তে পারি, তবে আমি কেন তা' না ক'র্‌ব? কিন্তু সেই ললনা, সেই আলুলায়িত-কেশা, উষার ন্যায় শুভ্রবসনা পবিত্রমূর্ত্তি ললনা তাকেও ছলনা? কি! ছলনা?—ছলনা আবার কিসের?—আমি কি দেবতা নই? আমাতে কি দেবতার অংশ নেই?—কে না দেবতা? এ যদি প্রতারণা হয়, সে প্রতারণা দেবতার—সোঽহং ব্রহ্ম—সোঽহং ব্রহ্ম——আমি কি দেবতা নই?

(শুভসিংহের প্রস্থান।)

সকলে। প্রভু চলে গেলেন আমাদের কি করে গেলেন?—আমাদের দশা কি হবে?

স্থর। সব হবে তোমরা স্থির হও। তোমাদের হাতে ও-সব কি?

সকলে। বাবাকে প্রণামী দেবার জন্য কিছু কিছু এনেছিলাম।

স্থর। আচ্ছা এইখানে দিয়ে যাও।

১। আমার ক্ষেতে নতুন বেগুন হয়েছিল, তাই চারটি দেবতার জন্য এনেছি।

২। আমার ঘানিতে টাট্কা যে তেল হয়েছিল তাই একটু এনেছি।

৩। আমার গরুর বাছুর হয়েছে, তার প্রথম দোয়া দুধ টুকু বাবার জন্যে এনেছি।

স্থর। তোমাদের যার যে মনস্কামনা ছিল সব পূর্ণ হবে—দেবতার এই আশীর্ব্বাদি এক একটি ফুল নিয়ে বাড়ি যাও (ফুল প্রদান ও তাহাদিগের গ্রহণ ও প্রণাম।)

সকলে। বাবার জয় হোক্—বাবার জয় হোক্!

সকলের প্রস্থান।

প্রথমাঙ্ক সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

অরণ্য।

(স্বপ্নময়ীর প্রবেশ।)

স্বপ্ন। এই বেলা ফুল তুলি, হয়েছে সময়।
আজ রাতে মালা গুলি গেঁথে রেখে দেব,
কাল প্রাতে তাঁর পায়ে দিব উপহার।
কেন তাঁরে ফুল দিই? কেন যে, কে জানে?
প্রথম যখনি তাঁরে দেখিলাম আমি,
আপনি গেলাম কাছে, করিনু প্রণাম,
আঁচলে আছিল ফুল, দিলাম চরণে,
কেন দিনু ভাবিতেছি—কেন যে, কে জানে।
না জানি কি আছে গুণ প্রভাতের মুখে,
যা দেখি আপনি লতা ফুল ফুটাইয়া
অরুণ-চরণে তার দেয় ভারে ভারে।
যাই তবে, ফুল গুলি, তুলি এই বেলা।
কোথা লো গোলাপ সখি, তুই কোথা গেলি?

এই যে, হেথায় তুই আছিস্ লুকায়ে,
বল দেখি, সখি মোর, হল কিলো তোর—
আজো তুই ফুটিবে নে? মেলিবি নে আঁখি?
(গোলাপের প্রতি।)

(গান।)

পিলু—খেম্‌টা।

বল্, গোলাপ মোরে বল্,
তুই ফুটিবি সখি কবে?
ফুল, ফুটেছে চারি পাশ
চাঁদ, হাসিছে সুধা হাস,
বায়ু, ফেলিছে মৃদুশ্বাস,
পাখি, গাহিছে মধু রবে,
তুই ফুটিবি, সখি, কবে?
প্রাতে, পড়েছে শিশির-কণা,
সাঁঝে, বহিছে দখিনা বায়,
কাছে, ফুল বালা সারি সারি,
দূরে, পাতার আড়ালে সাঁঝের তারা
মুখানি দেখিতে চায়।
বায়ু, দূর হতে আসিয়াছে,
যত ভ্রমর ফিরিছে কাছে,

কচি কিশলয় গুলি
রয়েছে নয়ন তুলি,
তোরে সুধাইছে মিলি সবে,
তুই ফুটিবি সখি কবে ?

(কল্পনায় স্বপ্নময়ীর নেপথ্য হইতে গোলাপের প্রত্যুত্তর শ্রবণ।)

গৌরী।

আমি, স্বপনে রয়েছি ভোর,
সখি, আমারে জাগায়োনা।
আমার সাধের পাখী
যারে, নয়নে নয়নে রাখি
তারি, স্বপনে রয়েছি ভোর
আমার, স্বপন ভাঙ্গায়োনা,
কাল, ফুটিবে রবির হাসি
কাল, ছুটিবে তিমির রাশি
কাল, আসিবে আমার পাখী
ধীরে, বসিবে আমার পাশ
ধীরে, গাহিবে সুখের গান
ধীরে, ডাকিবে আমার নাম,

ধীরে, বয়ান তুলিয়া, নয়ান খুলিয়া
হাসিব সুখের হাস!
আমার কপোল ভোরে
শিশির পড়িবে ঝরে
নয়নেতে জল, অধরেতে হাসি
মরমে রহিব মরে।
তাহারি স্বপনে আজি
মুদিয়া রয়েছি আঁখি,
কখন আসিবে প্রাতে
আমার সাধের পাখি,
কখন জাগাবে মোরে
আমার নামটি ডাকি!

স্বপ্ন। থাক্ সখি থাক্ তবে স্বপনে মগন
ভাঙ্গাব না আমি তোর সাধের স্বপন।

(পুষ্প চয়ন করিতে করিতে অরণ্যের অন্য দিকে গমন
ও মালতী-লতাকে দেখিয়া।)

(মালতীর প্রতি গান)
গৌড় সারং—কাওয়ালি।

আঁধার শাখা উজল করি,
হরিত পাতা ঘোমটা পরি,

বিজন বনে, মালতী বালা,
আছিস্ কেন ফুটিয়া ?
শোনাতে তোরে মনের ব্যথা
শুনিতে তোর মনের কথা
পাগল হয়ে মধুপ কভু
আসে না হেথা ছুটিয়া।
মলয় তব প্রণয় আশে
ভ্রমে না হেথা আকুল শ্বাসে
পায় না চাঁদ দেখিতে তোর
সরমে মাখা মুখানি !
শিয়রে তোর বসিয়া থাকি
মধুর স্বরে বনের পাখী
লভিয়া তোর সুরভি শ্বাস
যায় না তোরে বাখানি !

(নেপথ্য হইতে স্বপ্নময়ীর কল্পনায় প্রত্যুত্তর শ্রবণ।)

গৌড় সারং—কাওয়ালি।

হৃদয় মোর কোমল অতি
সহিতে নারে রবির জ্যোতি
লাগিলে আলো সরমে ভয়ে
মরিয়া যায় মরমে,

ভ্রমর মোর বসিলে পাশে
তরাসে আঁখি মুদিয়া আসে,
ভূতলে ঝোরে পড়িতে চাহি
আকুল হয়ে মরমে।
কোমল দেহে লাগিলে বায়
পাপ্‌ড়ি মোর খসিয়া যায়
পাতার মাঝে ঢাকিয়া দেহ
রয়েছি তাই লুকায়ে।
আঁধার বনে রূপের হাসি
ঢালিব সদা সুরভি রাশি
আঁধার এই বনের কোলে
মরিব শেষে শুকায়ে।

স্বপ্ন।—এইবার মালাগুলি গাঁথি বসে বসে।
ওই বুঝি শুকতারা উঠিছে ফুটিয়া!
তিনি কে? দেবতা তিনি? স্বর্গের দেবতা?
তাই বুঝি তাঁর তরে ফুল তুলি আমি?
তাই কি প্রণাম করি? তাই মালা গাঁথি?
এই ত হয়েছে মালা, কাল দেব যবে,
একবার মোরপানে চাহিবেন শুধু!
যদি তিনি নাম ধরে ডাকেন আমায়!
যদি তিনি কাছে তাঁর বসিতে বলেন!

পারি কি বসিতে কাছে? না না ভয় করে!
তাঁরে শুধু মালা দেব, করিব প্রণাম—
না না না,কাছেতে তাঁর বসিব কেমনে?
কেন বা না যাব কাছে, কেন না বসিব?
যখন কুসুম গুলি দিই তাঁরে আমি,
এমনি কোমল ভাবে চান মুখ পানে,
তখন দেবতা ব'লে মনে হয় না ত!
কোমল মমতাময় সে আঁখি দেখিয়া,
মনে হয়, কাছে যেন বসিতেও পারি!
মাঝে মাঝে ভুলে যাই দেবতা যে তিনি—
সাধ যায় দুই দণ্ড বসে কথা কই—
হয়ত মানুষ তিনি—নহেন দেবতা!
নহিলে কেন বা মোর হেন সাধ যায়?
মানুষ বটেন তিনি স্বর্গের মানুষ,—
দেখিনি মানুষ হেন দেবতার মত,
জানিনে দেবতা হেন মানুষের মত।
ললাটে বিকাশে তাঁর স্বরগের জ্যোতি,
নয়নে নিবসে তাঁর মর্ত্ত্যের মমতা।
যাই তবে—কোথা তিনি আছেন না জানি।

(স্বপ্নময়ীর প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজপ্রাসাদ।

রাজা কৃষ্ণরাম।

রাজা। (স্বগত) আচ্ছা তত্ত্ববাগীশ মহাশয় এ কয় দিন কেন আস্‌চেন না—জগৎ সে দিন তাঁকে যে-রকম অপমান করেছিল, বোধ হয় তারই জন্যে তিনি ভারি ক্ষুণ্ণ হয়েছেন—জগতের স্বভাব ভারি খারাপ হয়ে গেছে—কার প্রতি কি রকম ব্যবহার কর্‌তে হয়—সে জ্ঞান যদি তার কিছু মাত্র থাকে—কেবল গোঁয়ার্ত্তুমি। তার জন্যে আমাকে বড় লজ্জিত হতে হয়েছে—এখন তিনি এলে কি করে তাঁকে আবার প্রসন্ন করব ভেবে পাচ্চিনে। কত দিন শাস্ত্রালোচনা হয় নি।—এই যে আস্‌চেন—আমি যা মনে করেছিলেম তাই, মুখ ভারি বিষণ্ণ দেখ্‌ছি।

(আনন্দরাম তত্ত্ববাগীশের প্রবেশ।)

রাজা।—প্রণাম তত্ত্ববাগীশ মহাশয়।—

তত্ত্ব।—মহারাজের কল্যাণ হোক্‌।

রাজা।—তত্ত্ববাগীশ মহাশয় মার্জ্জনা কর্‌বেন—জগতের সে দিন-

কার ব্যবহারে আমি বড়ই লজ্জিত হয়েছি, সে ছেলে মানুষ একটা কাজ করে ফেলেছে, আপনি কিছু মনে কর্‌বেন না।

তত্ত্ব। (স্বগত) আমার তো ও-কথা মনে হয় নি। (প্রকাশ্যে।) বলেন কি মহারাজ, আমি কালীবর ন্যায়রত্নের পুত্র—নিধিরাম বিদ্যাভূষণের প্রপৌত্র—আমাকে কি না আহ্বান করে অপমান?—আমি মহারাজের সভাপণ্ডিত—আমাকে অপমান করাও যা—মহারাজকে অপমান করাও তা—সে একই কথা।

কৃষ্ণরাম। (স্বগত) তাইতো কথাটা তো সত্যি। তবে তো জগৎ আমাকেই অপমান করেছে—(প্রকাশ্যে উচ্চৈঃস্বরে মহাক্রুদ্ধ হইয়া।) কে আছিস্ ওখানে?—রক্ষক—মন্ত্রি—রক্ষক—কেও?—এদিকে আয়—শীঘ্র আয়—জগৎ ভারি খারাপ হয়ে যাচ্চে—তার সমুচিত শাসন কর্‌তে হবে—এখনি তাকে ডেকে নিয়ে আয়।—(রক্ষকের প্রবেশ।) এখনি জগৎকে ডেকে নিয়ে আয়, ডেকে নিয়ে আয় বল্‌চি।

রক্ষক। যে আজ্ঞা মহারাজ। (রক্ষকের প্রস্থান।)

রাজা। জগৎ ভারি অবাধ্য হয়েছে—তাকে বিলক্ষণ ভৎর্সনা কর্‌তে হবে—তত্ত্ববাগীশ মহাশয়ের অপমান! আমার অপমান!—

(জগৎরায়ের প্রবেশ।)

জগৎ।—মহারাজ ডাক্‌ছিলেন?

রাজা। (জগতের মুখের পানে তাকাইয়া ব্যাকুল ভাবে) তোমার মুখ অমন শুক্‌নো দেখ্‌ছি কেন?—তুমি—তুমি—

তোমার—তোমার—ভারি—অন্যায় না হোক্—কাজটা তেমন ভাল হয় নি—তুমি কি ইচ্ছে ক'রে—সে দিন তত্ত্ববাগীশ মহাশয়ের অপমান করেছিলে ?

জগৎ।—মহারাজ!—অপমান করা আমার অভিপ্রায় ছিল না—তবে কি না, সে সময় যেরূপ বিপদের সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল—সে রকম না কর্‌লে দেখ্‌লেম মহারাজের মনোযোগ করাবার আর উপায় নাই—তাই—,

রাজা। ও! তাই—আমিও তাই মনে করেছিলুম—বুঝেছ তত্ত্ববাগীশ মহাশয়? জগতের কোন মন্দ অভিপ্রায় ছিল না—কিন্তু জগৎ তোমার কাজটাও বড় ভাল হয় নি—বুঝেছ?—আমি বল্‌চিনে তোমার অভিপ্রায় খারাপ ছিল—কিন্তু কাজটাও তেমন ভাল হয় নি—বুঝেছ ?

জগৎ। আজ্ঞা হাঁ।

রাজা। আচ্ছা—আচ্ছা—যাও—বুঝেছ—আর ও রকম কখন কোরো না।

(জগতের প্রস্থান।)

রাজা। বুঝ্‌লেন, ওর কোন অভিপ্রায় মন্দ ছিল না—এখনও যে আপনাকে বিমর্ষ দেখ্‌ছি?—আপনার এখনও কি—বলুন না।

আনন্দ। মহারাজ—আমি মনে করেছিলুম রাজবাটীতে আর আস্‌ব না—কিন্তু গরিব ব্রাহ্মণ না এলেই বা চলে কৈ।—বিশেষতঃ

যে রকম দায় উপস্থিত—এ দায় হতে উদ্ধার হতে পার্‌লে আমি অপমান পর্য্যন্ত ভুলে যেতে পারি—এমন দায় আমার কখন উপস্থিত হয় নি।

রাজা। কি দায়?—বলুন বলুন—এখনি বলুন—কত টাকা চাই?—এখনি আমি দিচ্চি—আপনাকে বিমর্ষ দেখ্‌লে আমার বড় কষ্ট হয়—জগতের কথা আর কিছু মনে কর্‌বেন না—বুঝ্‌লেন?—এখনি আমি দিচ্চি।—কত টাকা চাই?—

আনন্দ। মহারাজ আমার কন্যা দায় উপস্থিত। শাস্ত্রে আছে "পিত্রোর্দুঃখস্য নাস্ত্যন্তো"—পিতার দুঃখের আর অন্ত নাই।—আমি মহারাজের সভাপণ্ডিত—দশ হাজার টাকার কমে আর কার্য্য নির্ব্বাহ হয় না।—

রাজা। দশ হাজার টাকা মাত্র? আচ্ছা এখনি আমি বলে দিচ্চি—কে আছিস্, মন্ত্রীকে এখনি ডাক্।—

(রক্ষকের প্রবেশ।)

রক্ষ। যে আজ্ঞা মহারাজ।

(রক্ষকের প্রস্থান।)

রাজা। বুঝ্‌লেন তত্ত্ববাগীশ মহাশয়, জগতের অভিপ্রায় মন্দ ছিল না—আপনি আর কিছু মনে কর্‌বেন না।—

আনন্দ। রাম! আমি তার কথায় কিছু মনে করি?—সে ছেলে মানুষ—অপগণ্ড বালক, একটা কাজ না বুঝে সুঝে করেছে, তার কথা

চিরকাল মনে রাখ্‌তে হবে?—শাস্ত্রে আছে "অমৃতং বালভাষিতং"—

(মন্ত্রীর প্রবেশ।)

মন্ত্রী। (স্বগত) এই যে বাগীশ এসেছেন—তবেই হয়েছে, ওকে দেখ্‌লে আমার রক্ত জল হয়ে যায়। —(প্রকাশ্যে) আজ্ঞা মহারাজ!

রাজা। দেখ মন্ত্রি—এঁকে—আমাদের তত্ত্ববাগীশ মহাশয়কে—বুঝেছ?—

মন্ত্রী। (স্বগত) অনেক কাল বুঝেছি।

রাজা। আমাদের পণ্ডিত মহাশয়কে—বেশী না—দশ হাজার—বুঝেছ?

মন্ত্রী। (মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে) আজ্ঞা—আজ্ঞা—মহারাজ—

রাজা। না তুমি যা ভাব্‌চ তা নয় মন্ত্রি—এ সে রকম নয়—বুঝেছ? এ স্বতন্ত্র ব্যাপার—এ না হলে একেবারে চল্‌বে না—এ টাকা দিতেই হবে।—তোমাকে পরে বুঝিয়ে বল্‌ব এখন—বুঝেছ?—

মন্ত্রী। আজ্ঞা—অত টাকা কোথা থেকে এখন—

রাজা। কোথা থেকে কি?—যে খান থেকে হয়——যে রকম ক'রে হয় দিতেই হবে।—যাও মন্ত্রি—এখনি দেওয়া চাই।—

মন্ত্রী। মহারাজ—

রাজা। না না ও সব আমি কিছু শুন্‌তে চাই নে—যেখান থেকে পাও তুমি নিয়ে এস — বলকি মন্ত্রি এতবড় রাজ্যের মন্ত্রী, তুমি দশ হাজার টাকা আর দিতে পার না?

মন্ত্রী। মহারাজ— এখন যে রকম চারি দিকে বিপদ উপস্থিত— আমার যে কি ভাবনা হয়েছে তা ভগবান জানেন—বিশেষত রাজ-কুমারী স্বপ্নময়ী—

রাজা। ওঃ! তুমি তাকে শাসন কর্‌বার কথা বল্‌চ?—তার জন্য চিন্তা কি?—এখনি আমি তাকে খুব ধম্‌কে দিচ্চি — তার জন্য ভেবো না মন্ত্রি—তত্ত্ববাগীশ মহাশয়কে ততক্ষণ টাকাটা দেওগে। আমি এখনি শাসন করে দিচ্চি—কে আচিস্‌ শীঘ্র স্বপ্নময়ীকে ডেকে নিয়ে আয়।

(রক্ষকের প্রবেশ।)

রাজা। স্বপ্নময়ীকে এখনি ডেকে নিয়ে আয়—তিলার্দ্ধ বিলম্ব করিস্‌ নে—(রক্ষকের প্রস্থান) ঠিক্‌ কথা বলেছ মন্ত্রি—স্বপ্নময়ীকে শাসন করা ভারি আবশ্যক—আমাদের রাজপরিবারে এরূপ ঘটনা তো কখন শুনিনি—এ কি রকম তার ব্যবহার?—এ কি রকম রীতি-বহির্ভূত ব্যবহার? কৈ? কোথায় সে?

(স্বপ্নময়ীর প্রবেশ।)

রাজা। স্বপ্নময়ি—মা!—তোমাকে দেখ্‌তে পাইনে কেন মা?—তুমি কোথায় যাও বল দেখি?

স্বপ্ন। পিতা—আমি দেল্‌কোষা বনে বেড়াতে যাই—সে খানে একলাটী বেড়াতে আমার বড় ভাল লাগে—সে এমন ভাল কি বল্‌ব—এক দিন সেখানে তোমাকে নিয়ে যাব—তুমিও একবার গেলে আর সেখান থেকে আস্‌তে চাবে না—যাবে পিতা এখন যাবে?—

রাজা। না মা এখন না—আচ্ছা এক দিন (মন্ত্রীর দিকে চাহিয়া) কিন্তু কিন্তু না—স্বপ্নময়ি—একলা যাওয়াটা বড়—বড়—ভাল নয়—বুঝেছ?—(স্বপ্নময়ীকে একটু বিমর্ষ দেখিয়া)—আমি তা বল্‌চি নে—আমি তা বল্‌চিনে—আসলে যে কিছু দোষ আছে তা নয়—তবে সামাজিক প্রথা—বুঝেছ?—আচ্ছা এখন যাও মা—বুঝেছ?

(স্বপ্নময়ীর প্রস্থানোদ্যম।)

আনন্দ। দেখ মা, আমাদের শাস্ত্রে আছে—"বাল্যে পিতুর্বশে তিষ্ঠেৎ পাণিগ্রাহস্য যৌবনে। পুত্রাণাং ভর্ত্তরি প্রেতে ন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাং ॥"

মন্ত্রী। রাজকুমারি—আমি এ সরকারের পুরাতন ভৃত্য—আমিও তোমাকে কন্যার মত দেখি—কিন্তু এ বড় লজ্জার কথা—এত বড় মেয়ে হয়ে—

স্বপ্ন। আমি পিতার কথা শুনতে এসে ছিলেম, আর কারও নয়।

(কোন দিকে দৃকপাৎ না করিয়া ধীর পদক্ষেপে সদর্পে প্রস্থানোদ্যম ও জগৎরায়ের প্রবেশ।)

জগৎ। শোন বলি স্বপ্ন (যাইতে যাইতে স্বপ্নময়ীর পুনর্ব্বার দণ্ডায়মান) তুমি আপনার ইচ্ছায় যেখানে সেখানে চলে যাবে—কারও কথা গ্রাহ্য কর্‌বে না? দেখ দিখি তোমার জন্য আমাদের কি লজ্জা পেতে হচ্চে—চারি দিকে নিন্দে রটেছে—শত্রুরা আমাদের উপহাস কচ্চে—আমাদের পূর্ব্ব পুরুষের নাম কলঙ্কিত হচ্চে—স্ত্রীলোকে অন্তঃপুরের বাহিরে যায়—এ কোন্ শাস্ত্রে লেখে? আমাদের বাড়িতে যা কখন হয় নি—তুই তা কর্‌লি—তোর জন্যে—(স্বপ্নময়ীর সজল নয়ন)

রাজা। থামো থামো জগৎ—হয়েছে হয়েছে—অত বেশি না।—

জগৎ। মহারাজ আমি কি এমন বেশি কথা বলিছি?—আমি যা বল্‌চি তা কি ঠিক্ নয়?

রাজা। আচ্ছা, আচ্ছা হয়েছে—ক্ষান্ত হও।—(স্বপ্নময়ী স্বীয় অঞ্চল দিয়া অশ্রু মোচন) ক্ষান্ত হও। যাও মা—তুমি যাও—দেখ দিকি ছেলে মানুষকে মিছিমিছি—মন্ত্রি আমি ওকে বেশ বুঝিয়ে বলেছি—দেখো—আর কোন রকম অনিয়ম হবে না।—মন্ত্রি আর তো তোমার কোন ভাবনার কারণ নেই—এখন আর আমি কোন ওজর শুন্‌তে চাইনে—এখনি টাকাটা দেওগে—দিতেই হবে—যে রকম করেই হোক্—যান তত্ত্ববাগীশ মহাশয়, মন্ত্রীর সঙ্গে যান——

মন্ত্রী। আসুন আসুন——

তত্ব। মন্ত্রী মহাশয়—আপনি রাজার অত্যন্ত হিতৈষী—রাজার অর্থ গেলে আমিও হৃদয়ে বড় ব্যথা পাই—কিন্তু যে রকম দায় উপস্থিত—গরিব ব্রাহ্মণ—আর কোথায় যাই বল—

(মন্ত্রীর সঙ্গে তত্ত্ববাগীশের প্রস্থান।)

রাজা। (স্বগত) দেখি মন্ত্রী টাকাটা দেয় কি না—যদি না দেয় তো আমার-একটী অঙ্গুরীয় বাঁধা দিয়ে নিদেন এই টাকাটা সংগ্রহ কর্‌তে হবে। (প্রকাশ্যে)—যাও মা তুমি যাও—দেখ দিকি ছেলে মানুষকে কাঁদিয়ে দিলে।

(রাজার প্রস্থান।)

জগৎ। (স্বগত) আহা কাঁদ্‌চে—(প্রকাশ্যে) আয়, স্বপ্ন—আমার সঙ্গে আয়, তোকে একটা মজার জিনিস দেখাব এখন—লক্ষীটি।—

স্বপ্ন। আমি দেখ্‌তে চাইনে দাদা—

(স্বপ্নময়ীর প্রস্থান।)

(পরে জগৎরায়ের প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজবাটীর বহিরুদ্যান।

জগৎরায় ও রহিম খাঁ।

জগৎ। দেখ রহিম—রোজ রোজ শীকার ভাল লাগে না—বড় পুরোনো হয়ে গেছে—আর একটা কিছু মৎলব ঠাওরাও। কি করা যায় বল দিকি? একটা কিছু আমার উত্তেজনা চাই—আমি চুপ চাপ করে বসে থাকৃতে পারিনে।

রহিম। কি বল্লেন কুমার?—উত্তেজনা? (ঈষৎ হাস্য)

জগৎ। কেন—হাস্‌চ যে?—আচ্ছা একটা কি বিদ্রোহের গুজব শুনেছিলেম—সেটা কি সত্যি?—আ! তা হলে যুদ্ধ করে বাঁচি—তা হলে সম্রাট আরংজীবের কাছে আমার বীরত্বের একবার পরিচয় দি—রহিম বিদ্রোহের কথা কি তুমি কিছু শোন নি?

রহিম। কুমার ও সব কথা শোনেন কেন?—ও একটা মিথ্যা গুজব মাত্র।

জগৎ। মিথ্যা গুজব?—আমাকে মন্ত্রী নিজে বল্লে—আর তুমি বল্‌চ মিথ্যা গুজব?

রহিম। মন্ত্রী!—(ঈষৎ হাসিয়া) আমি তার কি না জানি—

জগৎ। কেন কেন?—মন্ত্রী কি খারাপ লোক নাকি?

রহিম। ওর বংশের আদি কে জানেন?—ওর প্রপিতামহ বনোয়ারিলাল ছাতু বিক্রি কর্‌তো—সে কিছু টাকা করে যায়—সেই টাকা নিয়ে তার ছেলে বংশীলাল ঘিয়ের একটা দোকান খোলে—সে ঘিয়েতে অনেক রকম তেল মিশিয়ে দুনো দামে বিক্রী ক'রে বেশ টাকা করে যায়—সেই টাকায়—তার ছেলে ছুন্নুলাল জহরতের কারবার খোলে—সে মহারাজের কাছে জহরৎ বিক্রী কর্‌তে আস্‌ত—একবার একটা পোক্‌রাজের আংটি হীরের আংটি বলে বিক্রী করে——

জগৎ। ও সব কথা আমি শুন্‌তে চাইনে—বিদ্রোহটা সত্যি হবে কি না বল না—নিশ্চয়ই হবে—না হলে মন্ত্রী কেন ওকথা বল্লে?

রহিম। কেন বল্লে?—নিজের মৎলব্‌ হাসিল—তার বংশের সমস্ত ইতিহাস টা যদি শোনেন তা হলে আর আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা কর্‌তে হয় না।

জগৎ। নানা—আমি ও-সব ইতিহাস শুন্‌তে চাইনে।—তবে বিদ্রোহটা কি হবে না?

রহিম। না তার কোন সম্ভাবনা নেই। (কুমারের মস্তকে একটা পালক ছিল তাহা তুলিয়া দেওন)

জগৎ। কি রহিম?—

রহিম। একটা পালক।

জগৎ। বলনা রহিম একটা কাজ বলনা—যাহোক্ একটা কিছু আমার উত্তেজনা চাই।

রহিম। উত্তেজনা? (ঈষৎ হাস্য।)

জগৎ। ও-কথা বল্লেই তুমি হাস কেন রহিম?

রহিম। না, ওতে যে কোন দোষ আছে আমি তা বল্‌চি নে। আপনার যে বয়েস, এই সময়ে যদি আমোদ আহ্লাদ না কর্‌বেন—তবে আর কোন্ সময়ে কর্‌বেন?—আমি হাস্‌ছিলুম এই জন্যে—আপনি যে উত্তেজনার কথা বল্‌চেন—সে আর রোজ রোজ নতুন কোথায় পাওয়া যাবে?—শীকার—আর যুদ্ধ—শীকারে তো আপনার অরুচি ধরেছে—তার পর যুদ্ধ—যুদ্ধের তো এখন কোন সম্ভাবনাই দেখ্‌ছি নে—তবে—আর এক উপায় আছে—সে কিন্তু আপনার—

জগৎ। কি বলনা—যাহোক এখন আমার একটা পেলে হয়—কি বলনা—সে কি রকম?—

রহিম। সে উত্তেজনার জন্যে বাহিরের উপর নির্ভর কর্‌তে হয় না—অন্তরে গেলে আপনা হইতেই আনন্দের উদ্রেক হয়।—

জগৎ। সত্যি না কি?—তবে তো বড় ভাল—আগে আমাকে এর সন্ধান দাওনি কেন?—কি—বল রহিম—আমাকে সন্ধানটা বলে দাও।

রহিম। সে এক রকম অমৃত বিশেষ—উদরে একটু খানি গেলেই মেজাজ একেবারে খোস হয়ে যায়—দুনিয়া বেহেস্তের

মত দেখায়—আর চারি দিকে খুবসুরৎ হুরিরা এসে নৃত্য করে। শুভান্ আল্লা—কেয়া কহেনা!

জগৎ। কি! বেহেস্তের মত দেখায়—বেহেস্ত কি রহিম?—

রহিম। আমাদের ভাষায় স্বর্গকে বেহেস্ত্ বলে!

জগৎ। স্বর্গের মত দেখায়?—সে কি!—কি সে জিনিস?—আমাকে এনে দাওনা।—সে কি খেতে হয়?—তোমার কাছে কি আছে?

রহিম। সে পান কর্‌তে হয়—

জগৎ। মদ্ না তো?—দেখো রহিম—মদ খাওয়া আমাদের ধর্ম্মে নিষেধ।

রহিম।—মদ কি কুমার?—মদ তো ছোট লোকেরা খায়—এ হচ্চে সরাবে-সিরাজ—আমাদের দেশের বড় লোকেরাই পান করে থাকে।

রহিম। আসুন এইখানে বসা যাক্।

(উভয়ের উপবেশন। জেব্ হইতে একটি সিসি বাহির করিয়া)

একটুখানি পান করুন দিকি,——

জগৎ। কিছু তো খারাপ হবে না?

রহিম। তার জন্যে আমি দায়ী।

জগৎ। (একটু খানি পান করিয়া) উঃ রহিম—এযে আগুন—

রহিম। এখন আগুন, সবুর করুন ক্রমে গুণ হয়ে দাঁড়াবে—আর একটু খান—আর একটু—আর একটু——

জগৎ। (ক্রমশ নেশার উদ্রেক)—আ!—আ!—চমৎকার—জিনিস্—রহিম—তুমি এমন জিনিস কোথায় পেলে?—রহিম তুমিই আমার যথার্থ বন্ধু।

রহিম। কুমার, আপনি আপনার অভাব যত না বুঝ্‌তে পারেন তার চেয়ে আমি আপনার অভাব বেশি বুঝ্‌তে পারি—আমি বুঝিছিলুম যে শীকার কুস্তিতে আপনার অরুচি ধরেছে—আর একটা কিছু চাই—আমি তা বুঝে আগু থাক্‌তে এই শিশিটি আমার সঙ্গে করে এনেছিলুম।—

জগৎ। (কিঞ্চিৎ তরল ভাবে) রহিম—তোমার চমৎকার বুদ্ধি, আমার অভাব তুমি কি করে বুঝ্‌লে? বাঃ চমৎকার!—চমৎকার! রহিম এইবার সত্যি স্বর্গ দেখ্‌ছি—সব ঘুর্‌চে—সব ঘুর্‌চে—কৈ রহিম তুমি বলেছিলে স্বর্গে হরি নৃত্য করবেন—কৈ এখনও তো দর্শন পেলেম না?

রহিম। কুমার হরি না আমি বলেছিলেম হুরি-আমাদের ভাষায় অপ্‌সরাকে হুরি বলে, আসুন আমার সঙ্গে হুরিও আপনাকে দেখিয়ে আন্‌চি আসুন।

জগৎ। না না অপ্‌সরা আমি চাই নে, আমার সুমতিই আমার হুরি—আমার বেহেস্ত—আমার স্বর্গ—

(জগতের টলিতে টলিতে প্রস্থান)

রহিম। জগৎরায়ের মত বীর পুরুষ বঙ্গদেশে আর কেউ নেই। জগৎরায়কে যদি ভুলিয়ে ভালিয়ে রাখ্‌তে পারি তা হলে আর আমাদের সঙ্গে কে পারে? শুভসিংহের দল ক্রমেই পুষ্ট হয়ে উঠ্‌চে। হিন্দু বেটাদের সঙ্গে এখন যোগ দি, তার পর আমার মৎলব সিদ্ধ কর্‌ব। শুধু কি মদে কার্য্য হবে? না আর একটা চাই—প্রমদা। মদিরা, আর প্রমদা একত্র হলে আর ভাবনা কি, তা হলে পৃথিবীকে রসাতলে দিতে পারি। মদটা তো ধরিয়েছি, এখন প্রমদা—প্রমদাকে, এখন ধরাই কি করে? জগৎরায় যে রকম স্ত্রৈণ তাতে বড় সন্দেহ হয়। যা হোক্ চেষ্টার অসাধ্য কাজ নেই, একবার দেখা যাক্—কত কাজ এই বয়সে কর্‌লুম, আর এই তুচ্ছ কাজটা কর্‌তে পার্‌ব না?—কেয়া বড়ি বাৎ হ্যায়।

(রহিমের প্রস্থান।)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

রাজ-প্রাসাদ।

রাজা ও তত্ত্ববাগীশ।

রাজা। তত্ত্ববাগীশ তুমি ঠিক্ বলেছ, কন্যা দায় বড় দায়— "পিত্রোর্দুঃখস্য নাস্ত্যন্তো,"—বিশেষত "কন্যাপিতৃত্বং খলু নাম কষ্টং।"

স্বপ্নময়ীর বিবাহের জন্য আমার যে কি ভাবনা হয়েছে তা আর কি বল্‌ব—আমি শাস্ত্রালোচনাতেও এখন আর মনোযোগ দিতে পারি না—মাঝে মাঝে সেই ভাবনা জেগে ওঠে—বয়স প্রায় ১৬ বৎসর হল।

তত্ত্ব। না মহারাজ, রাজকুমারীকে কিছুতেই আর অবিবাহিতা রাখা যায় না—মহারাজের বড় ঘর বলে কোন কথা হচ্চে না—আমাদের ন্যায় সামান্য লোকের ঘর হলে এত দিন পতিত হতে হতো, কেন না—শাস্ত্রে আছে—"ত্রিংশৎবর্ষো বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীং—ত্র্যষ্টবর্ষোষ্টবর্ষাম্বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বর।"

রাজা। কিন্তু শাস্ত্রেতে এ কথাও বলেন যে যোগ্য পাত্র না পেলে কন্যাকে বরং চিরকাল অনূঢ়া রাখ্‌বে তথাপি অযোগ্য পাত্রে কন্যা দান করবে না। "কামমামরণাৎ তিষ্ঠেৎ গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি নচৈ বৈনাং প্রয়চ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ।" আমি এই বচনটি স্মরণ ক'রে কতকটা আশ্বস্ত আছি—কিন্তু যাই হোক্ আর রাখা যায় না।

তত্ত্ব। মহারাজ বিবাহ দিয়ে ফেলুন না কেন—আমার সন্ধানে একটী পাত্র আছে।

রাজা। পাত্র আছে?—যোগ্য পাত্র তো?—

তত্ত্ব। আজ্ঞা শাস্ত্রে বেশ ব্যুৎপত্তি আছে—ষড়দর্শন তার কণ্ঠস্থ—

রাজা। সত্যি না কি?—একথা তবে আগে বলনি কেন?—এখনি পাত্রটিকে নিয়ে এসো—এখনি—এখনি—এমন যোগ্যপাত্র আর

কোথায় পাব—রাত দিন তার সঙ্গে ব্রহ্মবিচার করা যাবে—আমার কি সৌভাগ্য—বুঝেছ তত্ত্ববাগীশ মহাশয়—তুমি এক দিন আধ দিন না এলেও চলে যেতে পার্‌বে—

তত্ত্ব। আজ্ঞা হাঁ—কিন্তু—

রাজা। আর কিছু বল্‌তে হবে না—যথেষ্ট হয়েছে—ষড়দর্শন কণ্ঠস্থ?—তবে আর কিছু চাই নে—আমি এক কথায় সব বুঝে নিয়েছি।—বিবাহের দিন স্থির করে ফেলো—কাল হলে হয় না?

তত্ত্ব। আজ্ঞা মহারাজ—পাঁজি দেখে একটা দিন স্থির করা যাবে, একটু বিলম্ব হবে।

রাজা। পাঁজি চাই?—এই নেও না। (পঞ্জিকা অন্বেষণ।) পাঁজিটা কোথায় গেল? অ্যাঁ?—এই যে এই খানে ছিল। আঃ কি সর্ব্বনাশ! কোথায় গেল? কে নিলে? কে আছিস্?—(উঠিয়া)—আমার পুঁথি টুথি কে যে কোথায় নিয়ে যায় তার ঠিকানা নেই—রক্ষক! রক্ষক আঃ—

(রক্ষকের প্রবেশ।)

রক্ষ। আজ্ঞা মহারাজ।

রাজা। আমার পাঁজিটা কোথায়?

রক্ষ। মহারাজ, আমিতো জানিনে।

রাজা। তবে কে নিলে? তবে বোধ হয় মন্ত্রী নিয়েছে। মন্ত্রি, মন্ত্রি, ডাক্ মন্ত্রীকে।

(মন্ত্রীর প্রবেশ।)

মন্ত্রী। মহারাজ কুমার জগৎরায়কে কোথাও খুঁজে পেলুম না।

রাজা। সে কথা হচ্চে না আমার পাঁজি কোথা? তুমি আমার যে পাঁজিটা এইমাত্র এইখান থেকে নিয়ে গেছ সেই পাঁজিটা এনে দাও।

মন্ত্রী। মহারাজ আমি এখান থেকে পাঁজি নিয়ে যাই নি।

রাজা। অ্যাঁ তুমিও নাও নি? তবে কি হল?—তবে কি হল?—এই যে, এই যে, পেয়েছি—এই খানেই ছিল আঃ—আমি সারা দেশ খুঁজে বেড়াচ্চি, অথচ এই খানেই রয়েছে। তত্ত্ববাগীশ দিনটা দেখ (তত্ত্ববাগীশের পঞ্জিকা দর্শন) দেখ মন্ত্রি স্বপ্নময়ীর বিবাহ দিতে হবে।

মন্ত্রী। আজ্ঞা মহারাজ তা হলে বড় ভাল হয়—কন্যার যতই বয়স হোক্ না কেন, বিবাহ যত দিন না দেওয়া যায় তত দিন তার যেন বালিকা-স্বভাব ঘোচে না, কিন্তু একটি ৮ বৎসর বয়স্কা কন্যার বিবাহ দিলেই তৎক্ষণাৎ তারও কেমন একটা গাম্ভীর্য্য এসে পড়ে। আমার বেশ বোধ হয় বিবাহ দিলেই রাজকুমারীর চঞ্চলতা চলে যাবে। পাত্রটি কে মহারাজ?

রাজা। এই আমাদের তত্ত্ববাগীশ মহাশয় স্থির করেছেন—তার শাস্ত্রে খুব ব্যুৎপত্তি আছে—তার ষড়দর্শন কণ্ঠস্থ।

তত্ত্ব। মন্ত্রী মহাশয় আপনি তাকে জানেন, তার কথা আপনার কাছে এক দিন বলেছিলেম—আমাদের ফতেলাল।

মন্ত্রী। ও! ফতেলাল? হাঁ শাস্ত্রে তার খুব দখল আছে বটে কিন্তু—

রাজা। তুমিও বল্‌চ মন্ত্রি শাস্ত্রে তার খুব ব্যুৎপত্তি আছে? তবে আর কথাই নেই—শীঘ্র দিনটা দেখে ফেলো।

মন্ত্রী। কিন্তু মহারাজ যেমন তার গুণ তেমনি যদি রূপ থাক্‌তো তা হলে কোন ভাবনা ছিল না।

রাজা। রূপ আবার কি? রূপ নিয়ে কি হবে?—রূপ তো নশ্বর বস্তু—শাস্ত্রে আছে—"বিদ্যা নাম নরস্য রূপমধিকং"—আচ্ছা তার বাহ্য আকারের একটু বর্ণনা কর দিকি——

মন্ত্রী। মহারাজ—আর যাই হোক, তার দাঁত বড় উঁচু—

রাজা। দাঁত উঁচু?—সে তো বুদ্ধিমানেরই লক্ষণ। শাস্ত্রে আছে কদাচিৎ দন্তুরো মূর্খঃ——

মন্ত্রী। আর মাথায় এর মধ্যেই টাক্ পড়েছে।

রাজা। টাক্ আছে?—টাক্ আছে?—বল কি মন্ত্রি!—তা হলে তো আরও ভাল—টাক্ আবার বিজ্ঞতার লক্ষণ—এ বড় ভাল হয়েছে—ঠিক্ হয়েছে—আমার মনের মত পাত্রটি হয়েছে—যে পাণ্ডিত্যের কথা শুন্‌লুম—তার বাহ্য লক্ষণও তদনুরূপ—তাকে আর দেখ্‌তেও হবে না, একেবারে বিবাহের দিনে তাকে নিয়ে এসো। তত্ত্ববাগীশ মহাশয় দিন স্থির হল?

তত্ব। আজ্ঞা হাঁ, ১৫ই দিনটা ভাল।

রাজা। মন্ত্রি তবে সেই দিন স্থির রইল—তুমি সমস্ত উদ্যোগ করে রেখো।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা মহারাজ।

(সকলের প্রস্থান।)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

শুভসিংহের বাটী।

শুভসিংহ ও সূরজমল্।

সূরজ। মালা দেবার সময় তার মুখে যে রকম ভাব দেখ্‌তে পাই—তাতে শুধু ভক্তির ভাব মনে হয় না—একটু যেন প্রেমেরও লক্ষণ প্রকাশ পায়।—এমন অবসর ছাড়্‌বেন না। আপনি যদি তাকে এখন একবার বলেন যে তাকে আপনি ভাল বাসেন, দেখ্‌বেন তা হলে তাকে অনায়াসে আপনি হস্তগত কর্‌তে পার্‌বেন।—তাকে একবার হস্তগত কর্‌তে পার্‌লেই রাজবাটীর অন্ধি-সন্ধি সমস্তই তার কাছ থেকে কথায় কথায় বের করে নিতে পার্‌বেন।

শুভ। দেখ সূরজ আমি তোমার অনেক কথা শুনিছি—কিন্তু

এ রকম হীন নীচ পরামর্শ আমাকে আর দিও না। সেই বিশ্বস্তা কুমারীকে ভালবাসা, দেখিয়ে ছলনা ক'রে তার কাছ থেকে তার পিত্রালয়ের গুপ্ত সন্ধান গুলি জেনে নেবো? তোমার এ কথা বল্‌তে লজ্জা হল না? প্রথমতঃ মালা দেবার সময় তার ভালবাসার লক্ষণ কিসে তুমি দেখ্‌তে পেলে? আর যদিও সে ভালবেসে থাকে, তা হলে কি এই রকম ক'রে সেই বিশ্বস্তা সরলার কাছ থেকে, ছলনা ক'রে কথা বের ক'রে নিতে হবে? আমি যে তার কাছে দেবতার ভান কচ্চি এর জন্যেই যা আমার কষ্ট হয়।

স্বরজ। আমি মনে করেছিলুম শুধু তারই মনে প্রেমের সঞ্চার হয়েছে, আপনারও মনে যে বিকার উপস্থিত হয়েছে তা আমি জান্‌তেম না। আমি মনে করেছিলুম তাকেই আপনি ফাঁদে ফেলেছেন, সে যে আপনাকে ফাঁদে ফেলেছে তা আমি জান্‌তেম না।

শুভ। দেখ স্বরজ তুমি ও-রূপ অনধিকার চর্চ্চা ক'রো না— আমার হৃদয়ের সমস্ত নিভৃত কক্ষ তোমার কাছে অনাবৃত করি নি, হৃদয়ের যে অংশ তোমার কাছে উন্মুক্ত করেছি সেই অংশ সম্বন্ধে তোমার যা বক্তব্য তাই তুমি বল্‌তে পার, আমার যে সঙ্কল্পে তুমি যোগ দিয়েছ সেই সঙ্কল্প বিষয়ে তুমি যা ইচ্ছা পরামর্শ দিতে পার কিন্তু কাকে আমি ভালবাসি, কাকে আমি ভালবাসি নে সে-সব বিষয়ে কথা কবার তোমার কোন অধিকার নেই।

স্বরজ। যদি আমাদের সঙ্কল্পের সঙ্গে ও-কথার কোন যোগ না থাক্‌তো তা হলে ও বিষয়ে কোন কথা কবার আমার অধিকার

ছিল না আমি স্বীকার করি, কিন্তু বাস্তবিক তা তো নয়, এই প্রেমে হয় আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে, নয় সমস্ত বিফল হতে পারে। হয় আপনি তার দ্বারা কাজ উদ্ধার কর্‌তে পারেন, নয় সে আপনার কাজের প্রতিবন্ধক হতে পারে। আপনি বল্‌চেন এর সঙ্গে আপনার সঙ্কল্পের কোন যোগ নাই?

শুভ। দেখ সুরজ, যার মূল আমার প্রাণের অতি গভীর দেশে নিবদ্ধ—যার শাখা প্রশাখা আমার শিরায় শিরায় বিস্তৃত—প্রাণের রক্ত দিয়ে আমি যাকে এত দিন পোষণ ও বর্দ্ধন ক'রে এসেছি--সে সঙ্কল্প হতে আমাকে কেউ কখন বিচ্ছিন্ন কর্‌তে পার্‌বে না। তবে যদি কোন লতা সেই তরুকে বেষ্টন ও আলিঙ্গন করে তা হলে কি ক্ষতি?—শোন সুরজ—আমি কি উপায় অবলম্বন কর্‌তে যাচ্চি তা শোন—আমি সেই বিশ্বস্তা সরলা বালাকে বুঝিয়ে বল্‌ব যে দেশই আমাদের আরাধ্যা জননী, তিনি পার্থিব পিতা হতে উচ্চ—মাতা হতে শ্রেষ্ঠ, স্বর্গ হতেও গরীয়সী। এ কথা বুঝিয়ে বল্লে আমার বিশ্বাস নিশ্চয়ই সেই পবিত্র-মূর্ত্তি দেবী-প্রতিম বালা আমাদের সঙ্গে কায়মনোবাক্যে যোগ দেবেন—তখন তাঁকে কোন কথা বল্‌তেও হবে না—সেই মহান উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যখন যে উপায় অবলম্বন করতে হবে তখন তিনি আপনা হতেই তাতে যোগ দেবেন।

সুরজ। সে কিন্তু বড় সন্দেহের বিষয়—একে স্ত্রীলোক—তাতে পিতার বিরুদ্ধে—এ কখন হয়?—দেশ, মাতৃভূমি, এই সকল অশ-

ন্নীরী মহান ভাব কি কোন স্ত্রীলোক কখন মনে ধারণা করতে পারে? বলেন কি মহাশয়?

শুভ। সুরজ তুমি তবে এখনো লোক চিন্‌তে পার নি। স্ত্রীলোক হলে কি হয়—তার মুখে যে একটা অসাধারণ উৎসাহের ভাব আমি দেখেছি তা সচরাচর স্ত্রীলোকের মধ্যে দেখা যায় না। সুরজ তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। এতে আমাদের কোন ব্যাঘাৎ ঘট্‌বে না। বরং আমাদের বিশেষ সাহায্য হবে।

সুরজ। আচ্ছা মহাশয় তবে একবার চেষ্টা করে দেখুন কিন্তু অতি সাবধানে অগ্রসর হবেন।

শুভ। সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থেকো।

(উভয়ের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

অরণ্য।

স্বপ্নময়ীর প্রবেশ।

স্বপ্নময়ী। (স্বগত) যাই তবে যাই, তাঁরে মালা দিয়ে আসি।
সত্য কি দেবতা তিনি? লোকে তাই বলে!
দেবতার রুদ্র ভাব দেখিনি ত তাঁর,
তা হলে যে কাছে যেতে মরিতাম ভয়ে!
তবে কি মানুষ তিনি? আহা যদি হন!
যদি হন্, যদি হন্, তা হলে--তা হলে!
কিন্তু সকলেই তাঁরে বলে যে দেবতা।
আহা কে করিবে মোর সংশয় মোচন!
তুই লো গোলাপ সখি, তুই কি জানিস্?
দেবতা কাহারে বলে পারিস্ বলিতে?

(নেপথ্যে কল্পনায় গান শ্রবণ।)

সিন্ধু ঝিঁঝিট।

হাসি কেন নাই ও নয়নে!
ভ্রমিতেছ মলিন আননে!

দেখ সখি আঁখি তুলি
ফুল গুলি ফুটেছে কাননে।
তোমারে মলিন দেখি, ফুলেরা কাঁদিছে সখি
সুধাইছে বন-লতা, কত কথা আকুল বচনে।
এস সখি এস হেথা, একটি কহগো কথা
বল সখি কার লাগি, পাইয়াছ মনব্যথা,
বল সখি মন তোর আছে ভোর কাহার স্বপনে ?

স্বপ্নময়ী। (গান।)

ঝিঁঝিট।

ক্ষমা কর মোরে সখি সুধায়ো না আর
মরমে লুকানো থাক্ মরমের ভার।
যে গোপন কথা সখি
সতত লুকায়ে রাখি,
দেবতা-কাহিনী সম পূজি অনিবার।
সে কথা কাহারো কানে, ঢালিতে যে লাগে প্রাণে,
লুকান' থাক্ তা সখি হৃদয়ে আমার।
পূজা করি,——সুধায়োনা পূজা করি কারে,
সে নাম কেমনে বল প্রকাশি' তোমারে।
আমি তুচ্ছ হতে তুচ্ছ, সে নাম যে অতি উচ্চ,
সে নাম যে নহে যোগ্য এই রসনার।

ক্ষুদ্র ওই বন-ফুল পৃথিবী-কাননে
আকাশের তারকারে পূজে মনে মনে।
দিন দিন পূজা করি, শুকায়ে পড়ে সে ঝরি
আজন্ম নীরবে রহি যায় প্রাণ তার।

স্বপ্ন? (স্বগত) দেবতা না হন যদি বাঁচি তাহা হ'লে!
যত দিন যায়, আর যত দেখি তাঁরে,
ততই মানুষ বলে মনে হয় কেন?
দেবেরে মানুষ বলে ভ্রম হয় কভু?
কখন না—আমি তাঁরে পেরেছি চিনিতে।
না জানি দেবতাদের দেখিতে কেমন!
হেথাকার বন-দেব যদি দেখা দেন,
দেখি তবে তাঁর মুখ তাঁর মত কি না,
একবার ডেকে দেখি বনদেবতারে
ডাকিলে হয়ত তিনি আসিবেন কাছে।

(গান।)

রাগিণী প্রভাতী।

এস গো এস বন-দেবতা
তোমারে আমি ডাকি,
জটার পরে বাঁধিয়া লতা
বাকলে দেহ ঢাকি।

তাপস তুমি দিবস রাত্তি
নীরবে আছ বসি,
মাথার পরে উঠিছে তারা
উঠিছে রবি শশি।
বহিয়া জটা বরষা-ধারা
পড়িছে ঝরি ঝরি,
শীতের বায়ু করিছে হাহা
তোমারে ঘিরি ঘিরি।
নামায়ে মাথা আঁধার আসি
চরণে নমিতেছে,
তোমার কাছে শিখিয়া জপ
নীরবে জপিতেছে।
একটি তারা মারিছে উঁকি
আঁধার ভুরু-পর,
জটার মাঝে হারায়ে যায়
প্রভাত রবি-কর।
ঝড়িছে পাতা, ফুটিছে ফুল
ফুটিছে পড়িতেছে,
মাথায় মেঘ, কতনা ভাব
ভাঙ্গিছে গড়িতেছে।
মিলিয়া ছায়া, মিলিয়া আলো

খেলিছে লুকাচুরি,
আলয় খুঁজে বনের বায়ু
ভ্রমিছে ঘুরি ঘুরি!
তোমার তপ ভাঙ্গাতে চাহে
ঝটিকা পাগলিনী
গরজি ঘন ছুটিয়া আসে
প্রলয়-রব জিনি,
ভ্রূকুটি করি চপলা হানে
ধরি অশনি চাপ,
জাগিয়া উঠি নাড়িয়া মাথা
তাহারে দাও শাপ!
এসহে এস বন-দেবতা,
অতিথি আমি তব
আমার যত প্রাণের আশা
তোমার কাছে কব।
নমিব তব চরণে দেব
বসিব পদ-তলে
সাহস পেয়ে বনবালারা
আসিবে দলে দলে।

(বন-দেবতা বেশে শুভ সিংহের আবির্ভাব।)

স্বপ্ন। (স্বগত) একি!—বন-দেবতা!—তিনি?—এখানে?—

তিনি বনদেবতা!—তিনি তবে সত্যি দেবতা?—দেবতাই তো—প্রণাম করি—আর অত কাছে না—মালাটা দেব?—কাছে যাব?—না এই খানে—

(কিঞ্চিৎ দূর হইতে প্রণাম ও ভূমিতে মালা স্থাপন।)

শুভ। (স্বগত) একি!—আজ এরকম কেন?—অত দূর থেকে প্রণাম?—বোধ হয় ভয় ও বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েছে—আমি বলি আমি বন-দেবতা নই—আমি বলি আমি মানুষ দুর্ব্বল মানুষ—মানুষের সুখ-আশা, মানুষের ভালবাসা, মানুষের দুর্ব্বল হৃদয় নিয়ে আমি জন্মেছি—আমি বলি আমি মানুষ তুমিই দেবতা—তুমিই আমার হৃদয়ের দেবতা——কিন্তু না—আমার সঙ্কল্প, আমার সেই মহান সঙ্কল্প—আমার সেই চির জীবনের সঙ্কল্প তা হলে বিফল হবে—না কখনই না—দেবদেব মহাদেব! এত দিন যদি তোমার বলে আমার হৃদয়কে বলীয়ান করে এসেছ, আজ দেব এই দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে আমাকে পরিত্যাগ করো না।—আমার অন্তরে আবির্ভূত হও—দেব-ভাবে আমার হৃদয়কে পূর্ণ কর—(প্রকাশ্যে)

কুমারী শুনিয়া তব হৃদয়ের বাণী
আজ আসিলাম আমি তোমার সকাশে।
চেয়ে দেখ, চেয়ে দেখ আকাশের পানে
সমস্ত দেশের এই মাথার উপরে
ঘোর নিশীথিনী ভীম পক্ষ বিস্তারিয়া

মহা অভিশাপ এক করিছে পোষণ!
অন্ধকারে চন্দ্র সূর্য্য গিয়েছে হারায়ে।
ঘন ঘোর জলদের ভ্রুকুটির তলে
নীরবে নয়ন মুদি কাঁপিছে ভারত!
আজি এই ঘনীভূত নিশীথের মাঝে
স্তব্ধ জগতের মাঝে একাকী দাঁড়ায়ে
দেবতা কি কথা কহে শোন্ স্বপ্নময়ি—

স্বপ্ন। বল প্রভু শীঘ্র বল শুনিব সে কথা।

শুভ। কে তব জননী তাহা জান কি কুমারী?

স্বপ্ন। আমার জননী নাই, আমি মাতৃহীনা।

শুভ। জননী তোমার আছে কহিনু তোমারে!

স্বপ্ন। জননী আমার আছে?—কোথায়? কোথায়?
কোথা দেব কোথা তিনি? দেখাওনা তাঁকে।

শুভ। কে তোমারে বক্ষে কোরে করেছে পোষণ?
কে তোরে অচল স্নেহে বক্ষে ধরে আছে?
কার স্তনে বহিতেছে জাহ্নবীর ধারা?
ধন ধান্য রত্নে পূর্ণ কাহার ভাণ্ডার?
কে তোরে পোহালে নিশি, প্রভাত হইলে
পাখীদের মিষ্টতম গান শুনাইয়া
শুভ্রতম শান্ততম উষার আলোকে
ধীরে ধীরে ঘুম তোর দেন ভাঙ্গাইয়া?

কে তোরে আইলে রাত্রি বুকে তুলে নিয়ে
নিদ্রারে আনেন ডাকি গেয়ে ঝিল্লি গান ?
জ্যোছনার শুভ্র হস্ত দেহে বুলাইয়া
অনিমেশ তারকার স্নেহ নেত্র মেলি
ঘুমন্ত মুখের পানে রহেন তাকায়ে ?
এমন পাখীর গান, উষার আলোক,
এমন উজ্জ্বল তারা, বিমল জ্যোছনা,
কোথায় কোথায় আছে বিশাল ধরায় ?
কে তোর পিতার পিতা, মাতার জননী ?
কোথা হতে পিতা তব পেয়েছেন জ্ঞান ?
কোথা হতে মাতা তব পেয়েছেন স্নেহ ?
কে তিনি তোমার মাতা জান স্বপ্নময়ি ?

স্বপ্নময়ী। না প্রভু জানি নে।

শুভ। তিনি তোর জন্মভূমি।

স্বপ্ন। আমাদের জন্মভূমি ? তিনিই জননী ?

শুভ। হাঁ তব জননী সেই তোর জন্মভূমি।
সেই মাতা, স্নেহময়ী জননী তোদের
দেখ্ দেখ্ আজি তাঁর একি দুরদশা,
বাম হস্তে ছিল যাঁর কমলার বাস
দক্ষিণ কমল করে দেবী বীণাপাণি
সেই দুই হস্তে আজি পড়েছে শৃঙ্খল।

বিদেশী মোগল যত দলে দলে আসি
দেখ্ চেয়ে দেখ্ তাঁর করে অপমান,
দেখ্ তোর মায়েরে করিছে পদাঘাত!

স্বপ্ন। অপমান! পদাঘাত! সে কি কথা প্রভু?

শুভ। অপমান নয়? দেব-মন্দির সকল
চূর্ণ চূর্ণ করিতেছে ম্লেচ্ছ পদাঘাতে,
বেদ মন্ত্র ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতেছে লোপ—
গো-হত্যা নির্ভয়ে করে রাজপথ মাঝে—
অপমান নয়? অপমান বলে কারে?

স্বপ্ন। থাম দেব—থাম দেব—বুক ফেটে যায়।
গো-হত্যা! ধর্ম্মলোপ! অপমান নয়?
প্রতিকার কিসে হবে শীঘ্র বল প্রভু।

শুভ। শোধ তুলিবার যদি বল নাহি থাকে
পাষাণ নয়নে কিরে অশ্রুজল নাই?
ভয়ার্ত্ত হৃদয়ে কিরে রক্তবিন্দু নাই?
আর কিছু নাহি থাকে মরণ কি নাই?
যাহাঁর প্রসাদে আজি লভিয়া জনম
হয়েছিস বশিষ্ঠের অর্জ্জুনের বোন্
তাঁর অপমানে আজ মরিতে নারিবি?

স্বপ্ন। মরিব মরিব দেব এখনি মরিব।

শুভ। সঁপিবি দেশের কার্য্যে কুমারী জীবন

অমর জীবন পাবি তার বিনিময়ে।
সকলে জীবন পায় মরিবার তরে
তুই বাঁচিবার তরে পাইবি মরণ।
সেই তোর জননীর সুবিমল যশ
সে যশে যে করে বিন্দু কলঙ্ক অর্পণ
তাদের যে মিত্র বলি আলিঙ্গন করে
যদি বা সে ভাই হয়, পুত্র, পিতা হয়
তবু সে মায়ের শত্রু, শত্রু সে দেশের।
ভাই বল বন্ধু বল, পুত্র পিতা বল
মাতৃভূমি চেয়ে কেহ নহে আপনার।

স্বপ্ন। ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ সেই নরাধমে
ভাই হোক্ পিতা হোক্, শত্রু সে দেশের।

নেপথ্যে। ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ সেই নরাধমে
ভাই হোক্ পিতা হোক্ শত্রু সে দেশের।

স্বপ্ন। ভাই হোক্ পিতা হোক্ শত্রু সে আমার।

শুভ। তবে শোন স্বপ্নময়ি শোন মোর কথা,
জান কে সে শত্রু তব ?

স্বপ্ন। না দেব জানি না।

শুভ। সে শত্রু তোমার পিতা

স্বপ্ন। পিতা ?—পিতা মোর ?—

শুভ। সে শত্রু তোমার পিতা, যবনে যে জন

আপনার প্রভু বলে করেছে বরণ।
মায়ের কোমল হস্তে শৃঙ্খল আঁটিতে,
যে জন মোগল সাথে করিয়াছে যোগ,
মায়েরে যে বিদেশীরা করে অপমান,
তাদের যে হাসি মুখে করে সমাদর
সে জন তোমার পিতা, শত্রু সে তোমার।

স্বপ্ন। পিতা শত্রু ? পিতা ?—প্রভু দেবতা কি তুমি ?
পিতা যাঁরে ভক্তি করি সেই পিতা শত্রু ?

শুভ। হাঁ স্বপ্ন নিশ্চয় ইহা দেবতার বাণী।
নিতান্ত সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি মর্ত্ত্য মানবের,
দেবতা দেখিতে পান কে আত্ম কে পর,
কে পিতা কে পিতা নয়, কে মিত্র কে অরি।

স্বপ্ন। তুমি কি বলিছ দেব, পিতা শত্রু মোর ?
একি সত্য শুনিতেছি, একি স্বপ্ন নয় ?

শুভ। দেশের অরাতি যদি শত্রু হয় তোর,
তবে তোর পিতা শত্রু কহিলাম তোরে।
আজ এই মহাব্রত কররে গ্রহণ
ঊর্দ্ধ কণ্ঠে উচ্চারণ কর্ এই কথা;
"অযুত ভারত-বাসী মোর ভাই বোন্
একমাত্র মাতৃভূমি মোর পিতা মাতা।"

স্বপ্ন। অযুত ভারত-বাসী মোর ভাই বোন্

একমাত্র মাতৃভূমি মোর পিতা মাতা।

শুভ। ওই শোন্ ওই শেখ্ ওই তোর গান্

(নেপথ্যে চারিদিক হইতে গান)

বাহার।

দেশে দেশে ভ্রমি তব দুখ-গান গাহিয়ে

নগরে, প্রান্তরে, বনে বনে, অশ্রু ঝরে দুনয়নে।

পাষাণ-হৃদয় কাঁদে সে কাহিনী শুনিয়ে,

জ্বলিয়া উঠে অযুত প্রাণ, এক সাথে মিলি এক গান গায়,

নয়নে অনল ভায়, শূন্য কাঁপে অভ্রভেদী বজ্র নির্ঘোষে,

ভয়ে সবে নীরবে চাহিয়ে।

ভাই বন্ধু তোমা বিনা আর মোরকেহ নাই,

তুমি পিতা, তুমি মাতা, তুমি মোর সকলি।

তোমারি দুঃখে কাঁদিব মাতা, তোমারি দুখে কাঁদাব,

তোমারি তরে রেখেছি প্রাণ, তোমারি তরে ত্যজিব

সকল দুঃখ সহিব সুখে তোমারি মুখ চাহিয়ে।

(স্বপ্নময়ীর এই গানে যোগ)

শুভ। ভবিষ্যৎ আমি ওই পেতেছি দেখিতে,

তোর এ দুর্ব্বল হাতে ভারতের পাশ

একেবারে শত ভাগে ছিন্ন হয়ে যাবে।

তুই রে কুমারী তোর নাইক সন্তান

সমস্ত ভারতবাসী মা বলিবে তোরে,

সমস্ত ভারতবাসী হইবে সন্তান।
তবে আয় এই বেলা, বিলম্ব কিসের,
জননীরে ত্যজিস্‌নে বিপদের দিনে।
তোর মুখে দেখিতেছি উষার কিরণ
নিশীথেরে না বিনাশি যাস্‌নে চলিয়া।
স্বপ্নময়ি তোর পিতা শত্রু ভারতের—

স্বপ্ন। আবার বলিছ প্রভু শত্রু মোর পিতা ?

শুভ। হোন্ দেখি পিতা তোর এই ব্রতে ব্রতী,
দিন দেখি ধন রত্ন স্বদেশের তরে,
রণভূমে দিন দেখি অকাতরে প্রাণ
তবে তো জানিব মিত্র দেশের, নতুবা
স্বপ্নময়ি তোর পিতা শত্রু ভারতের,
স্বপ্নময়ি তোর পিতা শত্রু দেবতার,
স্বপ্নময়ি তোর পিতা স্বয়ং শত্রু তোর।

(অন্তর্ধান।)

স্বপ্ন। (স্বগত) একি হল! একি হল! কোথায়?—সকলি কি স্বপ্ন?—পিতা আমার শত্রু?—দেবতার মন্দির সকল যারা চূর্ণ কচ্চে, প্রকাশ্য স্থানে গোহত্যা কচ্চে—মায়ের এত অপমান কচ্চে—সেই মোগলদের সঙ্গে পিতার বন্ধুত্ব?—একি কখন হতে পারে?—তিনি কি দেশের জন্য, তিনি কি মায়ের জন্য তাঁর ধন রত্ন সর্ব্বস্ব দিতে

পারেন না?—তাঁর প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারেন না? যাই তাঁর কাছে।

(" দেশে দেশে ভ্রমি তব দুখ গান গাহিয়ে "

এই গান গাহিতে গাহিতে প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রহিম খাঁর বাটী।

রহিম খাঁ।

রহিম। (স্বগত) মদ তো ধরিয়েছি—এখন প্রমদা—কিন্তু তার স্ত্রীকে সে যে রকম ভাল বাসে তাতে বড় সন্দেহ হয়। কিন্তু জেহেনাকে একবার যদি দেখাতে পারি তা হলে নিশ্চয়ই কার্য্য সিদ্ধি হবে—আমার স্ত্রীর এমন একটা মোহিনী শক্তি আছে যে তাকে দেখ্‌লেই কেমন লোকের মাথা ঘুরে যায়, আমারই অষ্ট প্রহর ঘুর্‌চে তো অন্যের! কিন্তু আবার হিতে বিপরীত হবে না তো? আমার নিজের মাথা নিজে খাচ্চি নে তো?—না, তার কোন ভয় নেই। আমাকে সে যে রকম ভাল বাসে, আমাকে একটুখানি না দেখ্‌তে পেলে যে রকম ছট ফট করে—না

তার কোন ভয় নেই—একবার স্ত্রী থেকে জগতের মনটা একটু ছিনিয়ে আন্‌তে পার্‌লে আর ভাবনা কি—তখন আমার ইচ্ছে মত তাকে হাবু-ডুবু খাওয়াতে পারব। আর জগৎকে যদি এই রকম ক'রে ভুলিয়ে ভালিয়ে রাখ্‌তে পারি—তা হলে নিশ্চয়ই আমাদের কার্য্য উদ্ধার হবে। এই যে জেহেনার পায়ের শব্দ শুন্‌তে পাচ্চি এই ব্যালা—

(তাড়াতাড়ি পালঙ্কে শয়ন ও অসুখের ভাণ।)

আ!—উঃ!—বাবা!—গেলুম!—

(জেহেনার প্রবেশ।)

জেহেনা। (স্বগত) অমন তর কচ্চে কেন? ও বুঝেছি।—আমাকে দেখ্‌লেই রোগে ধরে—বুড় বয়সে কত সাধই যায়—(প্রকাশ্যে) ও মা! কি হয়েছে?—কি হয়েছে? (রহিমের মস্তকের নিকট উপবেশন) অমন কচ্চ কেন রহিম?

রহিম। (অতি কাতর ও মৃদুস্বরে) এসেছ?—

জেহেনা। আমি তোমাকে দেখ্‌বার জন্যে দৌড়ে এসেছি—কি হয়েছে রহিম? অসুখ কচ্চে?

রহিম। (অতি মৃদু স্বরে) মাথা ধরেছে, চোক্ চাইতে পাচ্চি নে।

জেহেনা। আহা হা, মাথা ধরেছে? আমার কেন ধর্‌ল না?

আহা এই টিপে দিচ্চি (মাথা টিপিতে টিপিতে)—আমি কত মনে করতে করতে আস্‌চি তোমার হাসি মুখ দেখ্‌ব, না শেষে কি না এই—(ক্রন্দন)

রহিম। উঃ—আঃ—বাবারে—বাবারে—গেলুম !—

জেহেনা। রহিম—আমার বুক্ ফেটে গেল—আর পারিনে—এখনি একজন হাকিমকে ডেকে আনি।

রহিম। হাকিম ? না জেহেনা—অনেকটা ভাল হয়ে এসেছে—আমি উঠে বস্‌চি।

জেহেনা। না তুমি শোও, আমি হাকিমকে এখনি ডেকে আনি, আমার বড় ভাবনা হয়েছে।

রহিম। না জেহেনা—তোমার হাতের কোমল স্পর্শে আমার সব সেরে গেছে, আর কিছু নেই। এস এখন একটু গল্প করি।

জেহেনা। হাঁ রহিম একটু গল্প কর—তোমার গল্প শুন্‌তে আমার বড় ভাল লাগে—দেখ আমি অনেক লোকের গল্প শুনেছি কিন্তু—(লজ্জার ভাণ) না না কিছু নয়।—না না আমি তা বল্‌চিনে—তা বল্‌চিনে।

রহিম। না না বল না জেহেন্—বল না, আমার মাথা খাও।

জেহেনা। না না না আমার লজ্জা করে—

রহিম। লজ্জা কি—আমার কাছে লজ্জা কি ?

জেহেনা। এই বল্—ছি—লু-- ম—অনেকের গল্প শুনেছি কিন্তু

এমন মিষ্টি—রসিকতা—(লজ্জার হাসি হাসিয়া) নানা নানা বল্‌ব না—(মুখে অঞ্চল প্রদান)

রহিম। আমার গল্প শুন্‌তে ভাল লাগে, এই বল্‌চ?—তুমি আমার গেজেল—তুমি আমার জানি (আদর করত) দেখ জেহেনা—এবার চালের দরটা খুব কমে গেছে। কম্‌বে না কেন? দশ হাজার মন এখানে মজুদ ছিল।

জেহেনা। দশ হাজার মন? এত?

রহিম। তার মধ্যে বাকুড়ো থেকে পাঁচ হাজার মন আমদানি হয়—আর বীরভূম থেকে পাঁচ হাজার মন। এই দশ হাজারের মধ্যে সরু চাল ছিল তিন হাজার আর মোটা চাল ছিল সাত হাজার মন—এই যে তিন হাজার মন সরু চাল ছিল আমি মনে করেছিলুম কিছু ধরে রাখি—আর খুব সস্তায় পাচ্ছিলুম নাকি—

জেহেনা। (স্বগত) এ অসহ্য! (প্রকাশ্যে) তা কিন্‌লে না কেন?

রহিম। গদাধর পাল আমাকে অনেক অনুরোধ কর্‌লে—বল্লে—কেনো না খাঁ সাহেব—এমন সস্তা আর হবে না। আমি মনে কর্‌ল্লেম খাঁ সাহেব ধাপ্পা বাজিতে ভোলেন না। আমি আর বুঝিনে তোমার মৎলব?—তার আগেই আমি খবর পেয়েছিলুম যে তার চালের বস্তা জলে ডুবেছিল, সেই চাল আমাকে গতাবার চেষ্টা। তা আমি ভাবলুম বেচারা কষ্টে পড়েছে—ওর উপকারের জন্যে নয় কিছু নি—কিন্তু সে ভয়ানক চড়া দাম বল্‌তে লাগ্‌ল—আমি

বল্লুম—বটে ?—আমি কি তোমার মালের খবর জানিনে ?—তুমি জলে-ডোবা বস্তা আমাকে বিক্রী করতে এসেছ? ১০ই তারিখে রাত্তির দুপুরের সময় বাজু ঘাটের পাঁচ রসি তফাতে তোমার নৌকা ডুবি হয়—আর কেউ জানে না বটে কিন্তু আমি জানি—সে তো একেবারে অবাক্—সে বল্লে—আপনি অমনি নিয়ে যান্—আমি এক পয়সাও চাই নে। আমি বল্লুম—(হাসিয়া) তোমার নৌকাও ডুবি হয়—তুমিও ডুবে ডুবে জল খাও—তোমাদের শিব টের না পেতে পারে কিন্তু রহিম খাঁ তোমাদের শিবের বাবা। তাঁর কাছে কিছুই ছাপা থাকে না।

জেহে। রহিম খাঁ শিবের বাবা!—হি—হি—হি—হি—এমন কথাও কখন শুনিনি—হি—হি—হি—হি—রহিম আর হাসিও না—আমার পাঁজ্‌রা ব্যথা কচ্চে—শিবের বাবা! হি—হি—হি—তোমার কথা শুন্‌লে এমন হাসি পায়। তোমার রহিম কি বুদ্ধি—সব অমনি পেয়ে গেলে ?

রহিম। আমার কাছে চালাকি করতে এসেছিল—কিন্তু অমনি আমি নিলুম না—মনে কল্লুম গরিব বেচারা, তাই প্রতি বস্তায় দুই দুই পয়সা ধরে দিলুম। তার পর যখন এখান থেকে দিল্লিতে চাল রপ্তানি হল—দশ হাজারের মধ্যে কানপুরে গিয়েছিল কত ভুলে যাচ্চি——

জেহেনা। (স্বগত) আর তো পারি নে—আমদানিতেই রক্ষা নেই আবার রপ্তানি! (প্রকাশ্যে) হি—হি—হি—হি—ঐ কথাটা

ক্রমাগত মনে পড়ছে—হি—হি—হি—শিবের বাবা—না রহিম তোমার গল্প আর শোনা হবে না—তুমি বড় লোককে হাসিয়ে হাসিয়ে মার—না আর হাস্‌ব না (গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়া) রহিম তোমার কিন্তু এ ভারি অন্যায়—

রহিম। অন্যায়—সে কি ?

জেহেনা। তুমি যে এত পরের উপকার করে মর, ব্যামো হ'লে তোমাকে একবার কেউ দেখ্‌তেও আসে না—অথচ পরের জন্যেই ঘুরে ঘুরে তোমার মাথা ধরে—এই রকম উপকার না কর্‌লেই কি নয় ?

রহিম। কি জান জেহেন—কেমন একটা আমার স্বভাব হয়ে পড়েছে—পরের উপকার না ক'রে আমি থাক্‌তে পারি নে—এই দেখ না কেন, জগতের চরিত্র ভাল করবার জন্যে আমি কত চেষ্টা কচ্চি—সে কি একবার ভুলেও আমার কাছে আসে ?—তার স্ত্রীকে গান শেখাবার জন্যে তোমাকে যে আমি অনায়াসে একজন পরের বাড়িতে পাঠিয়ে দিলুম—সে কেবল জগৎকে ভাল বাসি বলে।—এমন কি, জগৎ যদি তোমাকে কখন দেখেও ফ্যালে তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। না হলে—তুমি তো আমার ভাব জ্ঞান—যে স্ত্রী পরপুরুষের ছায়া মাড়ায় তাকে আমার ইচ্ছে হয় তখনি টুক্‌রো টুক্‌রো করে কেটে ফেলি। তার স্ত্রীকে মনোযোগ দিয়ে শেখাও তো জেহেন ?

জেহেন। রহিম তোমাকে স্পষ্ট কথা বলি, আমার সেখানে যেতে ভাল লাগে না—আমার ইচ্ছে করে তোমার কাছে আমি

অষ্ট প্রহর থাকি—তোমার সব মজার গল্প শুনি—তোমার গল্প শুন্‌তে আমার এমন ভাল লাগে !—

রহিম। কি কর্‌বে বল—দিন কতক কষ্ট সহ্য ক'রে থাকো—পরের উপকারের জন্য কি না করা যায় ?—আচ্ছা, জগৎ কি উঁকি ঝুঁকি মারে ?

জেহেনা। তা বল্‌চি রহিম—সে হবে না—পুরুষ মানুষ এলে আমি তখনি পালাব—মেয়ে মানুষের সঙ্গেই যা আমার কথা কইতে লজ্জা করে—

রহিম। না তা আমি বল্‌চি নে—বল্‌চি যদি দূর থেকে উঁকি মারে, তা হলে কি কর্‌বে বল ?—নইলে জগৎ আমার স্ত্রীর সঙ্গে বোসে কথা কবে—এত বড় স্পর্দ্ধা—তা হলে তখনি আমি তাকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে কেটে ফেল্‌ব না ?—রহিম খাঁ বড় সহজ লোক নয় !—জেহেন আমি চল্লেম।

জেহেন। (সোহাগের স্বরে) আবার কখন আস্‌বে ?—তুমি গেলে আমি কি করে থাক্‌ব ?

রহিম। আমি এলেম বলে। (প্রস্থান।)

জেহেন। তুমি গেলেই বাঁচি—আঃ আমদানি রপ্তানিতে জ্বালাতন করেছে। আমিও এই ব্যালা সখির বাড়িতে যাই।

(প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজবাটী।

উদ্যান।

রাজা। (স্বগত) ১৫ই দিনটা বড় ভাল হয়েছে, সেই দিন আবার সম্রাট্ আরংজীবের জন্মদিন। দিনের ব্যালা দরবার হবে—রাত্রে শুভ বিবাহ। সে দিন কি আনন্দের দিন! জামাইটি আমার ঠিক্ মনের মত হয়েছে। ষড়দর্শন কণ্ঠস্থ, এর চেয়ে আর কি হতে পারে? (নেপথ্যে গান।—"দেশে দেশে ভ্রমি তব দুখ গান গাইয়ে") ও কে ও?—স্বপ্নময়ী যে!—কি গান গাচ্চে?—"দেশে দেশে ভ্রমি তব গুণ গান গাইয়ে"—কার গুণ গান না জানি গাচ্চে।

(স্বপ্নময়ীর প্রবেশ।)

স্বপ্ন। ওই যে পিতা, ওঁকে জিজ্ঞাসা করি উনি জননীকে ভাল বাসেন কি না।

রাজা। মা! তুমি কার গুণ গাইচ মা?

স্বপ্ন। পিতা—জননীর দুঃখ গান।

রাজা। তোর জননীর গুণ গান?—আহা! এখনও তাকে ভুলিস্‌নি? বাস্তবিক তোর জননীর গুণ এক মুখে ব্যক্ত করা যায় না—হা! (দীর্ঘ নিঃশ্বাস)

স্বপ্ন। পিতা—আমি মার কথা বল্‌চি নে—ইনি আমারও জননী, তোমারও জননী, আমার মায়েরও জননী।

রাজা। সকলের জননী?—ও! জগৎজননী দেবী ভগবতীর কথা বল্‌চ?—আ! তাঁর গুণ বর্ণনা কে কর্‌তে পারে?—পতিত-পাবনী সনাতনী কলুষনাশিনী আহা—মা তোমার এত অল্প বয়সে ধর্ম্মে মতি দেখে বড় আহ্লাদ হল।

স্বপ্ন। পিতা, আমি দেবী ভগবতীর কথা বল্‌চি নে। ইনি জননী জন্মভূমি।

রাজা। জননী জন্মভূমি?—তুমি বাছা একথা জান্‌লে কি ক'রে?—শাস্ত্রে আছে বটে—"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

স্বপ্ন। কে আমারে বক্ষে ক'রে করেছে পোষণ?
কে মোরে অচল স্নেহে বক্ষে ধরে আছেঁ?
কার স্তনে বহিতেছে জাহ্নবীর ধারা?
ধন ধান্য রত্নে পূর্ণ কাহার ভাণ্ডার?
কে মোর পিতার পিতা, মাতার জননী?
কোথা হতে পিতা মোর পেয়েছেন জ্ঞান?

কোথা হতে মাতা মোর পেয়েছেন স্নেহ ?
কে তিনি আমার মাতা ?—তিনি জন্মভূমি।

রাজা। (বিস্মিত ভাবে) এ সব কোথা থেকে তুই শিখ্‌লি ?—অ্যাঁ ?—আহা বড় চমৎকার কথা গুলি !—তোর যে এত জ্ঞান হয়েছে তা আমি জান্‌তেম না—সবাই তোকে পাগ্‌লি বলে উড়িয়ে দেয়—এতো ওড়াবার কথা নয়—আমি মন্ত্রীকে ডেকে আনি—তত্ত্ববাগীশ মহাশয়কে ডেকে আনি—তারা এই কথা গুলি একবার শুনুক্—শাস্ত্রেতেও এমন কথা শুনিনি—কে আচিস্ ওরে!—মন্ত্রীকে ডাক্ তো—আহা আহা চমৎকার—এই যে মন্ত্রী এসেছে।

(মন্ত্রীর প্রবেশ।)

মন্ত্রী। মহারাজ!

রাজা। মন্ত্রি! স্বপ্নময়ীর এমনতর জ্ঞান জন্মেছে আমি তা জান্‌তেম না—চমৎকার সব কথা বল্‌চে—এমন কথা আমি শাস্ত্রেও শুনিনি—শাস্ত্রে বলেছেন বটে জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী—কিন্তু সে এ রকম না—মন্ত্রি তুমি একবার শোন—মা সেই কথাগুলি আবার একবার বল তো।

স্বপ্ন। হাঁ সেই জননী মম মোর জন্মভূমি,
সেই মাতা স্নেহময়ী জননী মোদের
দ্যাখো দ্যাখো আজি তাঁর একি দুরদশা,
বাম হস্তে ছিল যাঁর কমলার বাস

দক্ষিণ কমল করে দেবী বীণাপাণি
সেই দুই হস্তে আজি পড়েছে শৃঙ্খল।

রাজা। আহা! শুন্‌লে মন্ত্রি, চমৎকার কথা না?—এ সব শিখ্‌লে কোথা থেকে তাই আমি আশ্চর্য্যি হচ্চি, আর কিছু না।—আবার "শৃঙ্খল" কথাটা কেমন ওখানে বশিয়েছে দেখেছ?—শৃঙ্খল অর্থাৎ বন্ধন।—শাস্ত্রে আছে "বন্ধোহি বাসনাবন্ধোমোক্ষঃ স্যাদ্বাসনাক্ষয়ঃ" "বাসনা দ্বারা যে বন্ধন সেই বন্ধন, এবং বাসনার যে ক্ষয় সেই মোক্ষ।" শাস্ত্রে আরও বলেছেন, "দে পদে বন্ধমোক্ষায় মমেতি নির্মমেতি চ।" মম অর্থাৎ "আমার" এইরূপ যে দৃঢ় জ্ঞান তাহাই জীবের বন্ধের কারণ"—তবে দেশের বন্ধন কি?—না—আমার দেশ, আমার দেশ এই যে জ্ঞান—অতএব "আমার দেশ আমার দেশ"—এই যে ভ্রম—এই যে বন্ধন—যখন ঘুচ্‌বে তখনি দেশ মুক্ত হবে।—বাঃ চমৎকার। "সেই দুই হস্তে পড়েছে শৃঙ্খল!" কি চমৎকার!—শুধু দেশ কেন—"ভোগেচ্ছামাত্রকো বন্ধঃ"—ভোগেচ্ছা মাত্রই বন্ধন।

মন্ত্রী। মহারাজ!—কথা গুল আমার বড় ভাল ঠেক্‌চে না।—আপনি যে অর্থ কচ্চেন বোধ হয় ওর অর্থ তা নয়।

রাজা। তুমি বল কি মন্ত্রি—আমি যা অর্থ কচ্চি তা ঠিক্ হচ্চে না?—আমার চেয়ে তুমি শাস্ত্র বেশি জান?—হাহাহাহা—শাস্ত্র বিষয়ে তুমি কথা কইতে এসো না—কি ক'রে অর্থ-সংগ্রহ হবে, কি করে প্রজাশাসন হবে সে সব বিষয় তুমি জানো বটে—কিন্তু এ সব তোমার অনধিকার চর্চ্চা।

মন্ত্রী। আজ্ঞা মহারাজ—

স্বপ্ন। " বিদেশী মোগল যত দলে দলে আসি
দেখ চেয়ে দেখ তাঁর করে অপমান
দেখ ওই মায়েরে করিছে পদাঘাত "

রাজা। সে কি কথা?—মোগল?—দেশের সঙ্গে মোগলের সম্বন্ধ কি? অপমান!—পদাঘাত!—সে কি?

মন্ত্রী। মহারাজ—এ বিদ্রোহ! এ বিদ্রোহ।—ও কথা শুন্‌বেন না—এখনি সর্ব্বনাশ হবে!—এখনি সর্ব্বনাশ হবে—কি ভয়ানক!

রাজা।—অ্যাঁ?—কি!—বিদ্রোহ!—না মন্ত্রি তুমি বুঝ্‌চ না—মা, তুমি আগে যে কথাগুলি বল্‌ছিলে সে তো বেশ—এখন কি বল্‌চ?—পদাঘাত!—অপমান!—

স্বপ্ন। " অপমান নয়?—দেব-মন্দির সকল
চূর্ণ-চূর্ণ করিতেছে ম্লেচ্ছ-পদাঘাতে,
বেদ মন্ত্র ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতেছে লোপ,
গো হত্যা নির্ভয়ে করে রাজপথ মাঝে,
অপমান নয়?—অপমান বলে কারে?"

রাজা। মন্ত্রি?—মন্ত্রি!—একি!—একি কথা বলে?—না না না—এ কি! -এসব কি? এযে বিদ্রোহ বিদ্রোহ ঠেক্‌চে—এ কে শেখালে?—মা তুমি যাও, এ সব কথা মুখে এনো না—ও ভাল কথা নয়—মন্ত্রি,—একি? অ্যাঁ?

মন্ত্রী। মহারাজ আমি তো বলেই ছিলেম—

রাজা। তাই তো—তাই তো।—

স্বপ্ন। সেই মোর জননীর সুবিমল যশ—
সে যশে যে করে বিন্দু কলঙ্ক অর্পণ
তাদের যে মিত্র বলি আলিঙ্গন করে,
যদি বা সে ভাই হয়, পুত্র, পিতা হয়,
তবু সে মায়ের শত্রু, শত্রু সে দেশের।
ভাই বল বন্ধু বল পুত্র পিতা বল
মাতৃভূমি চেয়ে কেহ নহে আপনার।

রাজা। এ কি কথা! এ কি কথা!—থামো স্বপ্নময়ি—আর না—আর না—

মন্ত্রী। রাজকুমারী ও কথা আর মুখে এনো না—কি সর্ব্বনাশ কর্‌চ তা কি তুমি জানো না?—কে এই সকল কথা শুনে ফেল্‌বে—কি সর্ব্বনাশ!

রাজা। তাইতো একি!—মন্ত্রি!—তুমি এখন যাও মা—ও সব কথা খবর্দ্দার মুখে এনো না—যাও—

স্বপ্ন। ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ সেই কাপুরুষে,
ভাই হোক্, পিতা হোক্ শত্রু সে দেশের।

(স্বপ্নের সবেগে প্রস্থান।)

রাজা। এ কি ব্যাপার? মন্ত্রি?

মন্ত্রী। ব্যাপার আর কি মহারাজ, এ বিদ্রোহ—আপনি তো শাসন কর্‌বেন না—সম্রাট টের পেলে বলুন দেখি কি সর্ব্বনাশ হবে?

রাজা। তাই তো—তাই তো।—মন্ত্রি এখনি তুমি ওকে শাসন করে দেও—আমি তোমার উপর সমস্ত ভার দিলুম। বুঝেছ মন্ত্রি বুঝেছ?—কি সর্ব্বনাশ, বোধ হয় বিবাহ দিলেই সব সেরে যাবে। না মন্ত্রি?—

মন্ত্রী। মহারাজ বিবাহটা যত শীঘ্র দেওয়া হয় ততই ভাল—কিন্তু আপনি যদি কোন আপত্তি না করেন তো একটা কথা বলি।

রাজা। আপত্তি কি?—কোন আপত্তি নেই, যা তোমার ইচ্ছে কর না।

মন্ত্রী। মহারাজ, বিবাহের দিন পর্য্যন্ত রাজকুমারীকে একটা ঘরে বন্ধ করে রাখ্‌তে হবে—রাজকুমারী একজন সন্ন্যাসীর কাছে যাতায়াত করে আমি শুনেছি—সেই সন্ন্যাসীকে শীঘ্র গেরেফতার কর্‌তে হবে।

রাজা। এখনি এখনি এখনি—কে সে? শীঘ্র তাকে গেরেফ্‌তার করগে—তবে দেখ মন্ত্রি স্বপ্নকে ধরে রেখো কিন্তু যেন কষ্ট না পায়—বুঝেছ—বুঝেছ মন্ত্রি?

মন্ত্রী। মহারাজ তা আমাকে আর বল্‌তে হবে না (স্বগত) রাজকুমারীকে আট্‌কে রাখা বড় সহজ নয়, রীতিমত কারাগৃহে বন্ধ ক'রে না রাখলে চল্‌বে না।

রাজা। এস তবে এখন যাওয়া যাক্।

(উভয়ের প্রস্থান।)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

রাজবাটীর অন্তঃপুর।

(সুমতির প্রবেশ।)

সুমতি। (স্বগত) আহা জেহেনা বড় ভাল লোক, এমন লোক আমি কখন দেখিনি—মুসলমানদের ভিতর এমন ভাল লোক আছে আমি তা জান্‌তেম না—আমাকে সে কি ভয়ানক ভাল বাসে। এখ-নও আস্‌চে না কেন? তার তো আস্‌বার সময় হয়েছে। ওই বুঝি আস্‌চে—

(জেহেনার প্রবেশ।)

সুমতি। এস জেহেনা।

জেহে। আমার সই—আমার সই—আমার প্রাণের সই!

(জেহেনা দৌড়িয়া আসিয়া সুমতিকে আলিঙ্গন ও চুম্বন।)

সুমতি। আজ এত দেরি কর্‌লে কেন? আমি তোমার জন্যে কতক্ষণ-ধরে বসে আছি।

জেহেনা। বল্‌চি ভাই—আগে তোমাকে চুম খেয়ে মনের সাধ মিটিয়ে নিই। (ঘন ঘন চুম্বন।) দেরি হল কেন জিজ্ঞাসা কর্‌চ? না ভাই সে আর জিজ্ঞাসা কর না। (হঠাৎ বিষণ্ণ ভাব ধারণ)

সুমতি। কেন অমন বিষণ্ণ হয়ে পড়্‌লে জেহেনা? বল না কি হয়েছে?—

জেহেনা। আমার যা অদৃষ্টে আছে তা আমি ভোগ কর্‌চি, তা বলে তোমাকে কেন ভাই একটুও কষ্ট দিতে যাব।

সুমতি। আমাকে বল্‌বে না?—বলনা জেহেনা।

জেহেনা। আমি তো ভাই তোমাকে এক দিন সব বলেছিলুম। আমার পোড়া অদৃষ্ট—আমাকে কেউ ভাল বাসে না—মা না, বাপ না, স্বামী না, কেউ না। আমি তাঁদের দোষ দিই নে। আমার কি গুণ আছে যে তাঁরা ভাল বাসবেন। আর স্বামী তো আমার দেবতা, তাঁর দোষ কি? তাঁর গুণ আমি এক মুখে বল্‌তে পারিনে—তাঁর মত লোক পৃথিবীতে কি আর আছে? আহা আমার ভাই মন কেমন কচ্চে—আর থাকা হল না—একবার ভাই তাঁকে দেখে আসি। (উত্থানোদ্যম।)

সুমতি। এর মধ্যেই যাবে?—না তা হবে না—একটু বোসো—তুমি কি এক দণ্ডও তাঁকে না দেখে থাক্‌তে পার না?

জেহেনা। আমাকে ভাই কি একটা রোগে ধরেছে—তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেই তোমার জন্যে ভাই মন ছট্‌ফট্

করে—আবার তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলেই আবার তাঁর জন্যে মন ছট্‌ফট্‌ করে। এই তিনি আর তুমি—তুমি আর তিনি—এই রকম করেই আমার দিনটা ভাই কেটে যায়। মাইরি, তুমি ভাই কি একটা যাদু জানো, নইলে এত শীঘ্‌ঘির কি করে আমাকে বশ করলে?

সুমতি। (লজ্জিত হইয়া) হ্যাঁ আমি আবার যাদু——(তাড়াতাড়ি) তুমি কেন দেরি কর্‌লে তা তো বল্লে না জেহেনা—

জেহেনা। এখনও তোমার তা ভাই মনে আছে? আমি মনে করেছিলুম ভুলে গেছ। আমার ভাই একটু রাঁধ্‌তে, দেরি হয়ে গিয়েছিল—তাই আমার স্বামী—তাঁর কোন দোষ নেই—আমাকে খাটের খুরোতে বেঁধে রেখে দিয়েছিলেন।

সুমতি। (আশ্চর্য্য হইয়া) একটু রাঁধ্‌তে দেরি হয়েছিল বলে বেঁধে রেখে দিয়েছিলেন?—ওমা! এ কি রকম স্বামী। তোমার উপর এত অত্যাচার করেন—আর তুমি বলচ তাঁর কোন দোষ নেই?—তোমার কি ভয়ানক স্বামিভক্তি!

জেহেনা। তা ভাই তাঁর তাতে দোষ কি? আমারই দোষ। আমার রাঁধতে দেরি না হলে তো তিনি ও-রকম করতেন না। আর অন্য স্বামী হলে চাবুক মারতো, তিনি তো সুধু কেবল চড় মেরেছিলেন।

সুমতি। আবার চড় মেরে ছিলেন? এই কি তোমার ভাল স্বামী জেহেনা? কি ভয়ানক!

জেহেনা। না ভাই তুমি অমন করে আমার স্বামীর দোষ দিও না, তুমি ভাই আমাকে কিছু বল্লে আমার ভারি কষ্ট হয় (ক্রন্দনের ভান)

সুমতি। না আমি আর কিছু বল্‌ব না—তুমি কেঁদনা। (স্বগত) এই স্বামীকে এত ভক্তি—আমার স্বামীর ব্যবহার দেখ্‌লে জেহেনা না জানি কত সুখ্যাতি করে। আর জেহেনা যে রকম ভাল লোক তাঁব সঙ্গে একবার আলাপ করিয়ে দিতে হবে—তা হলে তিনি বুঝতে পারবেন কত ভাল। (প্রকাশ্যে) আমার স্বামীও ভাই খুব ভাল লোক—তুমি তাঁকে একবার দেখ্‌বে জেহেনা?

জেহেনা। ও মা, ও মা, ও মা, তা হলে লজ্জায় একেবারে মবে যাব—হাজার হোক্ পর পুরুষ—ওমা সে কি হয়। তবে, তিনি ভাই তোমার স্বামী—সেই এক কথা, অত পর ভাবলে তোমার যদি কষ্ট হয়—তোমাকে ভাই একটুও কষ্ট দিতে আমার ইচ্ছে করে না— পর পুরুষ বল্লুম বলে তোমাব কি ভাই কষ্ট হল?

সুমতি। তা তুমি তাঁকে অত পর ভাবলে আমার কষ্ট হবে না?

জেহেনা। না না ভাই, আমার মনের ভাব তা ছিল না—তবে কি না, আমার অভ্যাস নেই তাই বল্‌ছিলুম।—তা তোমার জন্যে আমি সব কষ্ট সহ্য করতে পারি—একটু লজ্জার কষ্ট বৈতো নয়। তিনি ভাই কখন আস্‌বেন?

সুমতি। তাঁর আস্‌বার সময় হয়েছে এখনও কেন আস্‌চেন না ভাই ভাব্‌চি, তুমি সেই গানটা গাও না জেহেনা।

জেহেনা। কোন্‌টা ?

সুমতি। "সাধের বকুল-ফুল হার"—

জেহেনা। তুমি তো ভাই সে গানটা শিখেছ—তুমি গাও না ভাই, বেশ মজা হবে এখন।—আমি তোমার খোঁপায় ফুল পরিয়ে দি—আর তুমি গাও—আর গাইতে গাইতে তোমার প্রাণ নাথ এসে পড়্‌বেন।

সুমতি। হ্যাঁ—আমি বুঝি সেই জন্যে বল্‌ছিলুম ?—ও গানটা আমার বেশ লাগে তাই বল্‌চি—আচ্ছা আমি গাচ্চি—যে খান্‌টা ঠিক্ না হবে আমাকে বলে দিও।

জেহেনা। তা দেবো—আমিও তোমাকে ফুল দিয়ে সাজাতে বসি। (খোঁপায় ফুল পরাইতে পরাইতে) এইবার তবে আরম্ভ কর।

সুমতি। তুমি যে সত্যি সত্যি ফুল দিয়ে আমাকে সাজাতে বস্‌লে। না জেহেনা ও কি ও ?—

জেহেনা। সত্যি সত্যি না তো কি ?—তুমি ভাই আর জ্বালিও না—গাও। আ! ভাই এই ফুলেতে এমন মানিয়েছে কি বল্‌ব—তোমার ভাই মুখের কি সুন্দর গড়ন, একটু কিছু দিলেই কেমন মানিয়ে যায়—

সুমতি। মিছে জেহেনা রঙ্গ কোরো না—আচ্ছা আমি গাচ্চি।

(গান।)

দেশ।

দেলো সখি দে পরাইয়ে চুলে

সাধের বকুল ফুল হার।

আধ-ফুটো জুঁই-গুলি, যতনে আনিয়া তুলি,
দেলো দেলো ফুলময় সাজে
সাজায়ে আমারে সখি আজ।
ওই লো ওই লো দিন যায় যায় লো,
এখনি আসিবে প্রাণ-নাথ।
যালো সহচরি এই বেলা ত্বরা করি
এখনি আসিবে প্রাণ-নাথ।
এই তো যামিনী এল, সে তবু এল না কেন?
বুঝি বা সে দুখিনীরে আজি ভুলে গেল,
বুঝি বা সে এল নারে।
সখি তোরা দেখে আয় দেখে আয়।
না লো সখি না,
ওই দেখ্ দেখ্লো,
ওই যে আসিছে প্রাণ-নাথ।
(হঠাৎ থামিয়া হাসিতে হাসিতে)

না জেহেনা আমার হচ্চে না—তোমার মত রঙ্গ-ভঙ্গ কর্‌তে পাচ্চি নে। তুমি গাও না।

জেহেনা। আচ্ছা-গাচ্চি (অভিনয় সহকারে রঙ্গ ভঙ্গ করিয়া গান)

সুমতি। (হাস্য সহকারে) তুমি ভাই কত রঙ্গই জান। উনি বুঝি আস্‌চেন—(দূরে পদশব্দ) এই ব্যালা—এই ব্যালা—শেষ কলিটা ধর—

"ওই দেখ্ দেখ্ লো
ওই যে আসিছে প্রাণ-নাথ।"

তা হলে বড় মজা হবে। এই ব্যালা বল—এই ব্যালা বল—এসে পড়্‌লেন বলে।

জেহেনা। আমি কেন ভাই বল্‌ব—তোমার প্রাণ-নাথ তুমি বল না।

(জগৎ উঁকি মারিয়া প্রস্থান।)

সুমতি। তা ভাই তোমার বল্‌তে দোষ কি? ঐ যে ঐ যে (জগতের প্রতি) কোথায় পালাও? এসনা ভাই। এক জন নূতন লোককে দেখে যাও না।

(জগতের প্রবেশ ও জেহেনা ঘোমটা টানিয়া অত্যন্ত জড় সড় হইয়া উপবেশন।)

জেহেনা। ও কি কর—ও কি কর ভাই?

জগৎ। (ব্যস্ত সমস্ত ভাবে) তুমি গান শেখ না—গান হয়ে গেলে আমি আস্‌ব এখন (পিছন ফিরিয়া গমন উদ্যত)

সুমতি। না তা হবে না—এঁর সঙ্গে আলাপ কর্‌তে হবে। বোসো না।

জগৎ। সে কি হয়?—ওঁর লজ্জা কর্‌বে যে। আচ্ছা ওঁকে জিজ্ঞাসা কর বরং। উনি যদি অনুমতি দেন তা হলে বসি।

সুমতি। কি জেহেনা অনুমতি হবে? অত লজ্জা কচ্চ কেন?

আমার তো কিছু লজ্জা কচ্চে না। যদি না বল তা হলে কিন্তু ওঁর অপমান করা হবে। আচ্ছা কথা কৈতে না পার, ঘাড় নেড়ে বল। অব্যশ্যি, দুদিকে ঘাড় নেড়ো না। (জেহেনার এক দিকে ঘাড় নাড়া) হয়েছে-হয়েছে অনুমতি হয়েছে।

জগৎ। আচ্ছা তবে বসি।

সুমতি। ইনি এমন ভাল লোক তোমাকে কি আর বল্‌ব। ওঁর স্বামী ওঁর উপর এত অত্যাচার করেন তবু উনি তাঁকে ভয়ানক ভালবাসেন, দুদণ্ড না দেখ্‌তে পেলে একেবারে ছট্‌ ফট্‌ করেন।

জেহেনা (অর্দ্ধ-স্ফুট স্বরে মাটির দিকে চাহিয়া নথ খুঁটিতে খুঁটিতে বিষণ্ণ ভাবে) না মহাশয় তিনি আদবে অত্যাচার করেন না—ওঁর কথা শুন্‌বেন না।

জগৎ। আমি পূর্ব্বেই সুমতির কাছথেকে আপনার দুঃখের কথা শুনেছিলুম, তা শুনে আমার বড় কষ্ট হয়েছিল।

জেহেনা। সে মশায় কারও দোষ নয়—আমার অদৃষ্টেরই দোষ (সুমতির প্রতি মৃদু স্বরে) দেখ দিকি ভাই তুমি ওসব কথা ওঁকে কেন বল্লে ?

সুমতি। তা উনি জান্‌লেনই বা, তাতে দোষ কি ?

জেহেনা। (সুমতির কানে কানে) দেখ ভাই—তোমার প্রাণ-নাথের ঠোঁট দুটি বড় ভাল, ঠোঁটে কি আল্‌তা দিয়েছেন ?

সুমতি। (উচ্চ হাস্য করিয়া) দেখ ভাই জেহেনা বল্‌চে—

জেহেনা। (সুমতির মুখ চাপিয়া ধরিয়া) না ভাই—বোলো

না—তোমার পায়ে পড়ি ভাই বোলো না—আমি কিছু বলি নি।

সুমতি। তাতে দোষ কি—উনি বল্‌ছিলেন তোমার ঠোঁট্ দুটি বড় ভাল—মনে করেছেন ঠোঁটে আল্‌তা দিয়েছ।

জগৎ। আলতা দিয়েছি—হা হা হা।

জেহেনা। না মশায় ওঁর কথা শুন্‌বেন না—সব মিছে কথা, তুমি বানিয়ে এত কথাও ভাই বল্‌তে পার।

সুমতি। বানিয়ে বলিচি বৈ কি।

জগৎ। (সুমতির প্রতি) তুমি গান শেখ না—আমি শুনি। ওঁর গলা আমার বড় মিষ্টি লাগে।

সুমতি। তুমিও আমার সঙ্গে শেখো না।

জগৎ। আমি তোমার কাছ থেকে পরে শিখ্‌ব, উনি আমাকে শেখাবেন কেন ?

সুমতি। ওঁকে শেখাবে না জেহেনা ? লজ্জা কর্‌বে ?

জেহেনা। তা কেন শেখাব না—শেখাতে আমার লজ্জা করে না।

সুমতি। তা ভাই তুমি শেখো না—উনি যে রকম ভাল লোক ওঁর কাছ থেকে শিখ্‌তে কোন দোষ নেই।

জগৎ। আমি একটা কাজ পেলে বাঁচি—আচ্ছা আমি কাল থেকে শিখ্‌ব।

জেহেনা। আমি ভাই আজ তবে আসি—(কানে কানে) বড় মন কেমন কচ্চে।

সুমতি। আচ্ছা তবে এসো—অনেক ক্ষণ ধরে রেখেছি।

জেহেনা। (স্বগত) এক আঁচড়েই বুঝে নিয়েছি—তোমাকে ফাঁদে ফেল্‌তে বেশি দেরি লাগ্‌বে না।

(জগতের প্রতি কটাক্ষ হানিয়া জেহেনার প্রস্থান।)

সুমতি। আমি যা বলিছিলুম, তা কি ঠিক্ না? জেহেনা বড় ভাল লোক।

জগৎ। বাস্তবিক—বড় সরেস লোক—আহা, বেচারা কি কষ্টই না পাচ্চে।

সুমতি। আমার কাছে গান টান করে তবু মনটা একটু ভাল হয়, না হলে বড়ই বিমর্ষ হয়ে থাকে।

জগৎ। হাঁ আমি দেখিছি, ওর মুখে কেমন একটী মিষ্টি বিমর্ষের ভাব আছে।

সুমতি। এস ভাই এখন ও-ঘরে যাওয়া যাক।

জগৎ। চল। (স্বগত) জেহেনা আর একটু থাক্‌লে বেশ হত।

(প্রস্থান।)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

রাজবাটীর উদ্যান।

রহিমের প্রবেশ।

রহিম। (স্বগত) জগৎকে এত করে বল্‌চি বিদ্রোহের কোন সম্ভাবনা নেই তবু সে তো নিরস্ত হচ্চে না, নবাবের কাছে নিজে যাবে বল্‌চে, নবাবের একবার চৈতন্য হলে আমাদের কাজ উদ্ধার হওয়া বড় কঠিন হবে। মদেতে মাঝে মাঝে দিব্যি বেহোঁস হয়ে প'ড়ে থাকে কিন্তু আবার মন্ত্রীর পরামর্শে কেমন এক একবার চেতনা হয়। আর এক টোপ তো ফেলিছি, দেখি এবার বঁড়সি লাগে কি না, তবে যদি ছিপ্‌ শুদ্ধ টেনে নিয়ে পালায় সেই ভয়—কিন্তু ছিপ্‌ আমার মুটোর মধ্যে, তা ছিঁড়ে নেওয়া বড় শক্ত।

(সুরজের প্রবেশ।)

সুরজ। বন্দেগি খাঁ সাহেব।

রহিম। বন্দেগি, এখানে কি মনে ক'রে?

সুরজ। একটা বরাত ছিল। রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলুম, মনে করলুম খাঁ সাহেবকে একবার স্‌লাম দিয়ে আসি। তা ইদিক্‌কার কত দূর?

রহিম। তার জন্যে তোমরা ভেবো না—যখন একবার তোমা-

দের কথা দিয়েছি তখন আর নড় চড় হবে না—তোমরা মনে করচ আমার তো কোন স্বার্থ নেই তবে কেন আমি এ কাজ করব—কিন্তু তা ভেব না, পরোপকার করাই আমার জীবনের ব্রত। বিশেষতঃ তোমাদেব সঙ্গে যখন বন্ধুত্ব হয়েছে তোমাদের জন্য আমি প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারি।

সুরজ। সে আপনার অনুগ্রহ। বাস্তবিক খাঁ সাহেব, আপনার মত পরোপকারী লোক আমি কোথাও দেখি নি। আপনার কোন স্বার্থ নেই—অথচ আমাদের কেবল উপকারের জন্যেই আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়াছেন। এ কি সাধারণ কথা?—ক জন লোক এ রকম পারে?—কিন্তু খাঁ সাহেব একটা কথা শুনে ভারি ভয় হয়েছে। রাজকুমার নাকি বিদ্রোহের সন্দেহ ক'রে সৈন্যসংগ্রহ কর্‌চেন—আবার নবাবের সঙ্গে দেখা কর্‌তে যাবেন, তা হলে তো বড়ই বিপদ। নবাবেব সঙ্গে যেন তাঁর সাক্ষাৎ করাটা কোন মতেই না ঘটে—এইটি আপনার কোন রকম ক'রে কর্‌তে হচ্চে।

রহিম। সে আমাকে আর বল্‌তে হবে না। তোমাদের উপকারের জন্যে আমি কি না কব্‌চি। কিন্তু এই ব্যালা তোমাকে একটা কথা বলে রাখি—শুভসিংটা কোন কাজের নয়—ওকে তোমাদের সেনাপতি ক'র না—তা হলে সব ব্যর্থ হবে। ও কি কখন যুদ্ধ দেখেচে?

সুরজ। শুভ সিং আবার যুদ্ধ কর্‌বে?—হয়েছে। আপনি কি তাই মনে করেছেন না কি? আপাতত একটা লোক খাড়া

ক'রে রেখেছি এই মাত্র, কাজের সময় আপনিই আমাদের ভরসা। বাস্তবিক ধর্তে গেলে আমাদের দলপতিই বলুন, কর্ত্তাই বলুন, সেনাপতিই বলুন, আপনিই আমাদের সব। আপনার ভরসাতেই এই কাজে প্রবৃত্ত হওয়া। নবাবের সঙ্গে যাতে রাজকুমারের সাক্ষাৎটা না ঘটে—

রহিম। তার জন্যে ভেবো না—আর নবাবের আমি কি না জানি—তার প্রপিতামহ দেলোয়ার খাঁ ১২৬০ সালে এক জন সামান্য ফেরিওয়ালার কাজ করত, তার পর তার পিতামহ আলি খাঁ—সালটা মনে পড়্‌চে না কি ভাল——

সুরজ। (স্বগত) এই আবার চোদ্দ পুরুষের শ্রাদ্ধ আরম্ভ করেছে (প্রকাশ্যে) রাজকুমার এই দিকে আস্‌চেন আমি পালাই। বন্দেগি। (সুরজের প্রস্থান)

রহিম। কৈ? হাঁ তাই তো, আচ্ছা বন্দেগি।

(জগৎরায়ের প্রবেশ।)

রহিম। কুমার, বন্দেগি বন্দেগি। (নত ভাবে সেলাম)

জগৎ। রহিম, আমার আর সময় নেই। শীঘ্‌ঘির হাতি ঘোড়া প্রস্তুত কর্‌তে বল। আমার সঙ্গে একশো পদাতিক যাবে। আর একশো ঘোড়-সওয়ার। নবাবকে যা সওগাদ দিতে হবে মন্ত্রী সব ঠিক্ করে রেখেছে। তুমি এই সকল উদ্যোগ শীঘ্র কর।

রহিম। যো হুকুম কুমার এখনি যাচ্ছি।—নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ?

জগৎ। হাঁ নবাবের সঙ্গে। কেন বল দেখি?

রহিম। না তাই হজুরকে জিজ্ঞাসা কচ্চি—বোধ হয় রাজ্যের কোন বিশেষ বিপদ উপস্থিত হয়ে থাক্‌বে নৈলে নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ কেন?

জগৎ। বিপদ নয়? যে রকম শুনতে পাচ্চি শীঘ্রই একটা বিদ্রোহ উপস্থিত হবে। মহারাজ বামন পণ্ডিতদের অজস্র দান করে তাঁর কোষাগার প্রায় শূন্য করে ফেলেছেন, অর্থের অভাবে সৈন্য সংগ্রহ হয়ে উঠ্‌চে না। নবাবের কাছে গিয়ে দেশের অবস্থা বুঝিয়ে বল্লে তাঁর কাছ থেকে বিশেষ সাহায্য পাওয়া যাবে। নবাব সাহেব বোধ হয় এখনও কোন খবর পান নি—তাহলে কি তিনি নিদ্রিত থাকেন?

রহিম। কুমার, বিদ্রোহের কথা যদি সত্যি হত তা হলে কি নবাব সাহেব খবর টের পেতেন না?

জগৎ। নবাব সাহেব দূরে থাকেন তিনি টের পাবেন কি করে? আর তাঁর যে সকল কর্ম্মচারী আছেন, এরকম একটা বিদ্রোহ হলে তাদের পক্ষে তো খুব মজা—উপার্জ্জনের বেশ উপায় হয়।

রহিম। নবাবের কর্ম্মচারীরা খারাপ নয়? অত্যন্ত খারাপ। এই যে এখানকার সহর কোতোয়াল আছেন—এঁর প্রপিতামহ খস্‌রু খাঁ তিনি ১৩০০ সালে—

জগৎ। ও-সব কথা রেখে দেও, আমি শুনতে চাইনে, এখন যা বল্‌চি তাই কর।

রহিম। যো হুকুম কুমার—আমি এখনি সমস্ত উদ্যোগ করতে বলে দিচ্চি—আর, একটা শিশি কি সঙ্গে দেব? কি জানি যদি কখন ইচ্ছে হয়—

জগৎ। হাঁ হাঁ বটে বটে সেটা ভুলনা। ভাল কথা মনে করে দিয়েছ, আমার এখনি একটু তৃষ্ণা পাচ্চে—আছে-কি কিছু সঙ্গে?

রহিম। আছে বৈকি—এই যে (জেব হইতে মদের শিশি বাহির করিয়া) আমার কাছে কিনা থাকে—হজুরের কখন কি দরকার হয় আমি আগু থাক্‌তে সব ঠিক্ করে রেখে দি।

জগৎ। তাই তো, তুমি তো, খুব হুসিয়ার দেখ্‌ছি, ভাগ্যিস্ তোমার কাছে ছিল, আমার এমনি তৃষ্ণা পেয়েছিল কি বল্‌ব।

রহিম। এখন কি খাবেন? আমি বরং আগে হুকুমটা তামিল করে আসি। জরুরি কাজ, বিদ্রোহ—

জগৎ। না এখনি এখনি—শিশিটা এখনি দাও (শিশি কাড়িয়া লইয়া পান) হুকুম পরে হবে। রহিম আশ্চর্য্য, তুমি কি ক'রে আগু থাক্‌তে এ সব সংগ্রহ করে রাখ বল দেখি? ভাগ্যিস্ তোমার কাছে ছিল।

রহিম। আমার সব সংগ্রহ থাকে, কি জানি যদি কুমারের কোন জিনিস্ কাজে লাগে।

জগৎ। (নেশা-গ্রস্ত হইয়া) রহিম রহিম তোমার স্ত্রীর গলা বড় মিঠে—

রহিম। আজ্ঞা সকলেই তো তাই বলে।

জগৎ। আমি বল্‌চি রহিম—তার আওয়াজ বড় মিঠে, আমার কথা বিশ্বাস কচ্চ না ?

রহিম। বিশ্বাস কচ্চি বৈ কি কুমার—আর লোকে বলে দেখ্‌তেও নেহাৎ মন্দ নয়।

জগৎ। মন্দ নয় ? চমৎকার চমৎকার—আমার কথা বিশ্বাস কচ্চ না ?

রহিম। নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য সব উদ্যোগ করি গে।

জগৎ। চুলোয় যাক্ নবাব—কাল হবে।—বড় মিষ্টি গলা—চমৎকার—

(জগতের টলিতে টলিতে প্রস্থান।)

রহিম। তবে, দেখ্‌তে পেয়েছে। বড়্‌শি লেগেছে। এইবার তবে খেলিয়ে নিয়ে বেড়াবার সময়। আর আমি কিছু ভয় করি নে। এই বড়্‌শির মাছ বড় সাধারণ মাছ নয়—সমস্ত হিন্দুস্থানের সিংহাসন !

(রহিমের প্রস্থান।)

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

রাজবাটীর অন্তঃপুর।

জগৎরায় সুমতি।

সুমতি। ও শিশি থেকে যখনি তুমি কি খাও তখনি তোমার অসুখ করে—আর ভাই খেও না—খাবে?

জগৎ। তোমার ঐ এক কথা—আমি বুঝি নে আমার কিসে অসুখ করে না করে? ও খুব ভাল জিনিষ—ও খেলে আমার মনটা ভারি ভাল থাকে।

সুমতি। কিন্তু আমি দেখিছি ও-টা খেলেই তুমি কি এক রকম হয়ে পড়, তোমার কথার মানে বোঝা যায় না—আর আমাকে মিছি মিছি বকো।

জগৎ। মিছি মিছি বকি? ঐ রকম বল্লেই তো রাগ ধরে—আমার কিসে অসুখ হয় না হয় তুমি তার কি বুঝ্বে? দাও, শিশিটা এনে দাও—কোথায় রেখেছ এনে দাও।

সুমতি। তোমার ভাই পায়ে পড়ি, আমাকে আন্‌তে বোলো না—আমি বুঝিছি ও বিষ। ঐ জেহেনা আস্‌চে, ওর কাছ থেকে একটু গান টান শেখো, তা হলে মনটা ভাল হবে।

জগৎ। ঢের হয়েছে। আর আমাকে উপদেশ দিতে হবে না। তোমার কাজ না থাকে তো তুমি এখন যাও।

সুমতি। আমি যাব?—আচ্ছা আমি যাচ্চি—তুমি ভাল থাক্‌লেই হল (অশ্রুপাত) (স্বগত) আগে তো উনি অমন কঠোর ছিলেন না।

(জেহেনার প্রবেশ।)

জেহেনা। সই সই কোথায় যাচ্চ ভাই?

সুমতি। আমি আস্‌চি।

(অঞ্চল দিয়া অশ্রুমোচন করিয়া
তাড়াতাড়ি প্রস্থান।)

জেহেনা। রাজকুমার আমি আজ তবে আসি। (ক্রন্দনের ভান)

জগৎ। সে কি জেহেনা? এর মধ্যেই যাবে কি? বোসো না—ও কি? কাঁদ্‌চ কেন?

জেহেনা। (উপবেশন করিয়া) না—কাঁদি নি।

জগৎ। আমার কাছে ঢাকৃচ কেন জেহেনা, বলনা কি হয়েছে—আজ কি বাড়িতে তোমার উপর বড় অত্যাচার হয়েছে?

জেহেনা। না তা নয় রাজকুমার, তা আমার সওয়া অভ্যাস আছে কিন্তু কিন্তু—

জগৎ। কিন্তু কি জেহেনা? আমাকে খুলে বল না।

জেহেনা। কিন্তু আমার সখি—আমার প্রাণের সখি—আমার সঙ্গে আজ ভাল করে কথা কইলেন না—তাই—(ক্রন্দন)

জগৎ। কেঁদো না জেহেনা, আমি তাকে বল্‌ব এখন—এ ভারি অন্যায় বটে।

জেহেনা। না রাজকুমার বোলো না—আমি জানি যাকেই আমার আপনার বলে মনে করি, তা হতেই আমি কষ্ট পাই; কারোরি দোষ না, সে আমার পোড়া অদৃষ্টেরই দোষ। থাক্, সে সব কথায় আর কাজ নেই।

জগৎ। দেখ জেহেনা, তোমার বোঝ্‌বার ভুল হয়েছে। সে জন্যে যে তোমার সঙ্গে ভাল করে কথা কয় নি তা নয়, আমার একটু সরাব খাওয়া অভ্যাস আছে, তা এত করে আমি তাকে সরাবের শিশিটা দিতে বল্লুম তা কিছুতেই সে দিলে না, তাই আমাদের মধ্যে একটু রাগারাগি হয়েছে। আচ্ছা বল দিকি জেহেনা, এটা কি তার অন্যায় না?

জেহেনা। আপনার সরাব খাওয়া অভ্যাস আছে না কি? তা একটু আধটু খেতে কোন দোষ নেই। আমি দেখিছি যারা সরাব খায় তাদের মন বড় প্রফুল্ল থাকে।

জগৎ। দেখ দিকি জেহেনা, ও সে বুঝ্‌বে না। কেবল বলে অসুখ করবে অসুখ করবে।

জেহেনা। বরং আমি দেখিছি যাদের অভ্যাস আছে তারা

যদি সময় মত না পায় তাদের তো এমন কষ্ট হয় না—তাদের মুখ দেখ্‌লে মায়া করে। আমি তো তাদের না দিয়ে থাক্‌তে পারি নে। তাই আমি আজ এসেই আপনার মুখ ভারি শুক্‌নো দেখিছিলুম। আমার এমনি কষ্ট হচ্ছিল।

জগৎ। সত্যি বড় কষ্ট হয়।

জেহেনা। আহা সখি তবে এমন কল্লেন কেন? আহা বড় মুখ শুখিয়ে গেছে, কোথায় আছে বলুন, আমি এনে দিচ্চি। (উত্থান)

জগৎ। না জেহেনা তুমি বোসো, তুমি কি করে পাবে—সে কোথায় লুকিয়ে রেখে দিয়েছে।

জেহেনা। আচ্ছা একবার খুঁজে দেখি। (অন্বেষণ ও কুলুঙ্গি হইতে একটা শিশি পাইয়া) পেয়েছি পেয়েছি।

জগৎ। পেয়েছ? তবে নিয়ে এস। আঃ বাঁচা গেল।

জেহেনা। কিন্তু রাজকুমার আমার একটু ভয় কচ্চে—সখি বারণ করে গেছেন—আমি দিলুম—তিনি কি মনে কর্‌বেন!

জগৎ। তিনি আবার কি মনে কর্‌বেন? তার কোন ভয় নেই।

জেহেনা। তিনি কিছু মনে কর্‌বেন না? তিনি মনে কর্‌বেন তাঁর স্বামী—আমার কি অধিকার আছে?

জগৎ। না সে সব কিছু ভেবো না জেহেনা—দাও।

জেহেনা। আপনার কষ্ট দেখে না দিয়েও থাক্‌তে পাচ্চিনে। (শিশি জগতের হস্তে প্রদান)

জগৎ। (মদ্য পান করিয়া) আ! বাঁচা গেল। এইবার জেহেনা তবে একটা গান হোক্।

জেহেনা। (যেন জগতের কথা শুনিতে পায় নাই ভাণ করিয়া পানের বোঁটায় চুন দিয়া একটা পানের উপর লিখন)

জগৎ। কি লিখ্‌ছ জেহেনা?

জেহেনা। না—কিছু না। একটা পান খাবেন? না না না—ভুলে—আমার হাতের পান খাবেন কি ক'রে? ঘেন্না করবে যে!

জগৎ। বল কি—তোমার পানে ঘৃণা করবে? দাও আমি খাচ্চি।

জেহেনা। (পান প্রদান) পানে একটু চুন কম হয়ে ছিল—তা এই আস্ত পান একটা ওর সঙ্গে খান, তা হলে চুন লাগ্‌বে না। (প্রদান)

জগৎ। (আস্ত পান লইয়া) এ কি!—এ সব লেখা কি? তুমি এই মাত্র বুঝি লিখ্‌ছিলে জেহেনা?—"জগৎ—জগৎ"—

জেহেনা। (লজ্জার ভাণ) ও মা—ও মা—ও মা—ও কি করেছি—কোন্ পানটা দিতে কোন্ পানটা দিয়েছি—ও আমার লেখা না—ও হিজি বিজি কে লিখেছে।

জগৎ। তা হোক্ দিব্যি হাতের লেখা। আর পানটি এমন চমৎকার সাজা হয়েছে কি বল্‌ব। এইবার তবে একটা গান হোক্—

জেহেনা। (জগতের মুখের পানে গদ গদ ভাবে এক দৃষ্টে চাহিয়া)

জগৎ। কি দেখ্‌ছ জেহেনা?—ঠোঁট্‌ লাল হয়েছে কি না তাই দেখ্‌চ?—তোমার পানে আর লাল হবে না?

জেহেনা। না না কিছু না—এই আমি গাচ্চি—

(গান।)

রাগিণী মিশ্র।

না জানি কি গুণ ধরে মুখানি তোমার
যত দেখি তত সাধ দেখিতে আবার
এক দৃষ্টে চেয়ে রই, মনে মন হারা হই
তবুও পলক নাহি নয়নে আমার।

(সুমতির প্রবেশ।)

জগৎ। (স্বগত) আ! এখনি কেন? (প্রকাশ্যে) বেশ হচ্চিল বেশ হচ্ছিল—থাম্‌লে কেন জেহেনা?

জেহেনা। সখি আজ তবে আমি আসি—কেন বুঝেছ? (কানে কানে) বড় মন কেমন কর্‌চে।

সুমতি। আচ্ছা ভাই তবে আজ এসো। (জেহেনার প্রস্থান।)

জগৎ। দিনকে দিন তুমি কি রকম হয়ে যাচ্ছ বল দেখি?—একজন ভদ্র লোকের স্ত্রী তোমার সঙ্গে কেবল দেখা কর্‌তে আসে, এত পরিশ্রম ক'রে তোমাকে গান শেখায়—তার আর কোন স্বার্থ নেই, কেবল তোমাকে ভাল বাসে বলে আসে—আর তুমি কি না তার সঙ্গে একবার ভাল করে কথাও কও না?

সুমতি। আজ ভাই আমার মন বড় খারাপ হয়ে গিয়েছিল বলে কিছুতেই ভাল করে কথা কইতে পারলুম না—আবার যে দিন আস্‌বেন সে দিন ভাল ক'রে কথা কব।

জগৎ। ঐ রকম ক'রে তুমি তার প্রতি ব্যবহার কর্‌লে কি আর সে আস্‌বে? কোন্ ভদ্রলোক এ রকম সহ্য কর্‌তে পারে?

সুমতি। আচ্ছা ভাই তিনি এলে আমি তাঁর পায়ে ধরে মাপ চাব। আমি বল্‌চি আমার অন্যায় হয়েছে।

জগৎ। শুধু অন্যায় হয়েছে, ভারি অন্যায় হয়েছে। দিন্‌কে দিন তোমার স্বভাবটা কেমন কঠোর হয়ে পড়্‌চে। আমি এত ক'রে সে শিশিটা চাইলুম, তুমি কিছুতেই দিলে না। জেহেনা এক জন নতুন লোক, আমার কষ্ট দেখে তারও পর্য্যন্ত মায়া হল, আর তোমার কিছুই হল না। ভাগ্যিস জেহেনা ছিল তাই—নানা তা ঠিক নয়—সে কথা বল্‌চি নে—আমি আপনিই—

সুমতি। কি! জেহেনা তোমাকে শিশিটা এনে দিয়েছে না কি?—ভাই, তোমার কিসে ভাল হয় আমার চেয়ে কি জেহেনা ভাল জানে?

জগৎ। না না তা নয়—জেহেনা কিছু এনে দেয় নি—, তোমার চেয়ে কি করে ভাল জান্‌বে?—না না তা বল্‌চি নে,—এস, আমার কাছে এস, এইখানে বোসো'। এতক্ষণ কেন আস নি?

সুমতি। (ক্রন্দন) ভাই—ভাই—আমি আস্‌বা মাত্রই তোমার মুখ কেমন এক রকম হয়ে গেল—আমি তোমার কাছে এলে কি

সুখী হও? আমি অত শীঘ্র না এলেই ভাল হত—বেশ গান শিখ্‌ছিলে—সুখে——

জগৎ। কাঁদ্‌চ কেন? এস এস আমার কাছে এস—তুমি মনে কর্‌চ তোমাকে আমি ভাল বাসি নে? তুমি কি পাগল হয়েছ? এস এস আমার পাগলিনী আমার—এখনও কাঁদ্‌চ? ছি কেঁদ না। এস চোখ্ পুছিয়ে দি (রুমাল দিয়া অশ্রু মোচন) ও হো ভাল কথা—নবাবের ওখানে যেতে হবে যে, এই ব্যালা তার উদ্যোগ করি গে। (তাড়াতাড়ি প্রস্থান।)

সুমতি। দেখি শিশিটায় কিছু আছে কি না—কি সর্ব্বনাশ, সমস্তটাই খেয়েছেন দেখ্‌ছি, আচ্ছা জেহেনা কি ক'রে অমন বিষ এনে দিলে? ওর গুণ কি জেহেনা জানে না? তাই জন্যই কি জেহেনার কাছে তিনি অষ্ট প্রহর থাকৃতে ভাল বাসেন? জেহেনা চলে গেলে তাই কি তিনি চার দিক্ শূন্য দেখেন? বুঝেছি—সব বুঝেছি। আমার কপাল ভেঙ্গেচে।

(আপন মনে গান)

রাগিণী পিলু।

বুঝেছি বুঝেছি সখা ভেঙ্গেছে প্রণয়।
ও মিছা আদর তবে না করিলে নয়?
ও শুধু বাড়ায় ব্যাথা, সে সব পুরাণো কথা
মনে ক'রে দেয় শুধু, ভাঙ্গে এ হৃদয়।

প্রতি হাসি প্রতি কথা প্রতি ব্যবহার
আমি যত বুঝি তব কে বুঝিবে আর
প্রেম যদি ভুলে থাকো সত্য করে বল না কো
করিব না মুহূর্ত্তেরও তরে তিরস্কার।
তখনি তো বলেছিনু ক্ষুদ্র আমি নারী
তোমার ও প্রণয়ের নহি অধিকারী।
আরও কারে ভাল বেসে সুখী যদি হও শেষে
তাই ভাল বেসো নাথ, না করি বারণ।
মনে ক'রে মোর কথা, মিছে পেয়ো নাকো ব্যথা
পুরাণো প্রণয় কথা কোরো না স্মরণ।

(অঞ্চলদিয়া অশ্রু মোচন করিতে করিতে প্রস্থান।)

তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজবাটীর উদ্যান।

রাজা। বল কি মন্ত্রি!

মন্ত্রী। আজ্ঞা হাঁ মহারাজ, ভারি আশ্চর্য্য, রাজকুমারী এবার কি ক'রে যে পালালেন তা কিছুই ভেবে পাই নে—রক্ষকদের জিজ্ঞাসা করলুম, রক্ষকেরা বল্লে যে একজন দেবতা এসে দুক্কুর রাত্তিরে দ্বার খুল্‌তে বল্লেন—তারা ভয়ে দ্বার খুলে দিলে।

একজন রক্ষক। সত্যি দেবতা বটে, তাঁর তিনটে চোক্ আছে, কপালের চোক্‌টা দপ্ দপ্ করে জ্বলে। হুজুর আমি তো তাঁকে দেখে মুর্চ্ছো গিয়েছিলুম।

রাজা। স্বপ্নময়ী তো একজন দেবতার কথা সারাদিন বলে। কে সে দেবতা না জানি—কিছুই তো বুঝ্‌তে পাচ্চিনে।

মন্ত্রী। যেমন এক দিকে শুভসিংহ বিদ্রোহী হয়েছে, তেমনি শুনেছি একজন সন্ন্যাসীও দেবতার ভান ক'রে চারি দিকে বেড়াচ্চে—আর লোকের মধ্যে বিদ্রোহ উত্তেজন ক'রে দিচ্চে।

রাজা। সত্যি না কি ?

একজন রক্ষক। মহারাজ সে সন্ন্যাসী নয়, সে দেবতা—জাগ্রৎ দেবতা।

মন্ত্রী। চুপ্ কর্ বেয়াদব।—তা মহারাজ, তাকে ধরবার জন্যে আমি এত চেষ্টা কচ্চি কিছুতেই পাচ্চি নে।

রাজা। মন্ত্রি তবে এখন বিবাহের কি হবে ? এমন যোগ্য পাত্র ঠিক্ হয়ে গেল—দিন পর্য্যন্ত স্থির হল, বিবাহের সমস্ত উদ্যোগ হচ্চে, এই সময় স্বপ্নময়ী পালালো।

মন্ত্রী। মহারাজ রাজকুমারীর আশা পরিত্যাগ করুণ, তাকে ধরে রাখ্‌বার কোন উপায় নেই। আপনার অজ্ঞাতসারে একটা সুদৃঢ় কারাগারে তাকে বদ্ধ ক'রে রেখেছিলুম, সেখান থেকে যখন—

রাজা। কি! কারাগার ?—মন্ত্রি তার তো কোন কষ্ট হয় নি ?

মন্ত্রী। রাজকুমারীকে আমি কষ্ট দেব আপনার বিশ্বাস হয় ? তাঁর কোন কষ্ট হয় নি।

রাজা। অমন্ কারাগার থেকে পালিয়ে গেল ?—তবে আর কোন আশা নেই। তবে এখন কি করি মন্ত্রি ?—আমার এই বৃদ্ধ বয়সে এত দূর যন্ত্রণা আমার অদৃষ্টে ছিল ?—তবে এখন আর বিবাহের উদ্যোগ করে কি হবে ?—এমন যোগ্য পাত্র পেয়েছিলেম—বল কি মন্ত্রি—ষড়দর্শন তার কণ্ঠস্থ—আর কি তেমন হবে—লোকে বলে টাক্—দাঁত উঁচু—কিন্তু তাতে কি এসে যায় ?

মন্ত্রী। আমি তবে মহারাজ বিবাহের সমস্ত উদ্যোগ স্থগিদ করে রাখি।

রাজা। কাজেই। কিন্তু দেখো মন্ত্রী পাত্রটি এখনও যেন হাত ছাড়া না হয়।

মন্ত্রী। না মহারাজ তার জন্য চিন্তা নেই।

(মন্ত্রীর প্রস্থান।)

(নেপথ্যে গান-"দেশে দেশে ভ্রমি তব দুখ গান গাইয়ে।")

রাজা। (স্বগত) ঐ-সেই গান—নিশ্চয় সে আস্‌চে। এমন আশ্চর্য্যি মেয়েও দেখিনি—আপনার ইচ্ছে মত কখন যায়—কখন আসে কিছুরই ঠিকানা নেই—ওকে ধরে রাখা অসম্ভব—১৫ ই দিনটা বড় ভাল—সে দিন আবার সম্রাটের জন্ম দিন—সে দিন যদি ঠিক্ সময়ে আসে তা হলে কোন আড়ম্বর না ক'রে তৎক্ষণাৎ-বিবাহটা দিয়ে ফেল্লে হয়—আঃ তা হলে বাঁচা যায়—১৫ ই তারিখে ঠিক সময়ে যাতে আসে তাই বুঝিয়ে বলে দেখি—বিবাহের কথা বল্‌ব না, তা হলে নাও আস্‌তে পারে।

(স্বপ্নময়ীর প্রবেশ।)

স্বপ্ন। (স্বগত) পিতার কি দোষ?—জননীর কথা আমার কাছ থেকে শুনে প্রথমে তো তিনি ভারি খুসি হয়েছিলেন, তার পর মন্ত্রী তাঁকে কি বুঝিয়ে দিলে—আবার তাঁর মত ফিরে গেল। আর

একবার তাঁকে বুঝিয়ে বলি (প্রকাশ্যে) পিতা, জননীর জন্যে তোমার সমস্ত ধন রত্ন দিলে না? দেওনা পিতা।

রাজা। তুই কি পাগল হয়েচিস্ স্বপ্নময়ি—কে তোকে এ সব কথা শেখালে?

স্বপ্ন। কেউ না পিতা, স্বয়ং দেবতা।

রাজা। সে কোন্ দেবতা বল্ দেখি?

স্বপ্ন। তিনি পিতা সব জায়গাতেই আছেন।

রাজা। তুই তাঁকে দেখেছিস্?

স্বপ্ন। বল কি পিতা, আমি আবার তাঁকে দেখিনি?—আমি রোজ তাঁকে ফুল দিয়ে পূজা করি।

রাজা। তাঁর মন্দির কোথায়?

স্বপ্ন। কোথাও মন্দির নেই—আজ এখানে, কাল সেখানে, সর্ব্বত্রই তিনি আছেন। তুমি আমার কথা বিশ্বাস কচ্চ না পিতা? যদি তিনি দেবতা না হবেন তবে কি ক'রে আমাকে অমন কঠিন কারাগার থেকে অনায়াসে উদ্ধার করলেন?

স্বপ্ন। বোধ হয় কোন দুষ্ট লোক তোকে ছলনা কচ্চে, তার কথায় ভুলিস্ নে মা, তা হলে বিপদে পড়বি।

রাজা। পিতা অমন কথা বোলো না তিনি অন্তর্যামী—এখনি জানতে পারবেন—কি ক'রে বল্লে পিতা—তোমার একটুও ভয় হল না? একেই তো তিনি বলেন তুমি দেশের শত্রু—যদি আবার জান্‌তে পারেন তুমি তাঁকে মান না—তা হলে ভয়ানক

হবে। তিনি রাগলে পৃথিবী রসাতলে যাবে। তোমার পায়ে পড়ি পিতা, আর ও কথা বোলো না। তোমার সমস্ত ধন রত্ন আমাকে দেও, তাঁর কাছে আমি নিয়ে যাই—তা হলে তিনি আর তোমাকে শত্রু মনে করবেন না—তিনি আমাকে এক দিন যে কথা বলেছিলেন তা এখনও যেন পষ্ট শুন্‌তে পাচ্চি।

" হোন্ দেখি পিতা তোর এই ব্রতে ব্রতী,
দিন দেখি, ধন রত্ন স্বদেশের তরে,
রণ ভূমে দিন দেখি অকাতরে প্রাণ,
তবে তো জানিব মিত্র দেশের—নতুবা
স্বপ্নময়ি তোর পিতা শত্রু ভারতের,
স্বপ্নময়ি তোর পিতা শত্রু দেবতার,
স্বপ্নময়ি তোর পিতা স্বয়ং শত্রু তোর "

রাজা। দেখ স্বপ্ন হয় তুই পাগল হয়েচিস্ নয় তোকে কে ছলনা কচ্চে। আমি তোর শত্রু এই কথা তোকে বুঝিয়ে দিয়েছে ?

স্বপ্ন। আমি সত্যি বলচি, এর একটা কথাও মিথ্যা নয় পিতা, এই বেলা তোমার ধন রত্ন আমাকে দেও, না হলে দেবতা নিজে এসে যে দিন জোর ক'রে নিয়ে যাবেন সে দিন কি ভয়ানক হবে—সেই কথা মনে হলে আমার ভারি ভয় হয়—পিতা এই ব্যালা আমার কথা শোনো, তোমার শত্রু হয়ে আমাকে না আস্‌তে হয়—(ক্রন্দন)

রাজা। হা হা হা হা—তুই স্বপ্নময়ি আমার শত্রু হবি ?—সেও

এক তামাসা বটে, তুই আমাকে কি ক'বে মারবি বল দিকি? হা হা হা—

স্বপ্ন। পিতা তোমার পায়ে পড়ি, সে দিন যেন না আসে—সেই ১৫ই তারিখ—সে কথা আমার মনে হলে হৃৎকম্প হয়—ওঃ!

রাজা। ১৫ই তারিখে তোর দেবতা এখানে আস্‌বেন?

স্বপ্ন। হাঁ পিতা।

রাজা। তাঁর সঙ্গে তুইও আস্‌বি?

স্বপ্ন। হাঁ।

রাজা। আচ্ছা তোর দেবতা আসুন বা না আসুন, তুই সেই দিন আসিস্‌, আর দেবতা যদি আসেন তো দেখ্‌ব কেমন সে দেবতা।

স্বপ্ন। তবে নিশ্চয় সে দিনে আস্‌তে হবে?—সে কি অশুভ দিন পিতা তুমি এখনও বুঝ্‌তে পাচ্চ না।

রাজা। না, সে দিন অশুভ নয়—সে ভারি শুভ দিন।

স্বপ্ন। হা! কি করলে পিতা?

(স্বপ্নময়ীর প্রস্থান।)

রাজা। (স্বগত) ১৫ই তারিখে তবে আস্‌বে—আর তবে কিসের ভাবনা—মন্ত্রীকে আবার তবে বিবাহের উদ্যোগ করতে বলে দি। বিবাহ দিয়েই এক জন ভাল চিকিৎসক আনিয়ে চিকিৎসা করাতে হবে—বোধ হয় মস্তিষ্কেরই রোগ। আ! ১৫ই তারিখ—সে দিন কি আনন্দেরই দিন—সে দিন আস্‌বা মাত্র তৎ-

ক্ষণাৎ বিবাহ দিয়ে দেব—মন্ত্রি—মন্ত্রি—কে আছিস্ শীঘ্র মন্ত্রীকে ডেকে দে—

(রক্ষকের প্রবেশ।)

রক্ষক। যে আজ্ঞা মহারাজ। (রক্ষকের প্রস্থান)

(মন্ত্রীর প্রবেশ।)

মন্ত্রী। আজ্ঞা মহারাজ।

রাজা। এখনি আবার বিবাহের উদ্যোগ করতে বলে দেও।

মন্ত্রী। সে কি মহারাজ! রাজকুমারী কি এসেছেন?

রাজা। হাঁ স্বপ্নময়ী এসেছিল, সে আমাকে কথা দিয়ে গেছে ১৫ই তারিখে আস্‌বে—তাকে ধরে রেখে কোন ফল নেই—সে যখন বলে গেছে আস্‌বে তখন অবশ্য আস্‌বে।

মন্ত্রী। তবে কি আবার উদ্যোগ কর্‌তে বল্‌ব?

রাজা। হাঁ—এখনি এখনি—শীঘ্র যাও—আর তত্ত্ববাগীশ মহাশয়কে ডাক্‌তে পাঠাও—আর দেখ, পাত্রটি তো ঠিক্ আছে?

মন্ত্রী। হাঁ মহারাজ। সে সব ঠিক্ আছে।

রাজা। দাঁত উঁচু—মাথায় টাক্—তাতে কি এসে যায়—এতো বরং ভাল লক্ষণ—বল কি, ষড়্‌দর্শন একেবারে কণ্ঠস্থ, আর কি চাই—

(সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজবাটীর অন্তঃপুর।

সুমতি জেহেনা।

সুমতি। কেন ভাই উনি আমার সঙ্গে ভাল ক'রে কথা কন না?—কাছে গেলে বিরক্ত হন? আমি কি করিছি?—(ক্রন্দন)

জেহেনা। তা আমি কি ক'রে জান্‌ব, তোমার হল স্বামী তাঁর মনের কথা আমি কি ক'রে জান্‌ব বল—

সুমতি। তোমার সঙ্গে সে দিন ভাল ক'রে কথা কইনি ব'লে কি তুমি ভাই রাগ করেছিলে?—আমাকে ভাই মাপ কোরো—আমার মন সে দিন খারাপ হয়ে গিয়েছিল বলে কথা কইতে পারি নি।—উনি সেই জন্য আমাকে ধম্‌কাচ্ছিলেন।

জেহেনা। তুমি কথা কওনি বলে আমি রাগ্ কর্‌ব কেন?—আমি জানি আমার অদৃষ্ট মন্দ, আমার সঙ্গে কথা কইতে লোকের ভাল লাগ্‌বে কেন? আমার কি গুণ আছে যে ভাল লাগ্‌বে?

সুমতি। তোমার ভাই আবার গুণ নেই—তোমার সঙ্গে আবার কেউ কথা কয় না? উনি তোমার সঙ্গে কথা কইতে কত ভাল বাসেন—তুমি যতক্ষণ থাক উনি কেমন সুখে থাকেন। ঐ যে ভাই উনি আস্‌চেন। আমি চল্লেম।

জেহেনা। যাচ্চ কেন ভাই ? থাক না—তুমিও গান শিখ্‌বে এখন।

সুমতি। না ভাই কাজ নেই। (সুমতির প্রস্থান)

(জগৎরায়ের প্রবেশ।)

জগৎ। (স্বগত) না আজ আর নবাবের ওখানে যাব না— কাল যাব। আর বোধ হয় রহিমের কথাই সত্যি—বিদ্রোহ সব মিথ্যে। আর যদি বা সত্যি হয়, আজ না গেলে কি ক্ষতি ? আজ জেহেনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কাল যাব—নিশ্চয় কাল যাব। এই যে জেহেনা (প্রকাশ্যে) ও কি! কাঁদ্‌চ কেন জেহেনা ? কি হয়েছে ? বল না কি হয়েছে ?

জেহেনা। (ক্রন্দন করত) রাজকুমার আমার কি সর্ব্বনাশ হয়েছে তা কি তুমি জান না ?

জগৎ। সে কথা শুনেছি বৈকি। সে কথা শুনে আমার ভয়ানক কষ্ট হয়েছিল, কি করবে বল জেহেনা—আহা রহিমের মত লোক আর হবে না কিন্তু এত দিনেও তোমার শোক কি একটুও কম্‌ল না ? কি কর্‌বে বল—সকলই অদৃষ্ট—

জেহেনা। রাজকুমার আমি জানি—আমি জানি সকলই আমার পোড়া অদৃষ্টের ফল। তবু জেনে শুনেও প্রাণটা কেমন থেকে থেকে কেঁদে ওঠে। কিছুতেই নিবারণ কর্‌তে পারি নে। আবার যখন ভাবি ত্রিসংসারে আমার আর কেউ নেই, কোথায় যাই, কার আশ্রয়ে থাকি, একলা স্ত্রীলোক, তখন—(ক্রন্দন)

জগৎ। জেহেনা তোমার কোন ভাবনা নাই—আমি তোমাকে আশ্রয় দেব—তুমি মনে করচ ত্রিসংসারে তোমার কেউ নেই? তা মনে ক'রো না—জেহেনা তোমার জন্যে আমি কি না করতে পারি?—জেহেনা তুমি কেঁদো না—তোমার হাতখানি দেখি—(দুজনে হাতে হাত দিয়া নিস্তব্ধ ভাবে উপবেশন) (অন্তরালে সুমতির প্রবেশ)

সুমতি। (অন্তরাল হইতে স্বগত) আমার মাথা ঘুরচে—আর পারি নে—কেন মরতে শুনতে এলুম?—যদি শুনলুম তো শেষ পর্য্যন্ত শুনি—কিন্তু আর যে পারি নে—বুক যে ভেঙ্গে গেল—ও!—ও!—যাই যাই—না, আর একটু খানি—

জেহেনা। রাজকুমার আমাকে কি ক'রে আশ্রয় দেবে? আমি যে মুসলমানি—তা হলে তোমার যে নিন্দে হবে—জাত যাবে—আমার যাই হোক্ তোমাকে কিছুতেই কষ্ট দিতে পারব না—বিশেষতঃ আমার সখি একেই আমাকে দেখ্‌তে পারেন না—আবার যখন তিনি শুনবেন একজন মুসমানিকে আপনি আশ্রয় দিয়েছেন, তাহলে কি আর রক্ষা থাক্‌বে? তা হলে, কি অপমান করে আমাকে তিনি তাড়িয়ে দেবেন না? না রাজকুমার তায় কাজ নেই—আমার পোড়া অদৃষ্টে যা থাকে তাই হবে (ক্রন্দন)

জগৎ। কি জেহেনা? আমার স্ত্রী তোমাকে তাড়িয়ে দেবে? তা কখনই মনে ক'র না—তাকে আমি বুঝিয়ে বল্‌ব—তোমার জন্য জেহেনা আমি কিনা করতে পারি—আমার কূল যাক্, মান

যাক্, জাত যাক্, সব যাক্—তোমাকে আমি কিছুতেই ছাড়তে পার্‌ব না।

জেহেনা। রাজকুমার, সকল পুরুষই প্রথমে ঐ রকম ক'রে বলে থাকে—কিন্তু কিন্তু—আচ্ছা রাজকুমার একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—তোমার স্ত্রী যখন মুখ ভারি ক'রে এসে আমার নামে তোমার কাছে কত কি বল্‌বে তখন কার কথা তোমার বিশ্বাস কর্‌তে ইচ্ছে যাবে একবার ভেবে দেখ দিকি? না রাজকুমার, তাঁকে কষ্ট দেব কেন? আমিই চলে যাব (ক্রন্দন)—

জগৎ। জেহেনা তুমি যেও না—আমার কথা শোনো, যেও না—আমি তোমার জন্যে আলাদা বাড়ি ক'রে দেব—যাতে তুমি সুখে থাক আমি তাই করব—আমার স্ত্রীর সঙ্গে তোমার কোন সংস্রব থাক্‌বে না—তাঁর রাগ কর্‌বার তো কোন কারণ নেই—একজন অনাথাকে কি আমি আশ্রয় দেব না? তিনি তাতে কি বল্‌তে পাবেন?

জেহেনা। রাজকুমার তুমি বঝ্‌চ না—আমি থাক্‌লে কখনই তাঁর ভাল লাগ্‌বে না—রাত দিনই তিনি মুখ ভার করে থাক্‌বেন—সে ভারি কষ্টকর হবে—

জগৎ। মুখ ভার? তা হতে পারে—কিন্তু তাতে কি? কিছু দিনের পর সব সয়ে যাবে কিন্তু জেহেনা তোমাকে মিনতি কচ্চি তুমি যেও না। তুমি একলা অনাথা স্ত্রীলোক কোথায় যাবে? সংসার বড় কঠোর স্থান—কে তোমাকে দেখ্‌বে শুন্‌বে?—কে তোমার যত্ন কর্‌বে—

(সুমতির প্রবেশ।)

সুমতি। (কাঁপিতে কাঁপিতে জগতের পদতলে পড়িয়া) নাথ—আমার প্রভু—আমার দেবতা—আমার জন্যে কিসের বাধা? আমি এখনি চলে যাচ্চি—আমি ক্ষুদ্র কীটেরও অধম—তুমি আমার দেবতা—তোমার সুখে আমি বাধা দেব?—নাথ, তা মনেও ক'র না—আমি একটুও বাধা দেব না—আমি অনায়াসে সব সহ্য করব—আমি অনেক চেষ্টা করেছিলুম যাতে আমার মুখ ভার না হয়—কিন্তু কিছুতেই পারি নি—নাথ কি করব বল—জেহেনা কি করব বল—আমি জানি আমার এই অন্ধকার-মুখ তোমাদের সুখের হন্তারক—কিন্তু আর ভয় নেই আমি যাচ্চি, এ মুখ আর দেখ্‌তে হবে না (উঠিয়া গমন)

জগৎ। ওকিও?—ও কথা কেন বল্‌চ?—তুমি যাবে কেন? তুমি যাবে কেন?—সে কি—

জেহেনা। তুমি কেন যাবে ভাই, আমিই যাচ্চি।

সুমতি। তুমি অনাথা স্ত্রীলোক, তুমি কোথায় যাবে জেহেনা? সংসার বড় কঠোর স্থান—কে তোমাকে তা হ'লে দেখ্‌বে শুন্‌বে?—কে তোমাকে যত্ন করবে?—আর তুমি গেলে ওঁকেই বা কে যত্ন করবে?—আমি চল্লেম, তোমরা ভাই সুখে থাক। (স্বগত) যে দিকে দু চোখ্‌ যায় সেই দিকেই চলে যাই—অরণ্য মরু, শ্মশান কোথাও আর ভয় নেই।

জগৎ। (উঠিয়া) যেও না যেও না—ও কি কর—

(সুমতির প্রস্থান।)

জেহেনা। রাজকুমার তুমি ওঁকে ধরে আনো, আমিই চলে যাই—

জগৎ। না জেহেনা তুমি থাকো—আমি বুঝিয়ে বল্লেই সব মিটে যাবে।—(স্বগত) আমাদের কথা সব শুন্‌তে পেয়েছে—এখন বুঝিয়ে বলিই বা কি? যে কথা আমি বলিছি তা শুন্‌লে কি আর রক্ষা আছে?—আমি কি ক'রে তার কাছে মুখ দেখাব?—নিশ্চয়ই আমাদের সব কথা শুন্‌তে পেয়েছে। (প্রকাশ্যে) সে শিশিটা কোথায়—সে শিশিটা কোথায়?

জেহেনা। এই যে রাজকুমার (মদের শিশি প্রদান)

জগৎ। আ! সকল রোগের মহৌষধ—(পান) সুমতি আর কোথায় যাবে? আবাব ফিরে আস্‌বে—যাক্‌ চুলোয় যাক্‌—এখন জেহেনা তুমি একটা গান গাও দিকি—আমি তা হলে সব ভুলে যাব—আমি তো তাকে কিছু বলি নি, আপনি যদি চলে যায় তো আমি কি কর্‌ব—না, আমি তাকে নিয়ে আসি গে যাই, আহা বেচারা—জেহেনা তুমি কাঁদ্‌চ?

জেহেনা। রাজকুমার আমিই তোমার কষ্টের কারণ—কেন আমার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল—আমার সংস্রবে যে আস্‌বে সেই অসুখী হবে—সকলই আমার অদৃষ্ট—না রাজকুমার আর আমি এখানে আস্‌ব না—তুমি সখীকে ডেকে আনো (ক্রন্দন)

জগৎ। না জেহেনা—তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পার্‌ব না—তুমি এখানে থাক্‌—তুমি যাতে সুখে থাক তাই আমি

করব, তোমার কষ্ট হবে না। একটা গান গাও না জেহেনা।

জেহেনা। রাজকুমার এই কষ্টের সময় আর কি গান গাব? আচ্ছা একটা দুঃখের গান গাই—

(গান।)

সিন্ধু।

সজনি লো বল কেন কেন এ পোড়া প্রাণ গেল না,
সহেনা যাতনা, সহেনা যাতনা।
এনে দে এনে দে বিষ, আর যে লো পারি না।

জগৎ। না জেহেনা বিষের কথা মনেও এনো না—এসো তোমার একটা থাক্‌বার বন্দবস্ত করে দি। (স্বগত) দেখি সুমতি কোথায়—কিন্তু সে সব কথা লুকিয়ে শুনেছে—কি ক'রে তার কাছে মুখ দেখাব? জেহেনাকেই বা কি করে ছাড়ব—আমি তো তাকে তাড়িয়ে দিই নি—সে যদি আপনি চলে যায় তো আমি কি করব।—যা হবার তা হবে (প্রকাশ্যে) এসো জেহেনা।

(জেহেনা ও জগতের প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।
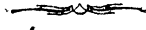
দেলকোষা বন।

সূরজ মল্ ও শুভসিংহ।

সূরজ। শুন্‌তে পাচ্চি রহিমের মৃত্যু হয়েছে কিন্তু তার দ্বারা যে কাজ হবার কথা ছিল সে তা করে গেছে।

শুভ। তার দ্বারা আবার কি কাজ হবে? আমিতো তার কাছ থেকে কিছুই প্রত্যাশা করি নি। সে নাকি নবাবের ওখানে গিয়েছিল?—সেখানে তার কি প্রয়োজন?

সূরজ। সে মশায় আমাদের অনেক কাজ এগিয়ে দিয়েছে। রাজকুমার জগৎরায় বিদ্রোহের আশঙ্কা করে নবাবকে সংবাদ দেবার জন্য তাঁর নিকট যাত্রার উদ্যোগ করেছিলেন কিন্তু রহিম তার যাবার পূর্ব্বে নবাবের মনে অন্য রূপ বিশ্বাস জন্মে দেবার উদ্দেশে অগ্রেই সেখানে গিয়েছিলেন—সেই খানেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে এইরূপ জনরব।

শুভ। তাতে আমাদের কাজ কি এগোলো? জগৎরায় নবাবের ওখানে এখনও তো যেতে পারেন, আর গেলেই বা কি? আমার ইচ্ছে এই সকল হীন ছল কৌশল ছেড়ে দিয়ে প্রকাশ্যরূপে মোগল সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করি। আমাদের ধর্ম্মের বল—আমাদের

জ্বলন্ত উৎসাহের বল—আমরা অল্প লোক হলেও অসংখ্য অত্যাচারী মোগলদের উপর জয় লাভ কর্‌তে পারব আমার এই বিশ্বাস। কিন্তু এই রকম ছলনা ক'রে ক'রে আমাদের সে ধর্ম্ম-বল হ্রাস হয়ে আস্‌চে—আমাদের উৎসাহের খর্ব্ব হচ্চে—কার্য্যকালে আমরা কিছুই করতে পারব না। আর আমি এ রকম ছদ্মবেশে থাক্‌তে পারি নে সুরজ।

সুরজ। মহাশয় আর কিছু কাল ধৈর্য্য ধরে থাকুন। যতক্ষণ না আমাদের অর্থ সংগ্রহ হচ্চে ততক্ষণ জয়ের কোন আশা নাই। আর সমস্তই প্রস্তুত। ১৫ই তারিখও নিকটবর্ত্তী—সেই দিন বর্দ্ধমানের রাজকোষ লুঠ করেই আমরা মোগল সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা কর্‌ব। জগৎরায়কে আমাদের ভয় ছিল কিন্তু রহিমের কৌশলে জগৎরায় বিলাসের ক্রোড়ে নিদ্রা যাচ্চেন—এখন আর কোন ভয় নেই।

শুভ। সে কি! জগৎরায় নিদ্রিত? আমার ইচ্ছে ছিল তাঁর সঙ্গে একবার আমার দ্বন্দ্ব যুদ্ধ হয়। ছেলে ব্যালায় আমরা এক গুরুর কাছ থেকে অস্ত্র শিক্ষা করেছিলেম। আমি প্রায় তাঁর কাছে হেরে যেতেম—কিন্তু এখন একবার আমি দেখ্‌তে চাই—কে হারে কে জেতে। সত্যি জগৎ বিলাসের ক্রোড়ে নিদ্রিত? তার সঙ্গে সে দিন তবে দেখা হবে না?—কিন্তু সুরজ আমি তোমাকে আগে থাকৃতে বলে রাখ্‌ছি—জগতের সঙ্গে দেখা হলে আমি দেবতার ভান করতে পারব না। আমার ছেলেবেলাকার সখা—তার সঙ্গে আমি দেবতার

ভান করব? কি লজ্জার কথা! আমি কি করে তার কাছে দেবতা বলে পরিচয় দেব? সে মনে করবে, আমার নিজের কোন পৌরুষ নেই, কেবল দেবতার ভান ক'রে ছলনা ক'রে আমি জয় লাভ কচ্চি। সে তা হলে আমাকে কতই না উপহাস কর্‌বে। না, আর যার কাছেই করি না কেন, তার কাছে আমি কখনই দেবতার ভান করতে পারব না।

সুরজ। সে ভয় আপনাকে করতে হবে না। তাঁর সঙ্গে আমাদের দেখা হবার সম্ভাবনা নেই। তিনি রহিমের স্ত্রী জেহেনাকে নিয়ে এমনি মেতে আছেন যে তাঁর স্ত্রীকে পর্য্যন্ত ত্যাগ করেছেন। এ সমস্তই রহিমের কৌশল।

শুভ। (স্বগত) কি! জগৎ তাঁর স্ত্রীকে ত্যাগ করেছেন? আর আমাদের চক্রেই এই সমস্ত ঘটেছে? আমরাই একটি পরিবারের সর্ব্বনাশের কারণ? আমাদের জন্যে এক জন সাধ্বী স্ত্রী অনাথা হল? পৌরুষ গেল, বীরত্ব গেল, মনুষত্ব গেল, শেষে কিনা একজন স্ত্রীলোকের আশ্রয়ের উপর আমাদের জয় লাভ নির্ভর করচে?— ভারতবর্ষের স্বাধীনতা নির্ভর করচে?—এরূপ জয় লাভে আমাদের কাজ নাই—এরূপ স্বাধীনতাতে আমাদের কাজ নাই। বীরের মত, পুরুষের মত, মনুষ্যের মত অত্যাচারের বিরুদ্ধে যদি যুদ্ধ করতে পারি তো ভাল নচেৎ দেশ-উদ্ধার স্বাধীনতা সমস্তই রসাতলে যাক্।

সুরজ। মশায় ভাবচেন কি? এখন কাজের সময়, আসুন সব উদ্যোগ করা যাক্—

শুভ। সূরজ তুমি যাও—আমি আস্‌চি। (চিন্তা)

সূরজ। যে আজ্ঞা। (স্বগত) শুভসিংহের সঙ্গে আর পেরে ওঠা যায় না—ছলনা না করলে কি উপায় আছে? তা বুঝ্‌বে না—মাঝে মাঝে এক-একবার খেপে ওঠে—আর দিন কতক থামিয়ে রাখ্‌তে পারলে হয়, তার পর দেখা যাবে—

(সূরজের প্রস্থান।)

শুভ। (স্বগত) আমি কি কচ্চি? দেশ উদ্ধারের এই কি প্রকৃষ্ট উপায়? প্রতারণা করা কি আত্মার হত্যা নয়?—আত্মার যদি বল গেল তো কিসের বলে যুদ্ধ কর্‌ব—অন্যায়ের বিরুদ্ধে অধর্ম্মের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে শেষে কি না নিজেই আমি অধর্ম্ম আচরণ কর্‌চি? আমার জন্যই একজন সতী স্ত্রীর এই দুর্দ্দশা হল, অথচ আমি নিশ্চিন্ত আছি—ধিক্!—না আর পারি না—এই হীন ছদ্ম বেশ ত্যাগ ক'রে প্রকাশ্য ভাবে অত্যাচারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করি—সূরজমলের কথা আর আমি শুন্‌তে চাই না—জগৎ-রায়কে বলে পাঠাই—সে ১৫ই তারিখের জন্য প্রস্তুত থাকুক—আমি হীন তস্করের ন্যায় অন্ধকারে আক্রমণ কর্‌তে চাই নে। স্বপ্নময়ী কখন্ আস্‌বে?—তাকে বলি আমি দেবতা নই—না আর দুই এক দিন পরে—তাকে আমি বল্‌বই—এখন জগৎরায়কে জাগাতে হবে—আহা! সতী স্ত্রীকে পরিত্যাগ!—তাঁর চখের তপ্ত অশ্রু কি আমাদের উপর জ্বলন্ত অভিশাপ বর্ষণ করবে না? সেই শাপে কি আমাদের

সমস্ত চেষ্টা সমস্ত কার্য্য ধ্বংশ হয়ে যাবে না?—ঐ যে স্বপ্নময়ী আস্‌চে। আহা, কবে ঐ সরলার কাছে মন খুলে বল্‌তে পার্‌ব যে আমি ওর দেবতা নই, ওই আমার হৃদয়ের দেবতা—না, এখনও না—দেব, বল দাও, সুখের প্রলোভন হতে আমাকে রক্ষা কর।

("দেশে দেশে ভ্রমি তব দুখ গান গাইয়ে"
এই গান গাহিতে গাহিতে স্বপ্নময়ীর প্রবেশ।)

স্বপ্ন। (স্বগত) এই যে আমার দেবতা—কি উপায়ে দাদার আবার চেতনা হয় দেবতাকে জিজ্ঞাসা করি—আহা সুমতির দুঃখের কথা শুন্‌লে দেবতারও দুঃখ হবে। (শুভসিংহকে প্রণাম)

শুভ। স্বপ্নময়ি একি আজ অমঙ্গল হেরি,
জগৎ তোমার ভ্রাতা আজি এ দুর্দিনে
প্রমোদে বিলাসে মগ্ন—একি দুরদশা!
এক দিকে মায়াবিনী কলঙ্কী জেহেনা
হাসিতেছে অট্টহাসি নিষ্ঠুর উল্লাসে,
অন্য দিকে পতিপ্রাণা দুখিনী সুমতি
অনাথিনী পথে পথে করিছে ভ্রমণ;
এ তো আর সহেনা রে, যারে স্বপ্নময়ি,
জাগারে ভ্রাতারে তোর—যা'রে শীঘ্র করি,
বল্ তারে এই কথা—দেবের আদেশ—
"ধিক্ ধিক্ ধিক্ ভ্রাতা, ওঠ শীঘ্র ওঠ,
ডাকিনী গাহিছে ওই প্রমোদ-উল্লাসে—

নহে উহা অপ্সরার সুখের সঙ্গীত।
ভেঙ্গে ফেল বীণা বেণু, ছিঁড়ে ফেল মালা,
চূর্ণ কর সুরা-পাত্র, নিভাও প্রদীপ,
বাঁধ কটিবন্ধ তব, লও তলোয়ার,
আগামী নবমী তিথি, চারি দণ্ড নিশি,
বহিবে শোণিত-স্রোত প্রাসাদ-মাঝারে,
জ্বলিবে চিতার আলো, পুড়িবে প্রাসাদ,
সেই দিন সেই তিথি যেযো সেথা যেযো!"

স্বপ্ন। দেব, আজি জানিলাম অন্তর্যামী তুমি
অনাথার নাথ প্রভু দয়ার সাগর,
কি আর বলিব—হ'ল কণ্ঠরোধ—
এখনি যাইয়া আমি পালিব আদেশ।

(শুভসিংহের প্রস্থান।)

(সুমতির প্রবেশ।)

স্বপ্নময়ী। ভাই সুমতি আমি দাদার কাছে এখনি যাচ্চি—দেবতার প্রসাদে তোমার দুঃখ শীঘ্র ঘুচ্‌বে—

(স্বপ্নময়ীর প্রস্থান।)

সুমতি। স্বপ্নময়ি যেও না ভাই, আমার কথা তাঁকে কিছু বোলো না—আমার যা হবার তা হয়েছে—আমার জন্যে তাঁর সুখে যেন বাধা না পড়ে—

(আপন মনে গান।)

খট্।

বলি গো সজনি, যেও না যেও না—
তার কাছে আর যেও না যেও না,
সুখে সে রয়েছে সুখে সে থাকুক্,
মোর কথা তারে বোল না বালা।
আমারে যখন ভাল সে না বাসে
পায়ে ধরিলেও বাসিবে না সে,
কাজ কি, কাজ কি, কাজ কি সজনি
তার সুখে গাঁপিয়ে জ্বালা।

(গাইতে গাইতে সুমতির প্রস্থান।)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

শুভসিংহের কুটীরের নিকট গ্রাম্য-পথ।

ইতর লোকদিগের প্রবেশ।

১। এবার ভাই বড় ধূম। যে দিনে বাদ্‌সার জন্ম দিন সেই দিনই রাজার মেয়ের বিয়ে শুন্‌চি।

২। এমন ধুম তো আমার বয়সে দেখিনি। এখনও ১৫ ই আসেনি, এর মধ্যেই নহবৎ বসে গেছে। আর, নাচ তামাসা হচ্চে, গান বাজনা হচ্চে, ভারি ধুম।

১। তুমি ভাই সেখানে গিয়েছিলে নাকি ?

২। গিয়েছিলুম বৈকি, আজ আবার যাচ্চি। সে তো কম দূর নয়, আজ না রওনা হলে সময় মত পৌছুতে পারব কেন ? সমস্ত নগরে আমায় দীপ জ্বালাতে হবে আমার সঙ্গে চুক্তি হয়েছে।

৩। আমাকেও ভাই ফুল মালা যোগাতে হবে।

১। তোমরা ভাই এই ব্যাপারে খুব লাভ করে নিলে যা হোক্।

২। তা ঈশ্বরের ইচ্ছে কিছু পাওয়া যাবে বটে, তুমি কি জন্য যাচ্চ ভাই ?

১। আমি এম্‌নি যাচ্চি—তামাসাটা ভাই দেখ্‌ব না ?—বাদ্‌সার দরবার, আবার রাজার মেয়ের বিয়ে—বল কি ? আমাদের গ্রামের আর সবাই চলে গেছে—ছেলে পিলে ঝি-বৌ সবাই—আঃ তাদের আমোদ দেখে কে—তোমায় বল্‌ব কি, তাদের এ কয় রাত্তির আহ্লাদে ঘুম হয় নি।

২। তা আমোদ হবে না গা, বল কি !

৩। এবার শুন্‌চি ভারি ঘটা করে আতস বাজি হবে।

১। শুন্‌চি না কি একটা হিন্দুর মন্দিরের ঠাট্ করে তাতে বাজি পোড়াবে।

২। ঐ জন্যই তো ভাই রাগ্ ধরে—হিন্দুর মন্দির নিয়ে টানা টানি কেন? পোড়াতে হয় মস্জিদ্ পোড়াক্ না—

১। তা ভাই যার যে ধর্ম্ম। আমাদের হিন্দুর রাজত্যি হ'লে আমরাও মস্জিদ পোড়াতেম।

৩। যা খুসি করুক্ না দাদা, ও-সব কথায় কাজ কি, আমাদের কিছু লাভ হলেই হল। এখন চল। সময় চলে যায়—জয় বাদ্সার জয়—

২। না, তাই বল্‌চি, এত জিনিস্ থাক্‌তে হিন্দুর মন্দির পোড়াবার দরকারটা কি?—চল ভাই চল।

(সকলের প্রস্থান।)

(শুভসিংহের প্রবেশ।)

শুভ। (স্বগত)—

দেখিছ না অয়ি ভারত-সাগর, অয়ি গো হিমাদ্রি দেখিছ চেয়ে,
প্রলয়-কালের নিবিড় আঁধার, ভারতের ভাল ফেলেছে ছেয়ে।
অনন্ত সমুদ্র তোমারই বুকে, সমুচ্চ হিমাদ্রি তোমারি সম্মুখে,
নিবিড় আঁধারে, এ ঘোর দুর্দ্দিনে, ভারত কাঁপিছে হরষ-রবে!
শুনিতেছি নাকি শত কোটি দাস, মুছি অশ্রুজল, নিবারিয়া শ্বাস,
সোণার শৃঙ্খল পরিতে গলায় হরষে মাতিয়া উঠেছে সবে?
শুধাই তোমারে হিমালয়-গিরি, ভারতে আজি কি সুখের দিন?
তুমি শুনিয়াছ হে গিরি-অমর, অর্জ্জুনের ঘোর কোদণ্ডের স্বর,

তুমি দেখিয়াছ সুবর্ণ আসনে, যুধিষ্ঠির রাজা ভারত শাসনে,
তুমি শুনিয়াছ সরস্বতি-কুলে, আর্য্য কবি গায় মন প্রাণ খুলে,
তোমারে শুধাই হিমালয় গিরি—ভারতে আজি কি সুখের দিন ?
তুমি শুনিতেছ ওগো হিমালয়, ভারত গাইছে মোগলের জয়,
বিষণ্ণ নয়নে দেখিতেছ তুমি—কোথাকার এক শূন্য মরুভূমি—
সেথা হতে আসি ভারত-আসন লয়েছে কাড়িয়া, করিছে শাসন,
তোমারে শুধাই হিমালয়-গিরি, ভারতে আজি কি সুখের দিন ?
তবে এই সব দাসের দাসেরা, কিসের হরষে গাইছে গান ?
পৃথিবী কাঁপায়ে অযুত উচ্ছ্বাসে কিসের তরে গো উঠায় তান ?
কিসের তরে গো ভারতের আজি, সহস্র হৃদয় উঠেছে বাজি ?
যত দিন বিষ করিয়াছে পান, কিছুতে জাগেনি এ মহা-শ্মশান,

বন্ধন শৃঙ্খলে করিতে সম্মান
ভারত জাগিয়া উঠেছে আজি ?
কুমারিকা হতে হিমালয় গিরি
এক তারে কভু ছিল না গাঁথা,

আজিকে একটি চরণ আঘাতে, সমস্ত ভারত তুলেছে মাথা !
এসেছিল যবে মহম্মদ-ঘোরি, স্বর্গ রসাতল জয়নাদে ভরি

রোপিতে ভারতে বিজয়-ধ্বজা,

তখনো একত্রে ভারত জাগেনি, তখনো একত্রে ভারত মেলেনি,

আজ জাগিয়াছে, আজ মিলিয়াছে—
বন্ধন-শৃঙ্খলে করিতে পূজা !

মোগল-রাজের মহিমা গাহিয়া
ভূপগণ ওই আসিছে ধাইয়া,
রতনে রতনে মুকুট ছাইয়া, মোগল-চরণে লোটাতে শির—
ওই আসিতেছে জয়পুররাজ, ওই যোধপুর আসিতেছে আজ
ছাড়ি অভিমান তেয়াগিয়া লাজ, আসিছে ছুটিয়া অযুত বীর!
হারে হতভাগ্য ভারত-ভূমি,
কণ্ঠে এই ঘোর কলঙ্কের হার
পরিবারে আজি করি অলঙ্কার,
গৌরবে মাতিয়া উঠেছে সবে?
তাই কাঁপিতেছে তোর বক্ষ আজি
মোগল রাজের বিজয় রবে?
মোগল বিজয় করিয়া ঘোষণা, যে গায় গাক্ আমরা গাব না
আমরা গাব না হরষ গান,
এস গো আমরা যে ক-জন আছি, আমরা ধরিব আরেক তান।

(সুরজের প্রবেশ।)

সুরজ। কি ভাবচেন মশায়? আজ আসুন যাত্রা করা যাক্, নইলে ঠিক দিনে পৌঁছিতে পারা যাবে না।

শুভ। আমি প্রস্তুত। আমাদের দল বল কৈ?

সুরজ। তারা এল বলে—ঐ আস্‌চে।

(কতিপয় অস্ত্র-শস্ত্রে-সুসজ্জিত বাগ্‌দি চোয়াড়ের প্রবেশ ও শুভসিংহকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম।)

সুরজ। এস এস—তোমাদের জন্য প্রভু অপেক্ষা কচ্চেন।

বাগ্‌দি। আমরা তো প্রভু হাজির আছি, যা হুকুম কর্‌বেন আমরা তাই কর্‌ব—কোন্‌ বাড়ি লুট্‌ কর্‌তে হবে? বলুন এখনি যাই। আমাদের ঠাকরুণ কৈ? তিনি তো এখনও আসেন নি—

সুরজ। তিনি পথে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন।

বাগ্‌দি। হাঁ প্রভু, আমাদের ঠাকরুণকে চাই, তিনি সামনে থাক্‌লে আর আমাদের কিছুই ভয় নেই।

একজন। তিনি সাক্ষাৎ ভগবতী—

একজন। তিনি আমাদের মা।

(রাজবাড়ির কতিপয় পাইক সঙ্গে লইয়া সর্দ্দারের প্রবেশ।)

সর্দ্দার। ঐ সেই সন্ন্যাসী, ওকে ধর্‌তে আবার ভয় কি—তুই ভারি ভিতু, তুই এগো না—

১। "এগো না এগো না" বলা সহজ, তুমি এগোও দিকি—বাবারে, কপালের চোক্‌টা জলচে দেখ—

২। আচ্ছা ভাই আমি যাচ্চি—

সর্দ্দার। ভালা মোর ভাই রে, তুমি এগোও তো—ভয় কি—আমি পিছনে আছি।

৩। তুমি হচ্চ সর্দ্দার তুমি এগোলেই আমরা সবাই পিছনে পিছনে যাব। তুমি এগোও না দাদা।

অন্য পাইক। হাঁ এই ঠিক্ কথা—এই ঠিক্ কথা। সর্দ্দার এগোলেই আমরা যাব।

সর্দ্দার। না না, তা হবে না—আমি এগিয়ে গেলে চল্‌বে কেন—তোরা পালালে আট্‌কাবে কে? না আমি একজনকেও পালাতে দেব না—মন্ত্রী মশাই কি তা হ'লে আমার মাথা রাখ্‌বেন?—ভয় কি, আমি সঙ্গে সঙ্গে আছি, তোমরা এগোও—ভালা মোর জোয়ানরা সব্—এগোও—তলোয়ারের এক ঘায়ে ওকে এখনি টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ফেল্‌বো—না হ'লে আমার নাম নিধিরাম সর্দ্দার নয়———

সুরজ। মশায় সাবধান, রাজ-বাড়ির সৈন্য আমাদের ধর্‌তে এসেছে, দেখ্‌চেন না উঁকি ঝুঁকি মারচে—

শুভ। দূর আকাশের তলে, ওই যে রতন জ্বলে

আনিতে কে যাবি তোরা

এই বেলা আয় রে—

মায়ের আঁধার ভালে পরাবি ও রত্নখানি,

কে আসিবি আয় তোরা

মিছা দিন যায় রে।

সুমুখে দুর্গম পথ, প্রত্যেক কণ্টক তার
মাড়াইতে হবে বটে
রক্তময় চরণে
কিন্তু রে কিসের ভয়, আসুক সহস্র বাধা,
মাতৃ-মুখ উজ্জলিবি,
কি ভয় রে মরণে।

বাগ্‌দিগণ। আমরা সবাই যাব—আমরা সবাই যাব।—কি ভয় রে মরণে—মা কালীর জয়—মহাপ্রভুর জয়!—ভগবতীর জয়—

সুরজ। রাজবাড়ির সৈনিকেরা প্রভুকে ধর্‌তে এসেছে—তোমরা পথ পরিষ্কার কর—

বাগ্‌দিগণ। কি! আমরা থাক্‌তে আমাদের প্রভুকে ধর্‌বে? ধর্—ধর্—মার—মার—(কোলাহল)

পাইকগণ। পালা রে পালা রে—মেলে রে মেলে রে—আমাদের সর্দ্দার কোথায়? ও নিধিরাম—ও নিধিরাম—সর্দ্দার পালিয়েছে রে পালিয়েছে—

বাগ্‌দিগণ। মার্—মার্—ধর্—ধর্——

(মারামারি করিতে করিতে প্রস্থান ও
পাইকদিগের পলায়ন।)

চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

জগৎরায়ের উদ্যান-বাটী।

জেহেনা ও জগৎরায় মছলন্দ বিছানার উপর
গের্দ্দা ঠেসান দিয়া পাশাপাশি আসীন।

মদের পেয়ালা সম্মুখে—

জগৎ। জেহেনা, তুমি একটু খাও—(মদের পেয়ালা জেহেনার মুখের নিকট ধারণ)

জেহেনা।—আমার নেশা হয়েছে—আর ভাই না—আচ্ছা তুমি দিচ্চ একটু খাই (পান)

জগৎ। (জেহেনার হস্ত ধরিয়া)—জেহেনা তোমার তো কোন কষ্ট নেই ?—তোমার এখানে ভাল লাগ্‌চে তো ?

জেহেনা। জগৎ ছি ভাই—ও রকম করে আমাকে কষ্ট দিও না—ও কথা বল্লে বরং আমার কষ্ট হয়—তোমার কাছে আবার আমার কষ্ট ? তবে, তোমার বোধ হয় ভাল লাগচে না, তাই ও কথা তোমার মনে হয়েছে।

জগৎ। আমার আবার ভাল লাগ্‌বে না ?—জেহেনা তোমাকে আর কি বল্‌ব—এ স্বর্গ-সুখ। মনে করচ আমি সুমতির কথা ভাবি ? একবারও না। আমি তো তাকে যেতে বলিনি—সে যদি আপনি যায় তো আমি কি করব। (মদ্য পান) সে কথা থাক্‌—জেহেনা তুমি একটা গান গাও—

জেহেনা। (গান)

কালাংড়া—আড়খেম্‌টা।

দেখে যা, দেখে যা, দেখে যা লো তোরা
সাধের কাননে মোর,
(আমার) সাধের কুসুম উঠেছে ফুটিয়া,
মলয় বহিছে সুরভি লুটিয়া রে—
(সেথা) জোছনা ফুটে,
তটিনী ছুটে,
প্রমোদে কানন ভোর।
এস এস সখা এস গো হেথা
দুজনে কহিব মনের কথা,
তুলিব কুসুম দুজনে মিলি রে—
(সুখে) গাঁথিব মালা,
গনিব তারা,
করিব রজনী ভোর।

এ কাননে বসি গাহিব গান
সুখের স্বপনে কাটাব প্রাণ
খেলিব দুজনে মনের খেলারে—
(প্রাণে) রহিবে মিশি
দিবস নিশি
আধ আধ ঘুম ঘোর।

জগৎ। (মদ্য পান করিয়া) আহা! কি কথাই বলেছে—

"প্রাণে রহিবে মিশি
দিবস নিশি
আধ আধ ঘুম ঘোর"

ঠিক্—ঠিক্—আচ্ছা জেহেনা একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?—তুমি আমাকে সত্যি কি (চমকিত হইয়া) জেহেনা দেখ দেখ—ও কে?—ওকে?—সুমতির মত কাকে দেখ্লুম—কেও?—কেও?—

জেহেনা। কৈ? কৈ?—জগৎ তুমি পাগল হয়েছ, তোমার মনের ভিতর সারা দিন সুমতি জাগ্‌চে কিনা তাই—

জগৎ। না জেহেনা আমি পাগল হই নি, সত্যি সুমতি—এখানে কেন? এখানে কেন?—একি!—এখানকার সন্ধান কোথা থেকে পেলে?

জেহেনা। তাই তো!—এ কি!—

(সুমতির প্রবেশ ও দূরে দণ্ডায়মান।)

জেহেনা। সখি এসো, অনেক দিনের পরে তোমাকে দেখ্ছি—

জগৎ। এসো না—কোথায় ছিলে এত দিন?—বোসো না। তুমি চল, আমি যাচ্চি—বস্‌বে কি?

জেহেনা। সখি বস্‌বে না?

জগৎ। সুমতি তুমি দাঁড়িয়ে কেন?—আমি উঠ্‌ব? আমাকে গোপনে কিছু বল্‌বে?

সুমতি। (গান)

রাগিণী সর্ফর্দা।

নিতান্ত না রইতে পেরে দেখিতে এলেম আপনি,
দ্যাখো' বা না দ্যাখো আমায় দেখিব ও মুখখানি।
মনে করি আসিব না, এ-মুখ আর দেখাব না,
না দেখিলে প্রাণ কাঁদে, কেন যে তা নাহি জানি।
এসেছি দিব না ব্যথা, তুলিব না কোন কথা,
সাধিব না কাঁদিব না—যাব এখনি।
যেথাই আছো সেথাই থাকো, আর কাছে যাব নাকো,
চোখের দেখা দেখ্‌ব শুধু—দেখেই যাব অমনি।

(সুমতির প্রস্থান)

জগৎ। (স্বগত) একি! আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি!—যাই একবার বুঝিয়ে বলিগে--কি বোঝাব?—বোঝাবার আছে কি?—কিন্তু কিন্তু——

জেহেনা। জগৎ আমি তোমাকে কতই কষ্ট দিলুম, এ হতভাগিনীর সঙ্গে কেন তোমার দেখা হয়েছিল? বেশ সুখে থাক্‌তে, আমিই তোমার সুখ নষ্ট করেছি, যাই এখনি আমি সখীকে ডেকে আন্‌চি, আমাকে বিদায় দেও (ক্রন্দন)

জগৎ। সেকি জেহেনা, আমার কোন কষ্ট নেই। কেমন আমরা সুখে ছিলুম, মাঝ-থেকে একটা ব্যাঘাৎ হল, তাই মনটা কেমন এক রকম হয়ে গেল—আসলে কিছুই নয়, এখনি সব সেবে যাবে। জেহেনা তোমাকে আমি কিছুতেই ছেড়ে দিতে পারব না (মদ্যপান) এই দেখ আমার সব সেরে গেছে—কৈ সে নাচ-ওয়ালিরা কোথায়?—এখনও এল না কেন? এই বার নাচ হোক, আজ সমস্ত রাত নাচ গান হবে, জেহেনা তুমিও একটু খাও—(মদিরার পেয়ালা জেহেনার মুখে ধারণ)

জেহেনা। (পান করিয়া) ঐ যে নাচ-ওয়ালিরা এসেছে।

(নর্ত্তকীদিগের প্রবেশ।)

জগৎ। তোমরা আর বস্‌তে পারবে না, নাচ আরম্ভ করে দেও—এখনি—এখনি—আর দেরি না—একটা সুখের গান —একটা সুখের গান—শীঘ্‌ঘির—শীঘ্‌ঘির—

জেহেনা। এ তোমার ভাই অন্যায়—অত দূর থেকে এসেছে, ওরা একটু বস্‌বে না?—বোসো তোমরা, একটু বোসো।

জগৎ। বস্‌বে? আচ্ছা বোসো।

জেহেনা। (কর্ণমূলে মৃদুস্বরে) দেখেছ ঐ ছুঁড়িটার ঠোঁট্‌ কি মোটা?

জগৎ। হাঁ ঠোঁট্‌টা মোটা বটে।

জেহেনা। আর দেখেছ, ওর দাঁত উঁচু, তাই রুমাল দিয়ে মুখটা সারা দিন ঢাক্‌চে।

জগৎ। কিন্তু উদিকে যে বসে আছে ওর মুখটা দেখ্‌তে নেহাৎ মন্দ নয়।

জেহেনা। মুখটা নিতান্ত মন্দ নয় বটে কিন্তু ওর বয়েস কত জান?

জগৎ। কত?

জেহেনা। পঞ্চাশের কম নয়—রং টং দিয়েছে বলে বয়েস অল্প দেখাচ্চে।

জগৎ। সত্যি নাকি? আশ্চর্য্য!

জেহেনা। আচ্ছা বেচারাদের দেখলে বড় মায়া হয়! রাত দিন পরের মন যোগাতে হচ্চে—ভাল বাসুক না বাসুক, ভাল বাসা দেখাতে হচ্চে—কিন্তু কি ক'রে ও রকম ওরা পারে তাই আমি ভাবি—বাইরে এক রকম, ভিতরে আর এক রকম।

জগৎ। জেহেনা তোমার মত সরলা কি সবাই হবে? ওদের পেষাই হল ঐ।

জেহেনা। না তাই বল্‌চি, ও-দের দেখ্‌লে ভারি মায়া করে। (উচ্চৈঃস্বরে) আচ্ছা তোমরা এখন তবে নাচো।

জগৎ। নাচো নাচো—একটা সুখের গান—শীঘ্‌ঘির শীঘ্‌ঘির (মদ্যপান)—

জেহেনা। হাত্ ধরাধরি করে নাচো।

নর্ত্তকীগণ। আচ্ছা তাই হবে (নৃত্য ও গান)

ছায়ানট।

আয় তবে সহচরি,
হাতে হাতে ধরি ধরি
নাচিবি ঘিরি ঘিরি,
গাহিবি গান।
আন্ তবে বীণা,
সপ্তম সুরে বাঁধ তবে তান্।
পাশরিব ভাবনা,
পাশরিব যাতনা,
রাখিব প্রমোদে ভরি
মন প্রাণ দিবা নিশি,
আন্ তবে বীণা,
সপ্তম সুরে বাঁধ তবে তান্।

ঢাল' ঢাল' শশধর,
ঢাল' ঢাল' জোছনা!
সমীরণ বহে যা'রে,
ফুলে ফুলে ঢলি ঢলি;
উলসিত তটিনী,
উথলিত গীত-রবে খুলে দেরে মন প্রাণ।

জগৎ। বাহবা! বাহবা! বেশ! বেশ! (ফুলের তোড়া নিক্ষেপ)

জেহেনা। তুমি এইবার একটু খাও (মদের পেয়ালা জগতের মুখের নিকট ধারণ)

জগৎ। (পান করিয়া) আ! আ! এমন মিষ্টি আর কখন লাগে নি। তুমিও ভাই একটু খাও (জেহেনার মুখে পেয়ালা ধারণ)

জেহেনা। এই খাচ্চি (পান)

জগৎ। ওকে?—ও আবার কে?—আবার ব্যাঘাৎ? একি! স্বপ্নময়ী!—স্বপ্নময়ী এখানে!—আজ হচ্চে কি!—এখানে কেন?—আঃ ভারি উৎপাত!—একি!—

(স্বপ্নময়ীর প্রবেশ।)

জগৎ। স্বপন—তুই এখানে কেন?—অ্যাঁ?

স্বপ্ন। ধিক্ ধিক্ ধিক্ ভাই, ওঠো শীঘ্র ওঠো,
ডাকিনী গাহিছে ওই প্রমোদ-উল্লাসে

নহে উহা অপ্‌সরার সুখের সঙ্গীত,
ভেঙ্গে ফেল বীণা বেণু, ছিঁড়ে ফেল মালা।
চূর্ণ কর সুরা-পাত্র, নিভাও প্রদীপ,
বাঁধো কটি-বন্ধ তব, লও তলোয়ার,
আগামী নবমী তিথি, চারি দণ্ড নিশি,
বহিবে শোণিত-স্রোত প্রাসাদ-মাঝারে
জ্বলিবে চিতার আলো, পুড়িবে প্রাসাদ,
সেই দিন সেই তিথি যেয়ো সেথা যেয়ো!

(স্বপ্নময়ীর প্রস্থান।)

জগৎ। (স্বগত) একি!—কি কথা বলে গেল?—আগামী নবমী তিথি, চারি দণ্ড নিশি—বহিবে শোণিত-স্রোত প্রাসাদ-মাঝারে! এর অর্থ কি?—বিদ্রোহ টা সত্যি হয়েছে না কি?—আমি তো সেই অবধি আর কোন খবর রাখি নি—এখনি যাই—কি সর্ব্বনাশ!—আঃ বিধাতা আমাকে নিশ্চিন্ত হয়ে সুখ-ভোগ করতে দিলেন না।—(উঠিয়া)

জেহেনা। ওকি জগৎ উঠ্‌চ কেন?—ঐ পাগলির কথায় আবার তোমার ভাবনা হল?—

জগৎ। পাগলি বটে কিন্তু ওর পাগলামিতে অর্থ আছে। জেহেনা তুমি একটু বোসো—আমি আস্‌চি—(স্বগত) ওঃ—স্বপ্নময়ীর কথাগুল আমার হৃদয় কাঁপিয়ে দিয়ে গেছে।—যাই দেখে আসি। (নর্ত্তকীদের প্রতি) যাও তোমরা যাও—

(নর্ত্তকীদের প্রস্থান, পরে জগতের প্রস্থান।)

জেহেনা। (স্বগত) যাও—কিন্তু সুতো আমার লম্বা রয়েছে, ভাবনা নেই—বড়শি খুব লেগেছে—আর ছাড়াতে পারবে না—(মদ্য পান) মনে করেছ তোমাকে আমি হৃদয় দিয়েছি?—না, ঐটি ছাড়া আর সব।—দেখি না, আরও কত হৃদয় লুট্ করতে পারি—এই বয়সে এত হৃদয় জয় করেছি যে তা একত্র করে একটা মালা গেঁথে গলায় পরা যায়।—দিব্যি একটু নেশা হয়েছে—কেউ কোথাও নেই, এইবার একটু মন খুলে গাই—(ভাব ভঙ্গী সহকারে গান)

বাগেশ্রী—খেম্‌টা।

কে যেতেছিস্ আয়রে হেথা, হৃদয় খানি যা-না দিয়ে।
বিম্বাধরের হাসি দেব, সুখ দেব, মধুমাখা দুঃখ দেব,
হরিণ-আঁখির অশ্রু দেব
অভিমানে মাখাইয়ে।
অচেতন করব হিয়ে, বিষে মাখা সুধা দিয়ে
নয়নের কালো আলো
মরমে বরষিয়ে।
হাসির ঘায়ে কাঁদাইব, অশ্রু দিয়ে হাসাইব,
মৃণাল-বাহু দিয়ে সাধের বাঁধন বেঁধে দেব,
চোখে চোখে রেখে দেব,
দেব না হৃদয় শুধু,
আর সকলি যা না নিয়ে!

(গাহিতে গাহিতে প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।
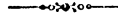
দেলকোষা বন।

সুমতির প্রবেশ।

সুমতি। (স্বগত) -কেন মব্‌তে আবার তাঁকে দেখ্‌তে গিয়েছিলুম?—সে দৃশ্য দেখে এখনও কি ক'রে বেঁচে আছি?—আর আমার কোন আশা নেই—আগে কল্পনাতেও এক একবার সুখের আশা হত—আবার মিলনের আশা হত—কিন্তু সে আশাও আর নেই—এখনও কেন তবে তাঁকে ভুলে যেতে পারচি নে?—কেন সেই মুখ রাত-দিন আমার মনে আসে?—নানানা—কেনই বা ভুল্‌ব?—তিনি আমাকে ভুলুন, আমি তাঁকে প্রাণ থাক্‌তে কখনই ভুলতে পারব না। নাথ, হৃদয়েশ্বর, জন্ম জন্ম তুমি সুখে থাক—আমার সুখে কাজ নেই—আমি ক্ষুদ্র কীটেরও অধম—আমার আবার সুখ কি?—যে ক দিন বাঁচি তোমার প্রতিমাখানি বুকে ক'রে রেখে দেব—তোমারই চরণ পূজা করব—(গান)—

বেহাগ—আড়াঠেকা।

কেনই বা ভুলিব তোমায়, কে ভুলে হৃদয় ধনে?
শূন্য হৃদয় লয়ে কি সুখে বাঁচিব প্রাণে?

আশাতে নিরাশা বলে, তোমারে কি যাব ভুলে,
সে তো নয় রে ভালবাসা, সুখ-আশা সংগোপনে।
রাখিব না সুখ-আশা, চাহিব না ভাল বাসা,
ভাল বেসেই ভাল রব মনে মনে।
প্রেমের প্রতিমাখানি দলিত হৃদয়ে আনি
জীবন-অঞ্জলি দিয়ে পূজিব অতি যতনে।

(গাইতে গাইতে প্রস্থান)।

রহিমের প্রবেশ।

রহিম। (স্বগত) কে না জানি আমার মৃত্যু রটিয়েছে—তাকে যদি পাই তো আমি তার জিব্‌টা টেনে ছিঁড়ে ফেলে কুকব শেয়াল দের খেতে দি। আমার সঙ্গে ঠাট্টা?—বাড়ি গিয়ে দেখি—গৃহ-শূন্য, ইঁদুর চামচিকেতে ঘর ছেয়ে গেছে, ভাঙ্গা ছাদের উপর বোসে পেঁচা ডাক্‌চে—ঘরের কপাট গুন পর্য্যন্ত চোবেরা চুরি ক'রে নিয়ে গেছে—আর সেই পাপীয়সী বিশ্বাসঘাতিনী শুন্‌চি না কি জগতের উপ-পত্নী হয়েছে—এ কথা যদি সত্যি হয় তো আমি যে কি করব ভেবে পাচ্চিনে—দুজনকে জবাই কর্‌ব—তুষের আগুনে জ্যান্তো পোড়াব—কাঁটা দিয়ে মাটিরমধ্যে পুঁতে ফেলব। কোথায় না জানি তারা আছে—একবার সন্ধানটা পেলে হয়—তার স্ত্রীকে নাকি তাড়িয়ে দিয়েছে—শুন্‌চি এই বনে থাকে—কিন্তু কৈ তাকে তো দেখ্‌তে পাচ্চিনে—তাকে দেখ্‌তে পেলেই সব সন্ধান পাব—একবার

রাজ-বাড়িতে যাই—সেখানে হয়তো সব খবর পাওয়া যাবে—আঃ!—

(রহিমের প্রস্থান।)

(সুমতির প্রবেশ।)

সুমতি। কি সর্ব্বনাশ!—রহিম ফিরে এসেছে!—তবে তার মরবার খবর সব মিথ্যে—রহিম নেই মনে করে উনি নিশ্চিন্ত হয়ে সুখভোগ করচেন—কিন্তু যদি রহিম সন্ধান পেয়ে সেখানে গিয়ে পড়ে তা হলে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হবে—রক্ত-পিপাসু পাঠান-জাত প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়্বে না—কি একটা খুনোখুনি ক'রে বস্‌বে—আমি এই বেলা গিয়ে তাঁকে সাবধান করে দিয়ে আসি—আমি যাবার আগেই যদি তাঁর কোন অনিষ্ট করে—ভগবান যেন তাঁকে রক্ষা করেন—কি হবে?—আমাকে যদি ঘরে ঢুক্‌তে না দেন—এই ব্যালা যাই।

(সুমতির তাড়াতাড়ি প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

জগৎসিংহের নিভৃত উদ্যান-বাটী।

জেহেনা।

জেহেনা। (স্বগত) সেই যে গেছে এখনও এলো না—আবার তার মন বদলে গেল না কি? সুমতির চোখের জলে তার মন আবার গোলে গেল না কি! না, বোধ হয় এখনি আস্‌বে—আমার জালে একবার যে পড়েছে তাকে আর পালাতে হয় না। ও কে? সুমতি যে! এ সময়ে কেন?

(সুমতির ব্যস্ত সমস্ত হইয়া প্রবেশ।)

সুমতি। জেহেনা বাঁচ্‌তে চাও তো পালাও—তোমার স্বামীর মৃত্যু হয় নি—তিনি ফিরে এসেছেন—

জগৎ। (ঘরের পর্দার অন্তরাল হইতে) এ কি! সুমতি জেহেনা—সুমতির কাছে কি ক'রে মুখ দেখাব? এইখান থেকে শুনি—

জেহেনা। (ভীত ও বিস্মিত হইয়া) কি! আমার স্বামীর মৃত্যু হয় নি?—ফিরে এসেছেন? কে তোমাকে বল্লে?

সুমতি। আমি স্বচক্ষে তাঁকে দেখিছি, তিনি এখানে এলেন বলে, এই ব্যালা পালাও—

জেহেনা। তোমার মিথ্যা কথা—আমি আর তোমার ফিকির বুঝি নে? তুমি মনে করচ ঐ বোলে আমাকে তাড়িয়ে দিতে পারলে তুমি স্বচ্ছন্দে আবার সুখ ভোগ কর্‌বে—কিন্তু তার জন্যে তো মিথ্যে কথা কবার কোন আবশ্যক নেই—আমি তো এখান থেকে গেলে বাঁচি—তোমার স্বামীই তো আমাকে ধরে রেখেছেন। আগে যদি জান্‌তেম তিনি অমন খারাপ লোক—তা হ'লে কি তাঁর সঙ্গে আমি আলাপ করতুম? তুমি কেন এমন লোকের সঙ্গে আমার আলাপ করে দিয়েছিলে? দেখ দিকি তাঁর জন্য কি কাণ্ড হল—যদি সত্যিই আমার স্বামী ফিরে এসে থাকেন, তা হ'লে কি হবে বল দেখি।

সুমতি। (কিছু কাল নিস্তব্ধ ও অবাক্ ভাবে থাকিয়া স্বগত) কি আশ্চর্য্য অবশেষে আমাকেই অপরাধী কর্‌চে! আমি সমস্তই জানি, অথচ আমারই মুখের সামনে এই সব কথা বল্‌তে সাহস কচ্চে—মনে করেছিলুম কোন কথা কইব না—কিন্তু আর না বোলেও থাক্‌তে পার্‌চি নে। (প্রকাশ্যে) নির্লজ্জ! শেষে আমিই অপ-রাধী? তোমার কোন অপরাধ নেই? আমি যে তোমাকে আমার হৃদয়ের বন্ধু মনে ক'রে বিশ্বাস ক'রে আমার সর্ব্বস্ব ধনকে একলা ফেলে তোমার কাছে রেখে যেতুম, তাই কি আমার অপরাধ? লুকিয়ে লুকিয়ে মদ এনে দিয়ে কে তাঁর সর্ব্বনাশ কর্‌লে? পানের

উপর তাঁর নাম লিখে, ভালবাসা দেখিয়ে কে তাঁর মন হরণ করলে?—আর যিনি, সমস্ত পরিত্যাগ করে তোর চরণে তাঁর সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন করলেন, তাকে তুই কি না খারাপ লোক বলি বিশ্বাস-ঘাতিনি, না আমি মিথ্যে বলিনি—আমি শপথ করে বলচি, রহিম খাঁ ফিরে এসেছে। যদি প্রাণ বাঁচাতে ইচ্ছে হয় জেহেনা, তো এখনও পালাও।

জেহেনা। আমার স্বামী যদি এসে থাকেন, সে ভালই হয়েছে। আমি পালাব কেন? তিনি আসুন, আমি তাঁকে বলব, জগৎ আমাকে এখানে বন্দী করে রেখেছে—জগৎ আমার সর্ব্বনাশ করেছে—তা হলে নিশ্চয় তিনি আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবেন, আর জগৎকেও এর উচিত শাস্তি দেবেন।

সুমতি। (জেহেনার পায়ে পড়িয়া) জেহেনা—তুমি আমার সর্ব্বস্ব নেও কিন্তু তাঁকে প্রাণে মেরো না—তিনি আমার কে? জেহেনা, তিনি তোমারই—তাঁকে তুমি বাঁচাও—আর আমি কিছু চাইনে—তিনি এখনও তোমাকে ভাল বাসেন, বেঁচে থাকলে চিরকাল তোমাকেই ভাল বাসবেন—জেহেনা তোমার স্বামীর কাছে তাঁর নামে ও রকম করে বোলো না, তাহলে আর রক্ষা থাকবে না—আমি শপথ করে বলচি, আমা-হতে তোমার কোন ভয় নেই—তিনি বেঁচে থাকলে নিষ্কণ্টকে তুমি তাঁকে নিয়ে সুখী হতে পারবে, আমি কোন বাধা দেব না। আরও যদি চাও, আমি শপথ করচি, বিবাহ-ব্রত ভঙ্গ ক'রে—সেই সমস্ত পবিত্র বন্ধন ছিন্ন ক'রে তোমার হাতেই

তাঁকে সমর্পণ ক'রে দিয়ে যাব—তাঁর উপর আমার কোন অধিকার থাক্‌বে না—আর কি চাও জেহেনা? এতেও কি হবে না? ঐ তোমার স্বামী তলোয়ার, হাতে ক'রে এই দিকে আস্‌চে—কি হবে!—কি হবে!—জগৎ তো এখানে আসেন নি?—ঐ যে তিনি এসেছেন, তবেই তো সর্ব্বনাশ!

(নিষ্কোষিত তলোয়ার হস্তে রহিমের প্রবেশ।)

রহিম। কৈ কৈ? বিশ্বাসঘাতিনি—

জেহেনা। (দৌড়িয়া গিয়া রহিমের পদতলে পড়িয়া ক্রন্দন) নাথ আমাকে রক্ষা কর, আমাকে এখান থেকে উদ্ধার কর—জগৎ আমাকে এখানে বন্দী করে রেখেছে—আমি অমন দুষ্ট লোক—অমন খারাপ লোক আর কখন দেখিনি।

সুমতি। রহিম খাঁ, তুমি ওর কথা শুনো না, তিনি ওকে বন্দী ক'রে রাখেন নি, সব মিথ্যা কথা।

রহিম। আমি তোমাকে শীঘ্রই উদ্ধার কচ্চি—আমি মনে করেছিলুম, তোকে দেখ্‌বা মাত্রই এই তলোয়ার দিয়ে কুটিকুটি ক'রে কাট্‌ব, কিন্তু না তাতেও তোর যথেষ্ট শাস্তি হবে না, আরও কিছু চাই; একটু বোস্‌, আমি তোকে ভাল ক'রেই উদ্ধার কর্‌চি—আগে তোর প্রাণকান্তকে শেষ ক'রে আসি (সুমতির প্রতি)—তুই জগতের স্ত্রী? বল কোথায় তোর স্বামী?

জগৎ। (নেপথ্য হইতে) রহিম আমি আস্‌চি।

রহিম। কোথায়? কোথায়? (সুমতির প্রতি) দেখিয়ে দে—কোথায়—

সুমতি। (স্বগত) এখন কি করি—আর তো কোন উপায় নেই—ঐ গুপ্তকূপের ফাঁদ-দরজাটা দেখিয়ে দি (একটা ফাঁদ-দরজা দেখাইয়া দিয়া প্রকাশ্যে) এই যে—এই যে—এই দিকে—ঐ দরজা দিয়ে ঢুক্‌লে একটা সিঁড়ি পাবে।

রহিম। এ যে অন্ধকার—যাই, ঘোর পাতালের ভিতর থাক্‌লেও আজ আমার হাত থেকে তার নিস্তার নেই।

(রহিমের প্রস্থান।)

নেপথ্যে——গেলুম গেলুম মলুম। (রহিমের গুপ্ত কূপ মধ্যে পতন ও মৃত্যু)

সুমতি। জেহেনা, আমার কাজ ফুরোলো, তুমি এখন নিষ্কণ্টকে সুখভোগ কর।

(সুমতির প্রস্থান।)

জেহেনা। (স্বগত) আ! বাঁচা গেল!

(জগতের প্রবেশ ও জেহেনার নিকট আসিয়া এক দৃষ্টে ভ্রুকুটি করিয়া দৃষ্টিপাৎ।)

জেহেনা। যাও না, যেখানে তুমি সুখে ছিলে সেই খানে যাও না—এ দুখিনীর কাছে কেন? আমি যে তোমাকে দেখ্‌বার

জন্য স্বামীর কথাও শুনলেম না—তিনি আমাকে বাড়ি যাবার জন্য এত ক'রে বল্লেন, তবু যে আমি গেলেম না, তারই কি এই প্রতিফল? আমি তাঁর সঙ্গে গেলেই (ক্রন্দন) ভাল হত, তা হলে আর কিছু না হোক্, তুমি সুখী হতে পার্‌তে (ক্রন্দন)

জগৎ। কাঁদ্‌চিস্? হা হা হা হা হা—আমি যে তোকে চিনিচি!

জেহেনা। আমার দুঃখ দেখে হাস্‌চ জগৎ?

জগৎ। আমি হাস্‌ব না? আমার মত দুষ্ট লোক, আমার মত খারাপ লোক তো আর নেই—আমিই তো তোকে এখানে বন্দী ক'রে রেখেছি—

জেহেনা। সে কি! সে কি! এ সব কথা তোমাকে কে বল্লে? কে আমার নামে মিথ্যে ক'রে লাগিয়েছে?

জগৎ। কেউ বলে নি, আমি স্বকর্ণে সব শুনেছি।

জেহেনা। অঁা?—অ্যা?—কি!—

জগৎ। স্ত্রীজাতির কলঙ্ক—দূর হ এখান থেকে—তোর জঘন্য রক্তে আমার অসি কলঙ্কিত করতে চাই নে—দূর হ দূর হ এখনি—

জেহেনা। আমি চল্লেম, আমি জানি, যাকেই আমি ভাল বাসব সেই আমার হৃদয়ে বজ্রাঘাত করবে—সে আমার পোড়া অদৃষ্ট—কিন্তু আমি বলে যাচ্ছি, এর জন্য এক দিন তোমাকে অনুতাপ কর্‌তে হবে! আমি চল্লেম—তুমি সুখে থাক।

(জেহেনার প্রস্থান।)

জগৎ। (স্বগত) উঃ শেষ পর্য্যন্ত ছলনা!—না জানি কি উপাদানে বিধাতা ওকে গড়েছিলেন—আ!—সুমতি দেবতা—আমি পিশাচ—কি ক'রে তাঁর কাছে মুখ দেখাব?—আমি তাঁর কি সর্ব্বনাশই করিছি!—সুমতি আমার জন্যে কি না করেছেন—তিনি কি মার্জ্জনা করবেন না?—করবেন—করবেন—তিনি করুণাময়ী দেবী—কোথায় তিনি?—যাই—

(জগতের প্রস্থান।)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

বারাণ্ডা-যুক্ত রাজ-প্রাসাদের সম্মুখস্থ ফুলমালা ও মোগল-পতাকা-শোভিত বহিরঙ্গন।

রাজা, মন্ত্রী ও তত্ত্ববাগীশ।

রাজা। আ! আজ কি আনন্দের দিন! মন্ত্রী নহবৎ বাজাতে বলে দাও—এখনো আলো সব জ্বালেনি কেন?—এখনি জ্বাল্‌তে বলে দাও—তত্ত্ববাগীশ মহাশয় লগ্নের আর কত বিলম্ব?

তত্ত্ব। মহারাজ, আর বড় বিলম্ব নাই।

মন্ত্রী। কিন্তু মহারাজ, রাজকুমারী যে এখনও আসেন নি।

রাজা। তার জন্য ভেবো না মন্ত্রি, সে সব ঠিক আছে। সে নিশ্চয় আস্‌বে, আমার কাছে বলে গেছে। আচ্ছা বরং এক জন লোক এগিয়ে গিয়ে দেখে আসুক, বোধ হয় নিকটেই কোথাও আছে। সে জন্য তোমরা ভেবো না। পাত্রটি তো ঠিক্ আছে?

মন্ত্রী। মহারাজ, পাত্রের জন্য কোন চিন্তা নাই।

রাজা। পাত্রের জন্যই চিন্তা—পাত্রটি হাতছাড়া হলে অমন পাত্র আর পাওয়া যাবে না—বল কি, ষড়্‌দর্শন কণ্ঠস্থ! মন্ত্রি, তার জন্য এক-প্রস্ত দর্শন শাস্ত্র আনিয়ে রেখেছ তো? আমার গ্রন্থ-গুলি নিয়ে টানাটানি করলে চল্‌বে না—আর, সে-সব অতি জীর্ণ হয়ে পড়েছে—এক-প্রস্ত নূতন গ্রন্থ তার জন্য আনিয়ে দিও—বুঝ্‌লে মন্ত্রি?

মন্ত্রী। আজ্ঞা মহারাজ, সে-সমস্তই প্রস্তুত আছে।

রাজা। তোমরা স্বর্ণ-মণি-মুক্তার দান-সামগ্রী হাজার দাও না কেন—আমি বেশ বল্‌তে পারি, সে-সকল তার মনে ধরবে না। যার শাস্ত্রে মতি হয়েছে, বিশেষতঃ যার ষড়দর্শন কণ্ঠস্থ, ওরূপ নশ্বর পদার্থে তার আস্থা হবে কেন? তা হতেই পারে না—কি বল তত্ত্ব-বাগীশ মহাশয়?

তত্ত্ব। তার সন্দেহ কি মহারাজ, শাস্ত্রে আছে—"জ্ঞানাৎ পরতরং নহি।"

মন্ত্রী। তত্ত্ববাগীশ মহাশয়, লগ্নের তো সময় হয়ে এল।

রাজা। সময় হয়েছে না কি?

তত্ত্ব। আজ্ঞা প্রায় হল বৈ কি।

রাজা। সময় হয়েছে? বল কি, লগ্নের সময় হয়েছে? কি আশ্চর্য্য। এখনও তবে স্বপ্নময়ী এলনা কেন? কেন এলনা সে? আমাকে সে যে বলেছিল আস্‌বে—তবে কেন এল না?—এ তার ভারি অন্যায়। কে আছিস্ শীঘ্র তাকে ডেকে নিয়ে আয়—মন্ত্রি তুমি যাও—তত্ত্ববাগীশ তুমিও যাও—শীঘ্র শীঘ্র আর বিলম্ব নয়—এমন অবাধ্য মেয়েও তো দেখিনি, তার কথার স্থির নেই? কে আছিস? (নেপথ্যে ভীষণ কোলাহল—ভেঙ্গে ফ্যাল্—ছিঁড়ে ফ্যাল্—মোগল-পতাকা সব উপ্‌ড়ে ফ্যাল) ও কি! ও কি! কিসের কোলাহল?

মন্ত্রী। তাই তো! কিসের কোলাহল?

তত্ত্ব। আমি একবার দেখে আসি।

(তত্ত্ববাগীশের প্রস্থান।)

(রক্ষকের দৌড়িয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে প্রবেশ।)

রক্ষক। মহারাজ—রাজকুমারী আস্‌চেন—বড় হাঁপ ধরেছে—জিব শুকিয়ে গেছে—বলচি।

মন্ত্রী। রাজকুমারী?

রাজা। স্বপ্ন এসেছে?—আঃ বাঁচা গেল—আমিতো বলেই ছিলেম মন্ত্রি যে, তার জন্য ভাবনা নেই—সে তেমন মেয়ে নয় যে একবার কথা দিয়ে আবার লঙ্ঘন করবে—মন্ত্রী শীঘ্‌ঘির বাজনা

বাজাতে বল—অন্তঃপুরে হুলুধ্বনি করুক—পাত্রকে শীঘ্র আনা হোক্—

মন্ত্রী। অমন কচ্চিস্ কেন? (নেপথ্যে পুনর্ব্বার কোলাহল) ও কিসের কোলাহল? রাজকুমারী কি আসেন নি?

রক্ষ। বল্‌চি মহারাজ বল্‌চি—আমার মুখ শুকিয়ে যাচ্চে—ফাঠকের কাছে এসেছেন—তলোয়ার হাতে ক'রে—তিনি—এগিয়ে এগিয়ে আস্‌ছেন—আর তাঁর পিছনে মশাল হাতে করে ডাকাতের মত হাঁক দিতে দিতে অনেক লোক আস্‌চে—

রাজা। কি! তলোয়ার হাতে?

মন্ত্রী। কি! মশাল জ্বালিয়ে!

রক্ষক। আজ্ঞা হাঁ মহারাজ, ঐ বারাণ্ডায় উঠে দেখুন না, সব দেখতে পাবেন।

রাজা। চল চল মন্ত্রি দেখিগে—কি ব্যাপার কিছুই তো বুঝতে পাচ্চিনে—

মন্ত্রী। চলুন মহারাজ। কি সর্ব্বনাশ!

(নিক্রান্ত হইয়া প্রাসাদের বারাণ্ডায় উঠিয়া উভয়ের দণ্ডায়মান ও অবলোকন—কোলাহল আরও নিকটবর্ত্তী)

রাজা। উঃ—কি কোলাহল!—ও কি সব ভাঙ্গচে?—তাইতো কি সর্ব্বনাশ! মন্ত্রি ব্যাপারটা কি? কৈ স্বপ্নময়ী কোথায়?—সব মিথ্যে—ওদের মধ্যে স্বপ্নময়ী কি করে থাকবে?

মন্ত্রী। মহারাজ আপনি কোথাও নড়বেন না—এইখানে

থাকুন—আমি দেখে আসি। এ আর কিছু না এ বিদ্রোহ, আর স্বপ্নময়ী তার নেতা।

রাজা। কি! বিদ্রোহ! স্বপ্নময়ী বিদ্রোহের নেতা! স্বপ্ন তার পিতার বিরুদ্ধে?—বল কি মন্ত্রি, তা কখনই হতে পারে না। দেখ্‌লেও আমার প্রত্যয় হবে না।

মন্ত্রী। ঐ রাজকুমারী—কি সর্ব্বনাশ! আপনি এখানে থাকুন, কোথাও নড়বেন না—কি জানি, বিপদ হতে পারে, আমি দেখে আসি—(মন্ত্রীর প্রস্থান।)

রাজা। (স্বগত) কি! স্বপ্নময়ী—আমার দুধের মেয়ে—তাকে আমি ভয় করব? দেখি সত্যি কিনা—কি ভয়ানক কোলাহল!

(স্বপ্নময়ীর নিষ্কোষিত তলোয়ার-হস্তে, "দেশে-দেশে ভ্রমি" এই গান গাইতে গাইতে ও তাহার পশ্চাতে শুভ সিংহ সুরজ মল ও মহা কোলাহল করিতে করিতে বাগ্‌দিদের প্রবেশ।)

স্বপ্নময়ী। সব ছিঁড়ে ফ্যাল—ভেঙ্গে ফ্যাল—পিতার আলয়ে মোগল-ধ্বজা? (স্বপ্নময়ীর স্বহস্তে মালা ছিন্ন করণ ও ধ্বজা উৎপাটন।)

বাগ্দি। ছিঁড়ে ফ্যাল্—ভেঙ্গে ফ্যাল্—মার্ মার্—সব ছারখার করে দে (মালা ছিন্ন করণ ও ধ্বজা উৎপাটন।)

রাজা। (বারাণ্ডা হইতে) একি! সত্যইতো স্বপ্নময়ী! কি ভয়ানক! কি ভয়ানক! স্বপ্নময়ীর এই কাজ!—স্বপ্নময়ী আমার শত্রু?—স্বপ্নময়ী! স্বপ্নময়ি! স্বপ্নময়ি!—

(বারণ্ডা হইতে নীচে অবতরণ।)

বাগ্দিগণ। ভগবতি, এইবার হুকুম দাও, আমরা লুট পাট আরম্ভ করি। প্রভু, হুকুম দাও, সব ছার খার করে দি।

স্বপ্নময়ী। চুপ মূঢ় বর্ব্বরেরা!—দেখ্‌চিস্‌নে তোদের মহারাজ—আমার পিতা (ভূমিষ্ঠ প্রণাম) (বাগ্দিদিগেরও ভূমিষ্ঠ প্রণাম)

রাজা। তুই স্বপ্নময়ি তুই? তুই আমার প্রজাদের মধ্যে বিদ্রোহ উত্তেজিত করেচিস্? তুই নেত্রী হয়ে তোর পিতার বাড়িতে এই দস্যুদের এনেচিস্? তুই আমার বার্দ্ধক্যের অবমাননা করচিস্? কোন্ দৈত্য তোকে এই ভয়ানক কাজে প্রবৃত্ত করেছে? কোন্ দৈত্য তোর হৃদয়ের ধর্ম্ম নষ্ট ক'রেছে? বল্। আ! স্বপ্নময়ি—বাছা—তোকে যে আমি প্রাণ অপেক্ষাও ভাল বাসি—তুই যে আমার বার্দ্ধক্যের আশা—কষ্টের সান্ত্বনা-স্থল—আমার হৃদয়ের পুত্তলি—নয়নের মণি—তোর এই কাজ? আ!—(ক্রন্দন)

স্বপ্নময়ী। পিতা—পিতা—আর বোলো না—আমার হৃদয় ফেটে যাচ্চে (ক্রন্দন) আমি কি করব—(শুভসিংহের প্রতি যোড় হস্তে) দেবতা আমাকে মার্জ্জনা কর—আমার পিতাকে মার্জ্জনা কর—উনি কখনই শত্রু নন—পিতা, তোমার ধন রত্ন দেশের জন্য,

জননীর জন্য দাও না পিতা—তা হলে সব মিটে যায়—আমি কি কর্‌ব? দেবতা! পিতাকে শুভ বুদ্ধি দাও, আমাকে রক্ষা কর—আমাকে রক্ষা কর—

শুভ। (স্বগত) এ দৃশ্য আর দেখা যায় না—মহাদেব, হৃদয়ে বল দাও।

রাজা। কে তোর দেবতা?

স্বপ্ন। (শুভসিংহকে দেখাইয়া) ঐ দেখ পিতা—ঐ আমার দেবতা—পিতা উনি দয়ার সাগর—

রাজা। কি বল্লি স্বপ্নময়ি,—আমার অদৃষ্টের শনি,—আমার শুভ্র যশের কলঙ্ক, ঐ তোর দেবতা?—ও তোর দৈত্য!—ছলনাময় নিষ্ঠুর দৈত্য!—কি! শুভসিংহ, তুমি মনে করেছ, আমি তোমাকে চিন্‌তে পারি নি? তুমি এই বালিকাকে—এই সরলা বালিকাকে ছলনা করেছ? কথা কচ্চ না যে?

স্বপ্ন। পিতা, কর কি, কর কি, দেবতাকে ও রকম ক'রে বোলো না, এখনি সর্ব্বনাশ হবে; পিতা, উনি শুভ সিংহ নন, উনি মানুষ নন, উনি দেবতা।

রাজা। কি! শুভসিংহ দেবতা? একজন সামান্য তালুকদার—সে দেবতা? শুভসিংহ তোর মন হরণ করেছে? স্বপ্নময়ি—মা—তোকে মিনতি করচি, এমন ভয়ানক কলঙ্কে আমাদের উচ্চ বংশকে—আমার বার্দ্ধক্যকে—আমার গৌরবকে কলঙ্কিত করিস নে, করিস্ নে—হা ভগবান! কি লজ্জা! স্বপ্নময়ি তুই—তুই আমার

এই শেষ দশায় আমাকে এই যন্ত্রনা দিলি? আমি যে তোকে এত স্নেহ-মমতা করেছি, তারই কি এই পুরস্কার? স্বপ্নময়ি, মা, তোর পিতার চেয়েও কি ঐ তালুকদার—কোথাকার অপরিচিত একজন সামান্য তালুকদার—তোর কাছে বড় হল? চুপ্ করে রয়েছিস্ যে? কি ভয়ানক কাজ করেছিস্, এখন বুঝি বুঝতে পেরেছিস্?—এখন অনুতাপ হচ্চে বুঝি?—আ!—তাহলে আমি সব মার্জ্জনা করচি—সব ভুলে যাচ্চি—আঁয় মা, আমার সঙ্গে আয়—ঐ দৈত্যকে ত্যাগ কর্।

স্বপ্ন। পিতা, আমার প্রাণের ইচ্ছে, তোমার কথা শুনি—কিন্তু এযে দেবতার আদেশ পিতা, দেবতা যে পিতার চেয়েও বড়, মাতার চেয়ে বড়, সকলের চেয়ে বড়—কি ক'রে তাঁর কথা এখন——দেবতা, দেবতা, তুমি পিতাকে বুঝিয়ে বল, আমাকে রক্ষা কর।

রাজা। বিধাতঃ—এ সংসার কি তুমি কঠোর লোকদের জন্যই সৃষ্টি করেছে?—এ সংসারে কঠোর না হলে কি কেউ কারও বাধ্য হয় না?—আচ্ছা আজ থেকে আমিও কঠোর হব, স্নেহ মমতা বিন্দুমাত্রও আমার হৃদয়ে আর থাক্‌বে না। স্বপ্নময়ি শোন্, আমি চন্দ্র সূর্য্যকে সাক্ষী করে এই অভিশাপ দিচ্চি যে, এক দিন, ঐ তোর দেবতা, ঐ তোর প্রণয়ীই, এক দিন আমার হয়ে তোর উপর প্রতিশোধ তুল্‌বে—এই সকল নীচ প্রণয়, জানিস স্বপ্নময়ি, অবশেষে ছলনাতেই পরিণত হয়—ছলনাই যেন তোদের এই জঘন্য মিলনের শেষ ফল হয়—ছলনাতে যার জন্ম, ছল-

নাতেই তার শেষ!—আমাকে যেমন এই শেষ দশায় কষ্ট দিলি, তুইও সেই রকম সমস্ত জীবন—স্বপ্নময়ি, মা-আমার কাঁদচিস? না আমি তোকে কিছু বলিনি—তুই আমার দুধের বাছা, ননির পুতলি—তোকে অভিসম্পাৎ করে এমন কঠোর প্রাণ কার?—না না না। তুমি কি চাও মা?—তুমি আমার শত্রু হয়ে এসেছ?—তুমি তোমার বৃদ্ধ পিতার বুকে ছুরি বসিয়ে দেবে—দাও মা (ক্রন্দন)

স্বপ্ন। পিতা—পিতা—ও কথা বোলোনা পিতা—তোমার এ-অকৃতজ্ঞ দুহিতাকে এখনি বধ কর—আর সহ্য হয় না (ক্রন্দন) দেবতা তুমি আমাকে বধ কর—আর আমি পারিনে—আমি কি করব—

রাজা। শুভ সিংহ, দেখ আমার আর কোন অস্ত্র নাই—পিতৃ-হৃদয়ের অশ্রুজলই আমার একমাত্র অস্ত্র—তোর কি একটুও দয়া হচ্চে না? আমি বৃদ্ধ—আমি অবমানিত—স্বপ্নময়ী, যাকে আমি বড় ভাল বাসি, সে আমার হৃদয়ে আঘাত দিয়েছে—আমি তোর কাছে আত্মসমর্পণ কচ্চি—তুই ধন নে, রত্ন নে—আমার সর্ব্বস্ব নে—কিন্তু আমার কন্যাকে ফিরিয়ে দে—যে কুহকে তুই ওর মন হরণ করিচিস্, সে কুহক ভেঙ্গে দে—আমার শুভ্রকেশের অবমাননা করিস নে—নিষ্ঠুর, কিছুই উত্তর দিচ্চিস্ নে?

শুভ। রাজন, তোমার দুহিতা তুমি ফিরে নেও, তোমার ধন রত্ন জননীর কাছে সমর্পণ কর।

স্বপ্ন। পিতা, জননীকে ধনরত্ন দেও, আমাকে রক্ষা কর, আমাকে রক্ষা কর।

রাজা। মা, তুমিই তো আমার জননী—তুমি আমার ধন রত্ন চাচ্চ?—এখনি লও—এই লও আমার চাবি—তুমি আমার সর্ব্বস্ব লও—তোমার পিতার ধন তুমি নেবে না মা? তার জন্য এত কেন লজ্জা? এখনি তোমাকে দিচ্চি, চল—কেবল মা, আমাদের বংশকে কলঙ্কিত ক'র না, এস মা এস!

স্বপ্ন। দেখ দেবতা, আমার পিতা শত্রু নন।

(রাজার প্রস্থান ও স্বপ্নময়ীর অনুগমন।)

বাগ্দিগণ। প্রভু হুকুম দাও, আর আমরা চুপ্ করে থাক্‌তে পারচিনে।

(বেগে জগৎরায়ের প্রবেশ।)

জগৎ। কৈ, আমাদের দেবতা কোথায়? শুভসিংহ নাকি দেবতা সেজেছে? এই যে শুভ, ভাল আছ তো? ভুল হয়েছে, তোমাকে যে প্রণাম করতে হবে, তুমি যে দেবতা, ছোট-বেলাকার তলোয়ারের দাগ গুল কি দেবতার গায়ে এখন আছে? আর একবার বাহুবল পরীক্ষা করবার কি সাধ হয়েছে? তাই কি আসা হয়েছে? আমি প্রস্তুত, আছি এসো, তোমার ভয় কি, তুমি দেবতা, অস্ত্রাঘাত তো তোমার শরীরে লাগ্‌বে না—ভীরু, এই তোর সাহস? বীরের মত শিক্ষা পেয়ে শেষে কিনা তস্করবৃত্তি অবলম্বন করিচিস্, ধিক্! তোর সঙ্গে আবার যুদ্ধ কি? প্রাণ নিয়ে পালা, আমি কিছু বল্‌ব না।

শুভ। শোন জগৎরায়, আমি দেবতা নই—আমি সকলের সাক্ষাতে স্পষ্টাক্ষরে বল্‌চি, আমি দেবতা নই, আমি বিদ্রোহী শুভ-সিংহ—একজন সামান্য তালুকদার। আমার ললাটে এই যে একটা কৃত্রিম নেত্র জ্বল্‌চে, যা দেখে তোরা সবাই আমাকে দেবতা বলে ভয় করতিস্—এই দেখ্, সে কি জিনিস (বাগ্দিদের নিকট নিক্ষেপ) সুরজ-মল, আজ হতে আমি বিদ্রোহী শুভসিংহ, আর আমি দেবতা নই, আমার সেই কপটতার কলঙ্ক—আমার ললাটের সেই উজ্জ্বল কলঙ্ক, ঐ দেখ, আমি অপনীত করলেম!

সুরজ। ওকি কথা মশায়? ওকি কথা মশায়? আপনার সঙ্কল্প কি ভুলে গেলেন? কি বল্‌চেন, ভাল ক'রে বুঝে দেখুন—

বাগ্দিগণ। ওরে ভাই, যা মনে করেছিলুম তা নয়রে—ওটা একটা ফাঁকি জুকি—কপালের চোক নয়।

শুভ। সুরজ আমি বুঝেই বল্‌চি—শোন জগৎরায়, তুমি যদি মায়ের সুপুত্র হও তো এখনি আমার সঙ্গে যোগ দাও, তোমাদের ধন রত্ন জননীর চরণে, জন্মভূমির চরণে এখনি সমর্পণ কর, তা যদি না কর তো এসো, একবার দেখি, ছেলেবেলাকার অস্ত্রশিক্ষা কার কত মনে আছে।

জগৎ। এখন তোমার দেবত্ব ঘুচেচে, এখন শুভসিংহ এসো, একবার দেখা যাক—

(উভয়ের অসিযুদ্ধ।)

সুরজ। শুভসিংহ আজ হতে আমি তোমার শত্রু হলেম।

শুভ। শক্রই হও যাই হও—আর ছলনা নয়।

(জগতের সহিত অসি যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।)

সুরজ। (বাগ্দিদের প্রতি) আজ হতে আমি তোদের সরদার হলেম, আয় লুট পাট কর্, বাড়িতে আগুণ লাগিয়ে দে, সব চুর মার ক'রে ফ্যাল্—সব ছার খার করে দে।

বাগ্দিগণ। হাঁ এই তো সদ্দারের যুগ্যি কথা, আয় ভাই আর, সব ছারখার করে দি—

১। দেখ দিকি ভাই, আমাদের বলে কি না চুপ করে থাক, আমরা কি চুপ্ ক'রে থাক্‌বার জন্য এখানে এসেছি ?

২। এত দিন আমাদের ভোগা দিয়ে এসেছে, পাজি জুয়াচোর, ও আবার দেবতা !

৩। তাইতো হারার ব্যামো সারতে পারিনি।

৪। তাইতো রেধোর বাত আরাম করতে পারলে না—ও আবার দেবতা ! আমাদের বড় ঠকান-টাই ঠকিয়েছে—পাজি জুয়া-চোর কোথাকেরে—

৫। আয় ভাই, ওকে আজ না মেরে যাচ্চিনে।

সকলে। আয় সবাই, মার্ মার্, সব ভেঙ্গে ফ্যাল্—সব পুড়িয়ে দে—সব ছারখার করে দে—রে রে রে রে।

(কোলাহল ক'রতে করিতে সকলের প্রস্থান।

(মন্ত্রীর বেগে প্রবেশ।)

মন্ত্রী। প্রাসাদে আগুন লেগেছে—সর্ব্বনাশ হয়েছে, সর্ব্বনাশ হয়েছে—মহারাজ শীঘ্র নেবে আসুন—শীঘ্র নেবে আসুন—

(রাজার প্রবেশ।)

রাজা। (বারাণ্ডার উপরে)—এ কি!—কোন দিক দিয়ে বেরোবার উপায় নাই—চারি দিকেই আগুন—কোন্ দিক দিয়ে যাই—কি সর্ব্বনাশ!—

মন্ত্রী। মহারাজ নেবে আসুন—নেবে আসুন—এখনি সমস্তই অগ্নিতে গ্রাস কর্‌বে। বিলম্ব করবেন না।—ওরে শীঘ্র জল নিয়ে আয়—মহারাজকে উদ্ধার কর্—মহারাজকে উদ্ধার কর্—

(মন্ত্রীর প্রস্থান।)

রাজা। আমার কোন দিক দিয়েই যাবার পথ নেই—কে আমাকে উদ্ধার কর্‌বে?—যে আমাকে উদ্ধার করবে, তাকে আমার সমস্ত রাজত্ব দেব—আমার সর্ব্বস্ব দেব—আমি বৃদ্ধ—আমাকে উদ্ধার কর্—আমাকে উদ্ধার কর্।

(রক্ষকগণের প্রবেশ।)

রক্ষকগণ। মহারাজ চারি দিকেই আগুন—আমরা এখন কি করে প্রবেশ করি। কেউ যাবি? যানা, অনেক টাকা পাবি।

অন্য রক্ষক। আমাদের টাকায় কাজ নেই—প্রাণ গেলে টাকা নিয়ে কি ধুয়ে খাব? না আমরা যেতে পারব না।

(সকলের প্রস্থান।)

রাজা। কেউ উদ্ধার কর্‌লি নে?—কারও মনে দয়া হল না? ওঃ দগ্ধ হলেম—দগ্ধ হলেম! এই কি তোদের প্রভু-ভক্তি?—এই কি তোদের রাজ-ভক্তি? স্বপ্নময়ি তুই কি ম'র্‌লি?

(রক্তময় তলোয়ার হস্তে শুভ সিংহের প্রবেশ।)

শুভ। (স্বগত) পাষণ্ড সুরঙ্গ—উচিত প্রতিফল দিয়েছি—মহারাজ কোথায়—মহারাজ কোথায়?

রাজা। কি! শুভসিংহ পাষণ্ড দৈত্য তুই! আবার তলোয়ার হাতে—আমাকে দগ্ধ ক'রেও তোর আশ মিটল না?—এই বৃদ্ধকে বধ ক'রে তোর কি পৌরুষ?—ও গেলুম! গেলুম!

শুভ। (রাজাকে দেখিতে পাইয়া) মহারাজ?—ঐখানে?

(বেগে প্রস্থান।)

(উপরের বারাণ্ডায় প্রবেশ।)

রাজা। কি! তুই পাষণ্ড, আমাকে বধ কর্‌বি!—অসির আঘাতে শীঘ্র বধ কর, আমাকে দগ্ধে মারিস্‌ নে।

শুভ। মহারাজ, আপনার প্রাণ নিতে আসিনি—আমার প্রাণ

দিতে এসেছি। আপনাকে উদ্ধার করতেই এসেছি—চলুন, আর অন্য কথা না।

(অগ্নির মধ্য হইতে রাজাকে লইয়া প্রস্থান।)

(শুভসিংহের সহিত রাজার প্রবেশ।)

রাজা। আ! বাঁচলেম, শুভসিংহ, তুমি আমার পরিত্রাতা? পুরাতন বন্ধুরাও এই বিপদের সময়ে আমাকে ত্যাগ করেছে কিন্তু তুমি আমার শত্রু হয়ে আমাকে উদ্ধার করলে—তুমি সামান্য মনুষ্য নও, এসো বৎস, আলিঙ্গন করি (আলিঙ্গন) তুমি যেন জন্মান্তরে দেবলোকবাসী হও—বৃদ্ধের এই আশীর্ব্বাদ!

শুভ। মহারাজের আশীর্ব্বাদ শিরোধার্য্য।

(দুই চারিজন বাগ্‌দির প্রবেশ।)

বাগ্‌দিগণ। মার্ মার্, কাট্ কাট্, ওই সেই জুয়াচোর!

রাজা। শুভসিংহ, ওকি!

শুভ। মহারাজের কোন ভয় নাই, আমি থাকতে আপনার একটি কেশও কেউ স্পর্শ করতে পারবে না, এখনও তোরা আছিস্?

(অসিযুদ্ধ ও বাগ্‌দিদের পলায়ন।)

(নেপথ্যে আবার কোলাহল—সব পুড়িয়ে দে—ভেঙ্গে ফ্যাল, ছার খার করে দে)

রাজা। আমার স্বপ্নময়ী কোথায়?—দেখ বৎস—তাকে উদ্ধার কর—তোমাকে সে দেবতা বলে, তাকে উদ্ধার কর—যাও বৎস, যাও, সে তোমারি।

শুভ। মহারাজ, আমি এখনি যাচ্ছি, আপনি নিশ্চিন্ত হোন্ (যাইতে যাইতে) সুরজ পাষণ্ড—নিরস্ত হ—নিরস্ত হ—প্রাসাদে অগ্নি দিয়ে নিরর্থক কেন অত্যাচার করচিস্—প্রতিশোধ নিতে হয় তো আমার উপর প্রতিশোধ নে—আয়, তলয়ার নিষ্কোষিত কর্—আমি প্রস্তুত।

(শুভসিংহের নিষ্কোষিত অসি হস্তে বেগে প্রস্থান।)

নেপথ্যে। মার্ মার্—আগুন লাগা—ভেঙ্গে ফ্যাল্, সব চূর মার করে ফ্যাল, গেল গেল গেল, ঐ ভেঙ্গে পড়ল, ঐ ভেঙ্গে পড়ল।

রাজা। কি! সব পুড়ে গেল—সব পুড়ে গেল—ঐ ভেঙ্গে পড়চে—কোথায় পলাই—(প্রাসাদের কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া রাজার উপর পতন)

(স্বপ্নময়ীর ধনরত্ন লইয়া প্রবেশ।)

স্বপ্ন। কোথায় পিতা কোথায়?—আমি ধন রত্ন সমস্তই এনেছি (ভগ্নাবশেষের মধ্যে মৃতবৎ রাজাকে দেখিয়া) পিতা পিতা একি! একি!—এ কি হল!—পিতা. উত্তর দাওনা পিতা—

রাজা। মা, মা, তুমি কি করলে মা?—আমি তোমার কি করে-ছিলেম? আ! শুভ সিংহকে—বাছা—বাছা তুই———(মৃত্যু)

স্বপ্ন। পিতা, তোমার কি হল পিতা? কোথায় গেলে পিতা? (মূর্চ্ছিত হইয়া পতন)

(শুভ সিংহের প্রবেশ।)

শুভ। কৈ, স্বপ্নময়ী কোথায়? একি! এখানে? হা! সমস্ত শেষ হয়ে গেছে? না এখনও জীবিত, নিঃশ্বাস পড়ছে—ওকে? মহারাজ?—ভগ্নাবশেষের মধ্যে? হা! মহারাজ গতপ্রাণ! কৈ জীবনের তো কোন লক্ষণ নেই, স্বপ্নময়ী তবে কি মূর্চ্ছা গেছে? স্বপ্নময়ি স্বপ্নময়ি——

স্বপ্নময়ী। (চেতনা লাভ করিয়া) আ! দেবতা!—দেবতা! প্রভু! তুমি রক্ষা কর, রক্ষা কর, সর্ব্বনাশ হয়েছে—আমার পিতা আর নাই—(ক্রন্দন) আমার পিতা—আমার অমন পিতা—আমার বৃদ্ধ পিতা—আমার স্নেহের পিতা——প্রভু দেখ কি হয়েছে—দেখ কি হয়েছে—দেবতা, আমার পিতাকে ফিরে দেও, আমার পিতাকে বাঁচাও—

শুভ। হা অদৃষ্ট! আমার জন্য এক জন স্ত্রী অনাথা হল—এক জন বীর অধঃপাতে গেল—একটি দুহিতা পিতৃহীন হল—আমা অপেক্ষা পাষণ্ড আর কে আছে?

স্বপ্ন। সে কি প্রভু, তোমার জন্য আমি পিতৃহীন হলেম, তোমার জন্য?

শুভ। হাঁ স্বপ্নময়ি, আমিই সমস্তের মূল।

স্বপ্ন। প্রভু তুমি দেবতা, তুমি আমার পিতার প্রাণ এনে দাও, তুমি কি না পার? পিতা তো তোমার শত্রু নন, দেখ প্রভু, তুমি যা চেয়েছিলে, তিনি সমস্তই দিয়েছেন। তবে কেন ওঁর প্রাণ নিলে? তুমিই যদি ওঁর প্রাণ নিয়ে থাক, তুমিই আবার ওঁর প্রাণ ফিরে দাও—প্রভু তুমি দেবতা, তোমার অসাধ্য কি আছে? প্রভু আমাকে রক্ষা কর, আমার পিতাকে ফিরে দাও (ক্রন্দন)

শুভ। স্বপ্নময়ি, আমি তোমাকে আর প্রবঞ্চনা করব না, আমি একজন ক্ষুদ্র মনুষ্য—

স্বপ্ন। কি! একজন ক্ষুদ্র মনুষ্য? তুমি প্রভু, তুমি একজন ক্ষুদ্র মনুষ্য?—তুমি একজন ক্ষুদ্র মনুষ্য? প্রভু আমাকে কি পরীক্ষা করচ?

শুভ। স্বপ্নময়ি, আমি তোমাকে সত্য বল্‌চি, আমি দেবতা নই, আমি একজন সামান্য মনুষ্য, আমি দেবতা নই—আমার নাম শুভসিংহ।

স্বপ্ন। কি! শুভসিংহ? পিতা যার কথা সে দিন বলেছিলেন সেই তালুকদার শুভসিংহ?

শুভ। হাঁ আমি সেই।

স্বপ্ন। না প্রভু, তুমি তা নও—নিশ্চয় তুমি আমাকে পরীক্ষা করচ—প্রভু আমার পিতাকে ফিরে দাও—

শুভ। স্বপ্নময়ি, ক্ষুদ্র মনুষ্যের তা সাধ্যাতীত। আমি দেবতা

নই, তার প্রমাণ চাও? দেখ, আমার কপালে যে চোক্ জ্বলতো—সে চোক্ আর নেই—সে কৃত্রিম চোক্ আমি দূরে নিক্ষেপ করেছি।

স্বপ্ন। দেবতা না হলে অমন কারাগার থেকে কি ক'রে আমাকে উদ্ধার করলে?

শুভ। এখানকার অনেক লোকেই আমাকে দেবতা বলে জান্‌তো, কারাগারের রক্ষকেরা আমাকে দেবতা মনে ক'রে আমার সেই ললাট-চক্ষু দেখে ভয় পেয়ে আমাকে দ্বার খুলে দিয়েছিল।

স্বপ্ন। দেবতা না হলে সুমতির দুঃখের কথা কি ক'রে জান্‌তে পারলে?

শুভ। আমি সুরজমলের কাছ থেকে আগে থাক্‌তে জেনেছিলুম।

স্বপ্ন। কি! আমাকে তবে তুমি বরাবর ছলনা ক'রে এসেছ? তুমি দেবতা নও? তুমি মানুষ? তুমি প্রবঞ্চক? তুমি প্রতারক? তুমিই আমার পিতার মৃত্যুর কারণ? তুমি—সত্যি তুমি?

শুভ। হাঁ সকলই সত্য, স্বপ্নময়ি আর আমি তোমাকে ছলনা করব না—তোমার নিকট একটুও গোপন করি নি।

স্বপ্ন। কি! যাকে আমি দেবতা বলে এত দিন পূজা করে এসেছি, সে একজন ভীষণ দৈত্য! পিতা, তোমার কথাই ঠিক, তুমি যা অভিসম্পাৎ করেছিলে, তাই ঠিক্ হল—ঐ পাষণ্ড দৈত্যের ছলনায় আমি কি কাজ না করেছি, আমি তোমার হৃদয়ে আঘাত

দিয়েছি, আমি তোমার শত্রুতা করেছি, আমি তোমার ধন রত্ন সর্ব্বস্ব লুট করেছি, শেষে আমারই জন্য তোমার প্রাণ পর্য্যন্ত গেল, পিতা এখন তুমিই আমার একমাত্র দেবতা—বল, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি? বল কি করব, এখনি তা করচি—কি বল্‌চ? কি? কি? পিতা, কি বল্‌চ? ঐ পাষণ্ডকে বধ ক'রে তোমার প্রতিশোধ নেব?—এখনি এখনি—

শুভ। স্বপ্নময়ি, আমার মৃত্যুই শ্রেয়।

স্বপ্ন। প্রভু, দেবতা, কি বল্‌চ? আমি তোমাকে বধ ক'রব? আমার এত বড় যোগ্যতা?—প্রভু, বল তুমি দেবতা, আমাকে আর ছলনা ক'র না—আমার পিতাকে ফিরিয়ে দেও—প্রভু ওঁর কোন অপরাধ নেই।—উনি আমার বৃদ্ধ পিতা—উনি আমার স্নেহের পিতা (ক্রন্দন)

শুভ। স্বপ্নময়ি, আমি দেবতা নই—তুমিই আমার দেবতা, আমাকে মার্জ্জনা কর—

স্বপ্ন। পিতা, পিতা, মার্জ্জনা করবে কি?—"না পিতৃহন্তার মার্জ্জনা নাই—প্রতিশোধ নে, প্রতিশোধ নে, শীঘ্র প্রতিশোধ নে"—ঐ শোন্ পাষণ্ড, তোর মার্জ্জনা নাই—এখনি এখনি—না-না-না পিতা, পারচিনে পিতা—ওকেই আমি দেবতা বলে পূজা করেছিলেম—দেখ পিতা, বড় কাতর দৃষ্টিতে তোমার দিকে চেয়ে রয়েছে—মার্জ্জনা কর পিতা—মার্জ্জনা কর—"কি! পিতৃহন্তার মার্জ্জনা!"

শুভ। স্বপ্নময়ি!—

স্বপ্ন। না, আমি তোকে পূজা করি নি—আমার সে দেবতা কোথায়?—আমার সে প্রভু কোথায়? না, তুই আমার সে দেবতা নোস্? তুই তো পিশাচেরও অধম (উপরে দৃষ্টি করিয়া) আমার দেবতা, কোথায় তুমি? আমি যে তোমার উপর আমার সমস্ত জগৎ নির্ম্মাণ করেছিলেম, আমার চন্দ্র সূর্য্য, আমার গ্রহ নক্ষত্র যে তোমাতেই ছিল, আমার আশা ভরসা, আমার সুখ দুঃখ যে তোমাতেই ছিল! আমার প্রভু, দেবতা, আমার হৃদয় শূন্য ক'রে তুমি কোথায় পালালে? আমি কি নিয়ে এখন বেঁচে থাক্‌ব? কি বল্‌চ পিতা, মার্জ্জনা নাই? পিতা, মার্জ্জনা কর, আমার দেবতাকে আমি কি ক'রে বধ কর্‌ব?—কে দেবতা? কে দেবতা? আমার সে দেবতা কোথায়?—আমার দেবতা নাই—(ক্রন্দন)

শুভ। (স্বগত) আমা হতে জননীর কোন কাজ হল না, আমার জীবনের সঙ্কল্প বিফল হল—আমার সহচরেরাও আমার শত্রু হয়ে দাঁড়াল, অবশেষে, মনে মনে যাঁর চরণে আমার হৃদয় উৎসর্গ করেছিলেম, সে স্বপ্নময়ীর কাছেও আমি এখন ঘৃণিত—এ অপদার্থ জীবনে আর কি ফল? (স্বপ্নময়ীর নিকট নতজানু হইয়া প্রকাশ্যে) স্বপ্নময়ি, আমার হৃদয়ের দেবতা, সত্যই আমার মার্জ্জনা নাই, আমার জন্যই তুমি পিতৃহীন হয়েছ, আমার জন্যই এই সুন্দর প্রাসাদ ভস্মসাৎ হল, এ পাষণ্ড দৈত্যের প্রায়শ্চিত্ত আর কিসে হবে? আমি এই জঘন্য প্রাণকে এখনি তোমার পদতলে বিসর্জ্জন করচি—

স্বপ্ন। হা!—একি!—ওকি!—আমার দেবতা—আমার দেবতা—

শুভ। স্বপ্নময়ি,—(অগ্নির দ্বারা আত্মহত্যা) আমাকে মার্জ্জনা—(মৃত্যু)

স্বপ্ন। পিতা, পিতা, একি হল! হতভাগ্য কেন এ কাজ করলি? পিতা তোকে মার্জ্জনা করবেন, আমি বলছি তোকে মার্জ্জনা করবেন—আমার দেবতা কোথায় গেল? হা! আমি তোকে কিছু বলিনি—দেবতা প্রভু, একি তোমার দশা হল? হা! আমার পিতা নাই, আমার দেবতা নাই—সুমতি দেখে যাও, কি কাণ্ড হল—দাদা দেখে যাও, কি কাণ্ড হল—আমার পিতা!—আমার দেবতা!—

(স্বপ্নময়ীর বেগে প্রস্থান।)

(জগৎ ও সুমতির প্রবেশ।)

জগৎ। একি! কি সর্ব্বনাশ!—স্বপ্নময়ী উন্মাদিনী,—পিতার এই দশা—এদিকে মৃত দেহ—ওদিকে মৃত দেহ—একি! শুভসিংহ!—শুভসিংহের মৃত দেহ! এমন সুন্দর প্রাসাদ সমস্তই ভস্মসাৎ—হা!—আমার জন্যই এই সমস্ত শোচনীয় কাণ্ড ঘটেছে! আমি যদি না উন্মত্ত হতেম, তা হলে এ সব কিছুই ঘটিত না।

সুমতি। (নীরবে ক্রন্দন)

জগৎ। সুমতি, দেখ্‌ছতো কি কাণ্ড হয়েছে আর সুখের আশা

করো না, সুখের নাম মুখে আনাও এখন পাপ; বাহিরে যে রকম ভগ্ন দশা দেখছ আমার অন্তরেও তাই—যা গেছে, তা আর ফেরবার নয়; যা ভেঙ্গেচে, তা আর জোড়বার নয়; বাহিরে শ্মশান, অন্তরেও শ্মশান। নন্দন কাননে তোমার সঙ্গে মিলন না হয়ে অদৃষ্টক্রমে আজ এই শ্মশানে মিলন হল! (সুমতিকে আলিঙ্গন করত) সুমতি, তুমি দেবতা, আমি অতি নরাধম, আমি তোমাকে কতই যন্ত্রণা দিয়েছি—আমাকে মার্জ্জনা কর।

সুমতি। (জগতের স্কন্ধে মাথা রাখিয়া নীরবে ক্রন্দন)

জগৎ। এসো, শ্রাদ্ধশান্তি শেষ ক'রে আমরা পুরুষোত্তম তীর্থে যাত্রা করি, এখানে আর কি হবে?

(ক্রন্দন করিতে করিতে সুমতি ও
জগতের প্রস্থান।)

শেষ দৃশ্য।
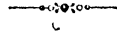
পুরুষোত্তমের সমুদ্র তীর।
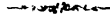
সুমতি ও জগতের নৌকারোহণ।

(দুইজনে গান)

বাগেশ্রী।

অনন্ত সাগর মাঝে দাও তরী ভাসাইয়া,
গেছে দুখ, গেছে সুখ, গেছে আশা ফুরাইয়া।
সম্মুখে অনন্ত রাত্রি, আমরা দুজনে যাত্রী,
সম্মুখে শয়ান সিন্ধু, দিগ্বিদিক হারাইয়া!
জলধি রয়েছে স্থির, ধূ ধূ করে সিন্ধু তীর,
প্রশান্ত সুনীল নীর, নীল শূন্যে মিশাইয়া।
নাহি সাড়া, নাহি শব্দ, মন্ত্রে যেন সব স্তব্ধ,
রজনী আসিছে ধীরে, দুই বাহু পসারিয়া।

সীমা হীন বারি-রাশি, নীরবে যাইব ভাসি,
সীমাহীন শূন্য পানে নীরবে রহিব চাহি।
যে দিকে তরঙ্গ যায়, যে দিকে বহিবে বায়,
কে জানে কোথায় যাব, ভাসিয়া ভাসিয়া গিয়া।

যবনিকা পতন।